# MUSLIN FESTIVAL 2016

## *NEWS & ARTICLES*

# PRESS CONFERENCE 31-01-2016

আলোকিত বাংলাদেশ
০১/০২/২০১৬

জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে রোববার মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসবের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ● আলোকিত বাংলাদেশ

# জাদুঘরে শুরু হচ্ছে মসলিন উৎসব

● ঢাবি প্রতিনিধি

ঐতিহাসিক মসলিন কাপড়ের ইতিহাস জানানো এবং এ সম্পর্কে মানুষকে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় জাদুঘরে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী 'মসলিন উৎসব-২০১৬'। রোববার দুপুরে জাতীয় জাদুঘরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। এ সংবাদ সম্মেলনে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী এবং দৃকের প্রধান নির্বাহী সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে আসাদুজ্জামান নূর বলেন, জাতীয় জাদুঘর, আড়ং এবং দৃককে ঐতিহ্যবাহী মসলিন পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। যে ঐতিহ্য আমরা ভুলতে বসেছিলাম বা অনেকে হয়তো জানিই না। যে কাজটি আমাদের করার কথা ছিল বহু আগেই, সেটি এরাই করছে। আমরা এই আয়োজনে পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত।

দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, আমরা দেশের সাধারণ মানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মসলিনের শৈল্পিক এবং বাণিজ্যিক ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এক্ষেত্রে সরকার, নীতিনির্ধারক, ফ্যাশন বা পোশাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা মাসজুড়ে সবার মাঝে মসলিন নিয়ে এক ধরনের সচেতনতা তৈরি করতে চাই। আশা করি সবাই এ উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেন।

'দৃক'-এর উদ্যোগে এবং জাতীয় জাদুঘর ও আড়ংয়ের সহযোগিতায় এ উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। মসলিন উৎসবে থাকছে– ৫ ফেব্রুয়ারি প্রদর্শনী 'মসলিন রিভাইভাল', ৬ ফেব্রুয়ারি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 'মসলিন নাইট', আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা 'মসলিন আওয়ার স্টোরি' (মসলিন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হবে), ফিল্ম 'লিজেন্ড অফ দ্য লুম' (মসলিন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ট্রেলার মুক্তি পাবে), ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা সভা। এছাড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে শুরু হবে প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনী চলবে ৩ মার্চ পর্যন্ত। প্রদর্শনীতে থাকবে মসলিন সংক্রান্ত শিল্পকর্ম এবং নানা মাধ্যমে বয়ান করা হবে সেগুলোর গল্প। থাকবে দৃক বেঙ্গল মসলিন টিমের বয়ন করা 'আধুনিক মসলিন' শাড়ি।

আলোকিত বাংলাদেশ
উন্নয়নের মূলধারায়



**সর্বশেষ :** খুলনায় শ্রমিকদের সড়ক ও রেলপথ অবরোধ

# জাতীয় জাদুঘরে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব

ঢাবি প্রতিনিধি | জাতীয় | আপডেট: ০৮:১৯:৩৭ PM, রবিবার, জানুয়ারী ৩১, ২০১৬

মোঘল সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক মসলিন কাপড়ের গল্প জানানো এবং এই কাপড়ের পুনরুজ্জীবণে আগ্রহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শুরু হতে যাচ্ছে মাসব্যাপী 'মসলিন উৎসব-২০১৬'।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজধানীর শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরে শুরু হবে এ উৎসব।

এশিয়ায় আলোকচিত্র শিল্পের পথিকৃৎ 'দৃক'-এর উদ্যোগে এবং জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং-এর সহযোগিতায় এ উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে।

মাসব্যাপী মসলিন উৎসবের উল্লেখযোগ্য অংশ হল- ৫ ফেব্রুয়ারি প্রদর্শনী 'মসলিন রিভাইভাল, ৬ ফেব্রুয়ারি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 'মসলিন নাইট, আন্তর্জাতিকমানের প্রকাশনা 'মসলিন- আওয়ার স্টোরি' (মসলিন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হবে), ফিল্ম 'লিজেন্ড অফ দ্যা লুম' (মসলিন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ট্রেলার মুক্তি পাবে), ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা সভা। এছাড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে শুরু হবে প্রদর্শনী, যা চলবে ৩ মার্চ পর্যন্ত।

প্রদর্শনীতে থাকবে মসলিন সংক্রান্ত শিল্পকর্ম এবং নানা মাধ্যমে বয়ান করা হবে সেগুলোর গল্প। থাকবে দৃক বেঙ্গল মসলিন টিমের বয়ন করা 'আধুনিক মসলিন' শাড়ি।

আজ রোববার দুপুরে জাতীয় জাদুঘরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী এবং দৃক-এর প্রধান নির্বাহী সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, জাতীয় জাদুঘর, আড়ং এবং দৃককে ঐতিহ্যবাহী মসলিন পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। যেই ঐতিহ্য আমরা ভুলতে বসেছিলাম বা অনেকে হয়তো জানি-ই না। যে কাজটি আমাদের করার কথা ছিল বহু আগেই, সেটি এরাই করছে। আমরা এই আয়োজনে পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত।

দৃক-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, আমরা দেশের সাধারণ মানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মসলিনের শৈল্পিক এবং বাণিজ্যিক ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক্ষেত্রে সরকার, নীতি নির্ধারক, ফ্যাশন বা পোশাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত-সকলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। এ লক্ষ্যে আমরা আগামী পুরো এক মাসজুড়ে সকলের মাঝে মসলিন নিয়ে এক ধরণের সচেতনতা তৈরি করতে চাই। আশা করি সবাই আমাদের উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করবেন।

বাংলা ট্রিবিউন

০ মিনিট আগের আপডেট : বিকাল ০৪:১৫ : সোমবার : মার্চ ১৪, ২০১৬

ফিরে আসলেই

টক অব দ্য কান্ট্রি | বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরি: অপরাধী শনাক্ত, ১১ কম্পিউটার জব্দ

হোম | জাতীয় | দেশ | রাজনীতি | এক্সক্লুসিভ | বিদেশ | কলাম | বিজনেস | বিনোদন | খেলা | টেক

হোম > লাইফস্টাইল

Connect with Friends | Stream Video | Play Games

# পর্দা ওঠার অপেক্ষায় মসলিন উৎসব

লাইফস্টাইল রিপোর্ট | ১৬:৩০, জানুয়ারি ৩১, ২০১৬

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শুরু হচ্ছে এক মাসব্যাপী মসলিন উৎসব ২০১৬। এ উপলক্ষে আজ ৩১ জানুয়ারি সকাল ১১টায় জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল এক সংবাদ সম্মেলনের। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি; ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা; বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী এবং দৃক-এর সিইও জনাব সাইফুল ইসলাম। সম্মেলনে উৎসবের নানা আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। সাইফুল ইসলাম জানান, গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে দৃকের বেঙ্গল মসলিন টিমের গবেষণার ফল এই উৎসব। প্রদর্শনীতে থাকবে মসলিন সংক্রান্ত শিল্পকর্ম এবং সেগুলোর গল্প। থাকবে দৃক বেঙ্গল মসলিন টিমের বয়ন করা 'আধুনিক মসলিন' শাড়ি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে দৃক থেকে প্রকাশিত মসলিন বিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'মসলিন আওয়ার স্টোরি'। ৬ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে আয়োজিত হবে মসলিন নাইট যেখানে মসলিনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দেখানো হবে সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে, থাকবে নৃত্য নাট্য এবং ফ্যাশন শো।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আড়ং এবং দৃককে ঐতিহ্যবাহী মসলিন পুনরুজ্জীবনের এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক, ড. মোহাম্মদ মুসা বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোশাকশিল্প রক্ষায় আড়ং-এর দীর্ঘ যাত্রার কথা তুলে ধরেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেন জামদানির কথা। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব ফয়জুল লতিফ চৌধুরী ভবিষ্যতে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের আন্তরিক সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন 'বাঙালি ঐতিহ্য বহনকারী যে কোন কিছুকে সংরক্ষণে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বদ্ধপরিকর।'

/এনএ/

## ঐতিহ্যবাহী মসলিন নিয়ে মাসব্যাপী প্রদর্শনী ও উৎসব শুরু ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে

ঢাকা, ৩১ জানুয়ারি, ২০১৬ (বাসস): ঐতিহ্যবাহী মসলিন নিয়ে মাসব্যাপী প্রদর্শনী ও উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩টায় জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী মিলনায়তনে এ উৎসবের উদ্বোধন করা হবে।

আজ সকালে জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়। এতে সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি, সাংস্কৃতি সচিব ডঃ মুহাম্মদ মুসা, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক বক্তৃতা করেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ব্র্যাক ও দৃক যৌথভাবে এ উৎসবের আয়োজন করছে।

মসলিন নিয়ে দুই বছরেরও অধিক সময়ের গবেষণালব্ধ ফলাফল মাসব্যাপী এ উৎসবে তুলে ধরা হবে। যাতে মসলিনের ইতিহাস এবং আমাদের জাতির অবদানের কথা জানা যাবে।

বাংলার প্রকৃত মসলিন ও দৃকের মসলিন তাঁতি দলের দ্বারা বোনা নতুন মসলিনসহ নানা শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে। মাসব্যাপী উৎসবে মসলিন সংক্রান্ত বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ছাড়াও থাকবে চলচ্চিত্র ও সেমিনার।

৬ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে এক বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় মসলিনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীরও আয়োজন রয়েছে।

### সম্পর্কিত সংবাদ


- আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় : সৈয়দ আশরাফ
- ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৩তম সমৃদ্ধিশালী দেশ : পরিকল্পনামন্ত্রী
- জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও অগ্নিসংযোগকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন : ইনু
- নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ : শিক্ষামন্ত্রী
- ২০১৬ সাল হবে বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ : বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
- দেশের হাসপাতালগুলোতে পরিসেবার আধুনিকায়নে মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চেয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী
- চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা দেবে এক লাখ ১২ হাজার ৯৫৯ শিক্ষার্থী

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha



## ঐতিহ্য ও কিংবদন্তির মসলিন, স্বত্ব রক্ষার নতুন যুদ্ধ

প্রকাশিত : ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

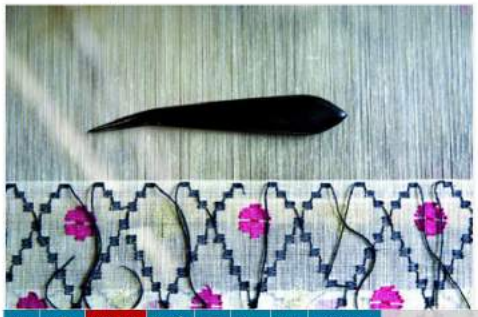





• বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ

মোরসালিন মিজান

মসলিন সূক্ষ্ম বুননের সুতি বস্ত্র বিশেষ। হ্যাঁ, বস্ত্র বিশেষ। তারও বেশি বিস্ময়! সারা দুনিয়ার শৌখিন মানুষ প্রাচীন বাংলার এই আবিষ্কারে বুদ হয়ে আছেন। সেই কবেকার ইতিহাস! এখনও বাঙালীর রুচি শিল্পীমন ও মানসের পরিচয় বহন করে মসলিন। আজকের বাংলাদেশকে গৌরব দেয়। আর বেদনার যে ইতিহাস, সবার জানা। দীর্ঘকালের ব্যবধানে বাংলার বস্ত্র শিল্পের অসামান্য অবদান হারিয়ে গেছে। বহু অমূল্য সম্পদের মতোই হয়ে গেছে বিলুপ্ত। তাই বলে মসলিন তো অন্য কারও হয়ে যেতে পারে না। ভয়ঙ্কর তথ্য হচ্ছে, তেমন দাবিও উঠছে। কোন কোন দেশ আমাদের উর্বর মাটির ফসল নিজেদের করতে বিচিত্র তথ্য প্রচার করছে। এ অবস্থায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার কাজটি করেছেন দৃক পিকচার গ্যালারির সিইও সাইফুল ইসলাম। মসলিন আমাদের- এই সত্য প্রমাণে কার্যকরী কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। এই কাজে তাঁকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে সরকার। যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজন করা হচ্ছে মসলিন পুনরুজ্জীবনের উৎসব। বর্ণাঢ্য উৎসব থেকে মসলিন যে কেবলই বাংলাদেশের, সে তথ্য সকল প্রমাণসহ তুলে ধরা হবে।

এরই মাঝে বিপুল উৎসবের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করছে জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেড ও ব্র্যাক (আড়ং)। আগামী শুক্রবার জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে মাসব্যাপী মসলিন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন করবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে উৎসব চলবে আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত।

আয়োজকরা জানান, উদ্বোধনী দিন জাতীয় জাদুঘরে বিশেষ মসলিন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। জাদুঘরের সংগ্রহে থাকা মসলিন বিশেষ ব্যবস্থায় এখানে প্রদর্শন করা হবে। ইউরোপ ও ভারতের বিভিন্ন সংগ্রাহকদের কাছ থেকে ধার হিসেবেও প্রাচীন বাংলার মসলিন শাড়ি ও পোশাক আনা হয়েছে। দৃকের আনা এসব মসলিন প্রদর্শনীতে রাখা হবে। থাকবে সুইজারল্যান্ডের তৈরি মসলিনের নমুনা। জানা যায়, দৃকের তত্ত্বাবধানে ঢাকার বর্তমান তাঁতশিল্পীদের দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে কিছু মসলিন তৈরি করা হচ্ছে। এগুলো দেখা যাবে গ্যালারিতে। এখানেই শেষ নয়, মসলিন বোনার যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক উপকরণ স্থান পাবে প্রদর্শনীতে।

উৎসব বিস্তৃত হবে আহসান মঞ্জিল পর্যন্ত। আয়োজক সূত্র জানায়, ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় এই জাদুঘর প্রাঙ্গণে মসলিন সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখানে তুলে ধরা হবে মসলিনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। থাকবে গীতিনৃত্য নাট্য ও লেজার শো।

উৎসবের খুব জরুরী অংশ সেমিনার ও কর্মশালা। ৭ ফেব্রুয়ারি সেমিনার আয়োজন করা হবে। এর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এতে বাংলাদেশী গবেষকদের পাশাপাশি যোগ দেবেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনেক মসলিন গবেষক। বিদেশী গবেষকদের সামনে মসলিনের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার সুযোগ কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ। ৮ ফেব্রুয়ারি একই লক্ষ্যে বিদেশী অতিথিদের মসলিন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের আশপাশে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী জামদানী পল্লী পরিদর্শনে নেয়া হবে।

এসবের বাইরে, পরবর্তীতে মসলিন বিষয়ক ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ও তথ্যচিত্র নির্মাণ, এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার, মসলিন বিষয়ক বই পুস্তক ক্রয়, প্রাচীন বস্ত্র সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মসলিন বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তক ও স্মরণিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হবে। ভবিষ্যতে জাতীয় জাদুঘরে মসলিন গ্যালারি প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেয়া হবে। মসলিনের পুনরুজ্জীবনে কাজ অব্যাহত রাখা হবে বলেও জানান আয়োজকরা।

গত কয়েকদিন ধরেই জাতীয় জাদুঘর এই আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে। একটু আধটু বিষয়টি সম্পর্কে জানা যাচ্ছিল। আর তারপর রবিবার আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। সংশ্লিষ্ট অনেকেই উপস্থিত থাকায় মসলিনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানা যায়। সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, মসলিন বাংলাদেশের সম্পদ। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ যে গাছ থেকে তুলো সংগ্রহ করে মসলিন তৈরি করা হতো তা কেবল বাংলাদেশই ছিল। অথচ এখন পার্শ্ববর্তী একটি দেশ মসলিনের স্বত্ব দাবি করছে। মসলিন তাঁদের ছিল না কখনোই। নিজেদের এসব অধিকার আদায়ে আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ লড়ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের অধিকার সম্পর্কে সব সময় সজাগ থাকেন। মসলিন পুনরুজ্জীবিত করার উৎসব, এ কারণেই তাঁর মন্ত্রণালয় আছে বলে জানান তিনি।

মসলিন নিয়ে নতুন সংগ্রামের বিস্তারিত তুলে ধরেন সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে আমি দেখেছি মসলিন নিয়ে অনেক ভুল তথ্য দেয়া হচ্ছে। অমূল্য সম্পদ সর্বপ্রথম আমাদের এই অঞ্চলের কারিগররা আবিষ্কার করেন। অথচ ইতিহাসটি আড়াল করে দাবি করা হচ্ছে মসলিনের স্বত্ব ভারতের। দীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে সাইফুল বলেন, বাংলাদেশের মসলিন পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ সম্পদ আর কারও হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এটি বাংলাদেশের সম্পদ। এই দাবির সমর্থনে প্রচুর তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এখন আন্তর্জাতিকভাবে এগুলো তুলে ধরতে হবে। এ কারণেই মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসবের আয়োজন। আয়োজনটি সফল করতে সকলের সহায়তা কামনা করেন জাদুঘরের মহাপরিচালকও।

প্রাচীন বাংলার বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় মাথা তুলে সামনে আসুক- সকলের তাই প্রত্যাশা।

ফিচার পাতা
ক্যাম্পাস
সিটি নির্বাচন
ঝিলিমিলি
চলমান বিশ্ব
আনন্দকণ্ঠ
আপনার ডাক্তার
যাপিত জীবন
অর্থনীতি



আংশিক মেঘলা, তাপ

শেষের পাতা
ঐতিহ্য ও কিংবদন্তির ম নতুন যুদ্ধ
বাংলাদেশকে সিঙ্গাপুর ম পরামর্শ কেনেথের
শেষ দিনে উপচেপড়া ভি নামল বাণিজ্যমেলার
বাংলাদেশ হবে বিশ্ব অ শক্তি ॥ পরিকল্পনামন্ত্রী
সুন্দরবনে বন্দুকযুদ্ধে ম সেকেন্ড ইন কমান্ড নিহত
জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে শা জাতীয় পথনাট্যোৎসব
দিনক্ষণ ঠিক নেই তবে এরশাদপন্থীরা
শাহজালালের নিরাপত্তা কাজ শুরু
মঙ্গল থেকে সেলফি!
ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন
সাখাওয়াতসহ ৯ জনের সাক্ষীর জবানবন্দী ১৫ ফেব্রু বিচার
প্রাইজবন্ডের ড্র প্রথম পু ০৮৩৯৮৫৭
জেনারেল কৃষ্ণা রাওয়ে প্রধানমন্ত্রীর শোক
বাসে ভাব খেয়ে সর্বস্ব
সিরিয়ায় নবীর (সাঃ) ন কাছে বোমায় নিহত ৪৫
ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযুদ্ধে প্রকাশ করবে বিএনপি ॥

নয়া দিগন্ত



নগর মহানগর

# মসলিন প্রদর্শনী শুরু ৫ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬,সোমবার, ০০:০০

প্রিন্ট

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শুরু হচ্ছে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেড ও ব্র্যাকের যৌথ আয়োজনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। তিনি বলেন, দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিকপর্যায়েও সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মন্ত্রী ঐতিহ্যবাহী মসলিন পুনরুজ্জীবনে প্রচেষ্টার জন্য আয়োজক কমিটির প্রশংসা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা ও দৃক পিকচারের সিইও সাইফুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা জানান, গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে দৃকের বেঙ্গল মসলিন টিমের গবেষণার ফল এই উৎসব। মসলিনসংক্রান্ত শিল্পকর্ম, দৃক বেঙ্গল মসলিন টিমের বয়ন করা 'আধুনিক মসলিন' শাড়ি প্রদর্শনীতে স্থান পাচ্ছে। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে দৃক থেকে প্রকাশিত মসলিনবিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ মসলিন আওয়ার স্টোরি। ৬ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে প্রদর্শিত হবে মসলিন নাইট। যেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মসলিনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দেখানো হবে। এ ছাড়া নৃত্য ও ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হবে।

ইত্তেফাক

০৭/০২/২০১৬

গতকাল জাতীয় জাদুঘরে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব সম্পর্কিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরসহ অন্যরা

# দৃকের মসলিন উৎসব

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নিজেদের ঐতিহ্যকে হারিয়ে ফেলে নতুন করে তাকে খুঁজে পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঢাকায় শুরু হতে যাচ্ছে মসলিন উৎসব। দৃকের আয়োজনে শুরু হচ্ছে মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব। এ উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে মাসব্যাপী মসলিন প্রদর্শনী থাকবে। এছাড়াও ফ্যাশন শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার প্রভৃতির আয়োজনও থাকবে। ৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩টায় জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে মসলিন উৎসব ২০১৬ উদ্বোধন হবে। এ উপলক্ষে গতকাল সকাল ১১টায় জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে একটি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, দৃক-এর সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। দৃকের আয়োজনে জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং-য়ের সহায়তায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, "ঐতিহ্যগত ভাবে মসলিন বাংলাদেশের সম্পদ। দুঃখের বিষয় হলো, পুরো পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় মসলিনের যে ইতিহাস তুলে ধরা হয়, তাতে বুঝা যায়, মসলিন শুধু ভারতীয় ঐতিহ্য, এই তথ্য সঠিক নয়।"

দৃক-এর সিইও সাইফুল ইসলাম উৎসবের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে দৃকের মসলিন টিমের গবেষণার ফল এই উৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

এই প্রদর্শনীতে থাকবে মসলিন সংক্রান্ত শিল্পকর্ম এবং নানা মাধ্যমে তুলে ধরা হবে সেগুলোর গল্প। এছাড়াও থাকবে দৃক বেঙ্গল মসলিন টিমের বয়ন করা 'আধুনিক মসলিন' শাড়ি। অনুষ্ঠানে প্রকাশ হবে দৃক থেকে প্রকাশিত মসলিন বিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'মসলিন, আওয়ার স্টোরি'।

উদ্বোধনের পর দিন ৬ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হবে 'মসলিন নাইট', যেখানে মসলিনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দেখানো হবে সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে। থাকবে নৃত্য নাট্য এবং ফ্যাশন শো।' এ দিনের আয়োজনে উপস্থিত থাকবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, মেয়র সাঈদ খোকন প্রমুখ। ৭ ফেব্রুয়ারি রয়েছে মসলিন বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা এবং আলোচনা। ৪ মার্চ এ উৎসব সমাপ্ত হবে।

NEW AGE
01/02/2016.

NEWAGE

# Muslin exhibition begins February 5

**Cultural Correspondent**

A MONTH-LONG muslin exhibition will begin on February 5 at Nalini Kanta Bhattashali Gallery of Bangladesh National Museum in an attempt to revive the finest fabric that used to be woven in the region in the medieval era.

The show will display some finest muslin woven in the 16th and 17th century in Dhaka, some muslins woven by the contemporary weavers, several historic documents and audio-visual presentations to raise awareness about the fabric's rich heritage and distinctive impact on the world in terms of textile artistry and global trade.

A research book titled 'Muslin: Our Story', published by Drik, featuring the origin of muslin and its links with Bengal and Europe, will be launched during the event. There will also be seven seminars and workshops to be participated in by national and international experts, policymakers and artisans who will discuss the potential of reviving muslin and prepare action plans for future, said the organisers at a press conference held at Bangladesh National Museum on Sunday.

The mega-event will be organised by Drik, co-organised by Bangladesh National Museum and supported by Aarong.

Cultural affairs minister Asaduzzaman Noor, Bangladesh National Museum's director general Faizul Latif Chowdhury, BRAC's executive director Mohammad Musa, Drik's chief executive officer Saiful Islam, among others, were present at the press conference.

Saiful Islam said the project was the outcome of a research carried out over two years by Drik's Bengal Muslin team on the fabric famous as the finest cotton fabric ever made in history.

'Through this festival we would like to close a cultural gap in our nation's history and highlight the story of muslin and our nation's central role in its manufacture. Our aim is to recreate the story of this legendary textile that was used by Western and Mughal courts to inspire a revival of this craft and bring recognition for our craftspeople and their contribution to its heritage,' Saiful said.

A model poses with newly woven muslin.
— Photo Curtsey: Drik

Muslin's story will be presented in an entertaining manner with a musical presentation at the historic Ahsan Manzil in Old Dhaka, said Saiful, adding that the show would also include a fashion show where models would present traditional jamdani, one of the 90 varieties of the muslin, and the newly woven finest muslin created under the initiative of Drik.

Notably, the then British East India Company in the 18th century imposed a ban on the muslin weaving in a bid to end the threat posed by it to the export of their own cloth.

বন্ধ সংযোগ চালু করে ফিরে আসলেই ৯টাকায় ১জিবি ডায়াল *৮৬৬৬*০৯০#

# মসলিনকে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভুক্তির পদক্ষেপ এ উৎসব

SUNDAY, 31 JANUARY 2016 17:16 / পরিবর্তন প্রতিবেদক




> বাংলার গৌরব মসলিনের পুনরুজ্জীবন ঘটছে। ফেব্রুয়ারিতে শুরু হচ্ছে মাসজুড়ে মসলিন উৎসব। ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে শুরু হবে এই উৎসব। রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়ামে এ বিষয়ে রোববার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেছেন, মসলিনকে বাংলাদেশের জাতীয় গৌরব হিসেবে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভুক্তির পদক্ষেপ হিসেবে এ উৎসব অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দৃক-এর আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও ব্র্যাক (আড়ং) এর সহযোগিতায় এ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সচিব বেগম আখতারী মমতাজ, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, দৃক-এর সিইও সাইফুল ইসলাম ও ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ৫ ফেব্রুয়ারি উৎসবের উদ্বোধন করবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচারক ফয়জুল লতিফ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর।

জাতীয় জাদুঘরের সংগ্রহে থাকা মসলিন, দৃকের প্রচেষ্টায় ইউরোপ ও ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছ থেকে সাময়িকভাবে নেওয়া মসলিনের শাড়ি ও পোশাক প্রদর্শনীতে স্থান পাবে। এছাড়া সুইজারল্যান্ডের তৈরি মসলিন ঢাকার তাঁতশিল্পীদের দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি মসলিন, মসলিন বোনার যন্ত্র ও আনুষাঙ্গিক উপকরণ প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হবে। পাশাপাশি এ উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় বুড়িগঙ্গা নদী তীরবর্তী আহসান মঞ্জিলে দেশি-বিদেশি কোরিওগ্রাফারদের ডিজাইনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মসলিন বিষয়ক গীতি নৃত্যনাট্য ও লেজারশো থাকবে। দুটি স্মারক ডাকটিকিটও প্রকাশ হবে এ উৎসবে। এছাড়া মসলিন উৎসবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, উৎসবে মসলিন ও এর উপাদানের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো গবেষক দলের কর্মকাণ্ড নিয়ে তৈরি ৪৫ মিনিটের চলচ্চিত্র 'লিজেন্ড অব দ্য লুম' প্রদর্শিত হবে। প্রকাশিত হবে মসলিন বিষয়ক গবেষণাগ্রন্থ 'মসলিন : আওয়ার স্টোরি'।

এইচএ/এইচএসএম

# মসলিন উৎসব ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ০১:৪১, ফেব্রুয়ারি ০১, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

রাজধানীতে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব।

মসলিন তৈরি হতো ‘ফুটি কার্পাস’ নামের একধরনের সূক্ষ্ম তুলা থেকে। উৎসবের আয়োজক প্রতিষ্ঠান দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম ২০১৪ সাল থেকে এ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। একসময় ভারতের জয়পুরে ফুটি কার্পাসের কাছাকাছি প্রজাতির তুলার বীজ পান। সেই তুলা থেকে তৈরি হয়েছে নতুন এই মসলিন কাপড়, যার মান ঢাকাই মসলিনের কাছাকাছি।

গতকাল রোববার জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সাইফুল ইসলাম। এ উৎসবে অনেকগুলো আয়োজন থাকছে। ৫ ফেব্রুয়ারি দৃক, আড়ং ও জাতীয় জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে শুরু হবে মসলিন প্রদর্শনী। আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত এখানে দর্শকেরা দেখতে পাবেন মসলিন-সংক্রান্ত শিল্পকর্ম। জানা যাবে মসলিনকে ঘিরে নানা গল্প। থাকবে দৃক বেঙ্গল মসলিন টিমের বোনা নতুন মসলিন শাড়ি। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগ্রন্থ মসলিন: আওয়ার স্টোরির মোড়ক উন্মোচন করা হবে। এ ছাড়া লিজেন্ড অব দ্য লুম নামের ৪৫ মিনিটের একটি প্রামাণ্যচিত্রের ট্রেলারও এদিন দেখানো হবে।

এ বিভাগের অন্যান্য সংবাদ

- সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোবাসে আগুন
- ‘আমার জন্যই বাসটি দাঁড়িয়ে ছিল’
- ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা, তবু আশায় বসতি

সমকাল

০১/০২/২০১৬

# মসলিন উৎসব শুরু ৫ ফেব্রুয়ারি

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলার গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাক্ষী মসলিন কাপড়। বিলুপ্ত মসলিনের পুনরুজ্জীবনে কাজ করছে সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান দৃক। নতুন প্রজন্মের কাছে মসলিনকে তুলে ধরতে দৃকের আয়োজনে ৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় জাদুঘরে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী 'মসলিন প্রদর্শনী ও পুনরুজ্জীবন উৎসব-২০১৬'।

গতকাল রোববার জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত মসলিন উৎসবের উদ্বোধন করবেন। জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং এ আয়োজনে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা, দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মশিউর রহমান প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মসলিন উৎসব উপলক্ষে ৬ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হবে মসলিন নাইট। মসলিন উৎসবে থাকবে মসলিন-সংক্রান্ত শিল্পকর্ম, দেশে তৈরি আধুনিক মসলিন শাড়ি, মসলিন নিয়ে গবেষণাধর্মী বই 'মসলিন : আওয়ার স্টোরি', 'লিজেন্ড অব দ্য লুম' শীর্ষক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে থাকবে মসলিনের ওপর সেমিনার ও কর্মশালা। মসলিন প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

সংবাদ

০৬/০২/২০১৬

# ৫ ফেব্রুয়ারি 'মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব' শুরু

**সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক**

প্রাচীন বাংলার 'মসলিন' বিশ্বব্যাপী খ্যাতির শীর্ষে ছিল। বাংলাদেশের মসলিন তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সুতা থেকে বিভিন্ন মানের মসলিন তৈরি হতো। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা গ্রিক নাবিক রচিত 'পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরিথ্রাইয়েন সি-চবৎরঢ়ষঁং ড়ভ ঃযব উঁৎুযৎধবধহ ঝবধ' গ্রন্থে এবং প্রাচীন চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনায় জানা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ের বণিকগোষ্ঠী বাংলার মসলিন সুতিবস্ত্র ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে সিল্ক রুটে চীন সাম্রাজ্যে এবং **উৎসব : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪**

# উৎসব : শুরু

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

নৌপথে রোমসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে বিক্রি করতো। মুঘল আমলে সুবাহ্ বাংলার রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি ও প্রসার বেড়ে যায়। ফলে দূর-দূরান্তের বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী পাঠে জানা যায় যে, সুবাদার ইসলাম খাঁ তার জন্য সোনারগাঁর অতি উৎকৃষ্ট মানের মসলিন উপহার পাঠিয়েছিলেন।

আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শুরু হবে এই মাসব্যাপী 'মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব'। এ উপলক্ষে ঐদিন বিকেল সাড়ে ৩টায় জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হবে 'মসলিন উৎসব ২০১৬' উদ্বোধনী আয়োজন। এ আয়োজনেই এ উৎসবের উদ্বোধন করবেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ সময় এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতিমন্ত্রী-আসাদুজ্জামান নূর এবং অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন-লন্ডনের 'ভিক্টরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট' জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর-রোজমেরী ক্রিল। এছাড়াও এতে বক্তব্য রাখবেন সংস্কৃতি সচিব বেগম আক্তারী মমতাজ, জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, 'দৃক'-এর সিইও-সাইফুল ইসলাম এবং ব্রাকের সিনিয়র ডিরেক্টর-তামারা আবেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জাতীয় জাদুঘরের সভাপতি এম আজিজুর রহমান।

এ উপলক্ষে গতকাল সকাল ১১টায় জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন-সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী এবং দৃক-এর সিইও সাইফুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, ঐতিহ্যগতভাবে মসলিন বাংলাদেশের সম্পদ। দুঃখের বিষয় হলো, পুরো পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় মসলিনের যে ইতিহাস তুলে ধরা হয়, তাতে বুঝা যায়, মসলিন শুধু ভারতীয় ঐতিহ্য, এই তথ্য সঠিক নয়। মসলিনের মতো হারানো ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে 'দৃক'-এর সিইও সাইফুল ইসলাম এ উৎসবের বিস্তারিত কর্মসূচি তুলে ধরেন। এ সময় তিনি বলেন, গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে দৃকের মসলিন টিমের গবেষণার ফল এই উৎসব। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, আড়ং এবং দৃক- দেশের সাধারণ মানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মসলিনের শৈল্পিক এবং বাণিজ্যিক ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষেই এ উৎসবের আয়োজন। এর পাশাপাশি আমাদের আরও একটি উদ্দেশ্য- মসলিন তৈরিতে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সকলের সামনে তুলে ধরা।

The Daily Star
01/02/2016.

# Muslin Festival 2016: countdown begins

A CORRESPONDENT

A meet-the-press session on the upcoming Muslin Festival was held at Poet Sufia Kamal Auditorium of Bangladesh National Museum on January 31 morning.

The speakers at the press conference included Minister for Cultural Affairs, Asaduzzaman Noor, MP; Begum Akhtari Momtaz, Cultural Affairs Secretary; Dr Muhammad Musa, executive director, BRAC; Faizul Latif Chowdhury, director general, Bangladesh National Museum (BNM), and Saiful Islam, CEO, Drik.

Saiful Islam introduced the festival and its activities to the press invitees. He also referred to the organising partner Bangladesh National Museum (BNM), and special partner, Aarong with the support from the Ministry of Cultural Affairs in hosting this event.

The inauguration ceremony of the month-long festival will take place at Nalinikanta Bhattasali Gallery of BNM on February 5 at 3:30pm.

The month long festival is the culmination of over two years of research into the history of muslin and the nation's contribution to it. The exhibition will bring artefacts, including original muslin and the new muslin woven by the weavers of Drik's Bengal Muslin team. There will also be a book launch, a film screening, and seminars during the festival.

A special cultural evening has been designed to be conducted at Ahsan Manzil on February 6 where muslin's past, present and future will be displayed through a cultural show.

In addition, the festival will feature the launch of international quality publication "Muslin. Our Story", launch of trailer for documentary film "Legend of the Loom", and seminars.

The Daily Sun

01/02/2016

# Initiative to revive Muslin glory

**Bangladesh** National Museum together with Drik and Aarong has taken an initiative to tell the story of Muslin, the fabled fabric of Bengal, its unique history and contribution, through a series of events and activities, reports UNB.

On the occasion, a month-long national exhibition, Muslin Revival, will begin at Bangladesh National Museum on February 5. A book titled 'Muslin-Our Story' will be launched on the opening ceremony of the exhibition.

Cultural Affairs Minister Asaduzzaman Noor disclosed this at a press conference at Kabi Sufia Kamal Auditorium of the National Museum on Sunday.

He said a cultural event featuring an Aarong Jamdani fashion show will be held at Ahsan Manzil on February 7 and seminars on Muslin will be held on the day.

A film on the story of Muslin 'Legend of the Loom' will be screened on February 6.

The initiative is the culmination of two-year long project taken to recreate the story of this legendary textile that was used by Western and Mughal courts, raise awareness about its rich heritage and the distinctive impact it had upon the world in terms of textile artistry and global trade.

Director General of Bangladesh National Museum Faizul Latif Chowdhury, Chief Executive Officer of Drik Saiful Islam and Executive Director of BRAC Dr Muhammad Musa were also present at the press conference.

DHAKALIVE

2 February, 2016 00:00 00 AM

# Muslin Festival 2016 set to begin Feb 5

DL reporter

The month-long Muslin Festival 2016 will be inaugurated on February 5 at 3:30pm at the Nalinikanta Bhattasali Gallery, Bangladesh National Museum in the city's Shahbag area. On the occasion of upcoming festival, a press conference was held at Kabi Sufia Kamal Auditorium of Bangladesh National Museum on January 31. Cultural Affairs Minister Asaduzzaman Noor, Cultural Affairs Secretary Begum Akhtari Momtaz, Executive Director of BRAC Dr Muhammad Musa, Director General of Bangladesh National Museum Faizul Latif Chowdhury and CEO of Drik Saiful Islam attend the event and spoke about the festival.

Cultural Affairs minister Asaduzzaman Noor applauded the initiative and thanked Bangladesh National Museum, Aarong and Drik for this effort of reviving the heritage of Bengal Muslin.

Muslin project is organised by Drik in partnership with Aarong and Bangladesh National Museum. The project will investigate the potential of reviving Muslin production and explore how this sought for textile of the past can integrate with contemporary clothing designs.

The festival focuses to tell the story of Bengal Muslin, the fabled fabric of Bengal, its unique history and contribution, through a series of events and activities. The festival's aim is to recreate the story of this legendary textile that was used by Western and Mughal courts, raise awareness of its rich heritage and the distinctive impact it had upon the world in terms of textile artistry and global trade.

On the other hand, through a special cultural show at Ahsan Manzil on February 6, muslin's past, present and future will be displayed. The festival will also feature the launching of a publication titled 'Muslin. Our Story', launch of the trailer for a documentary film 'Legend of the Loom', and seminars.l

The New Nation

01/02/2016.

# Muslin Festival 2016 begins Feb 5

**Entertainment Report**

A meet-the-press session regarding the upcoming Muslin Festival was held at Poet Sufia Kamal Auditorium of Bangladesh National Museum on Sunday.

The speakers at the press conference included Asaduzzaman Noor MP, Cultural Affairs Minister, Dr Muhammad Musa, Executive Director of BRAC, Faizul Latif Chowdhury, Director General of Bangladesh National Museum and Saiful Islam, CEO of Drik.

An exciting and unique festival known as the Muslin Festival will be inaugurated at the Nalinikanta Bhattashali Gallery of Bangladesh National Museum on February 5 at 3:30pm, informed by Saiful Islam, CEO of Drik.

A range of activities is planned during the month-long Muslin Festival.

CEO of Drik in his speech introduced the festival and its activities to the press invitees. He also referred to the organising partner the Bangladesh National Museum and special partner, Aarong with the support of the Ministry of Cultural Affairs in hosting this event.

The month long festival is the culmination of over two years of research into the history of muslin and our nation's contribution to it. The exhibition will bring artefacts, including real muslin and also the new muslin woven by the weavers of Drik's Bengal Muslin team. There will also be a book launch, a film and seminars planned during the month. A special cultural evening has been designed to be conducted at Ahsan Manzil on February 6 where muslin's past, present and future will be displayed through a cultural show, the organisers said.

Cultural Affairs Minister Asaduzzaman Noor MP speaking at a press conference on Muslin Festival 2016 held at Poet Sufia Kamal Auditorium of National Museum.

# OPENING

# 05-02-2016

# ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিন আবার জনপ্রিয় করতে নতুন উদ্যোগ

আকবর হোসেন
বিবিসি বাংলা, ঢাকা

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

শেয়ার করুন

ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিনের বাজার সীমিত হলেও এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা মন্দ নয়- বলছেন গবেষকরা।

**ঢাকার ঐতিহ্যের কথা আসলেই মসলিন কাপড়ের নাম সবার আগে আসে। এখন থেকে চার-পাঁচশ বছর আগে ঢাকাই মসলিনের কদর ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।**

মসলিনের প্রসঙ্গ উঠলে তার সাথে অনেক গল্পও সামনে আসে। জনশ্রুতি আছে যে একটি মসলিন শাড়িকে দিয়াশলাইয়ের বাক্সে রাখা সম্ভব। যদিও এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ মেলেনা।

দিয়াশলাইয়ের বাক্সে রাখা সম্ভব না হলেও, মসলিনের কাপড়ের সূক্ষ্মতা এবং হালকা আরামদায়কভাব নিয়ে কোন বিতর্ক নেই।

এই মসলিন বিলুপ্ত হয়েছে আজ থেকে অন্তত তিনশ বছর আগে। বিলুপ্ত এই মসলিনকে আবার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ঢাকায় মাসব্যাপী মসলিন উৎসব শুরু হয়েছে শুক্রবার। দৃক গ্যালারি , আড়ং এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই মাসব্যাপী উৎসব।

শতশত বছরের পুরনো এই কাপড়কে আয়োজকরা কেন ফিরিয়ে আনতে চাইছেন?

"আমরা তো রোজ মোটা চালের ভাত খাই- তাই বলে আমরা তো বাসমতি ফেলে দেইনি। সে হিসাবে স্পেশাল জিনিস ফেলে দেওয়া উচিত নয়"- বলেন দৃক গ্যালারির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম।

মসলিন বিষয়ে গবেষক এবং দৃক গ্যালারির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম মনে করেন মসলিন শুধু একটি কাপড় নয়, এটিকে দেখতে হবে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে।

মি: ইসলাম বলেন, "আমরা তো রোজ মোটা চালের ভাত খাই। তাই বলে আমরা তো বাসমতি ফেলে দেইনি। সে হিসেবে একটি স্পেশাল জিনিস ফেলে দেওয়া উচিত না।"

মসলিনের অংশ হিসেবে এখনো পর্যন্ত টিকে আছে জামদানী শাড়ি।

মসলিনের দাপট এক সময় ইউরোপের বাজারে থাকলেও, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে মসলিন আর টিকে থাকতে পারেনি। কারণ ইউরোপ জুড়ে তখন বস্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করায় মসলিন বাজার হারিয়েছিল। তাছাড়া যে তুলা থেকে মসলিনের সুতা উৎপাদন হতো, সেই তুলার বীজও এখন আর নেই।

এক কারিগরের মতে আগের মসলিন উৎপাদন পুরোপুরি সম্ভব না হলেও কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব।

মসলিনের একটা বিশেষ বাজার রয়েছে বলে আয়োজকরা মনে করছেন- তারা বলছেন মসলিন কাপড় এখনও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয়।

উৎসবে আসা একজন কারিগর জানালেন আগের মসলিনে হয়তো পুরোপুরি যাওয়া সম্ভব না হলেও কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব।

এই উৎসব দেখতে অনেক দর্শক এসেছিলেন উৎসবস্থল জাতীয় জাদুঘরে। এদের একজন নুরুল ইসলাম বলছিলেন মসলিনকে তিনি উচ্চবিত্তদের কাপড় বলে মনে করেন।

"এই কাপড় আগের দিনেও রাজা-বাদশারাই পরতেন। এখনও যারা শৌখিন তারাই এটা পরবে। এটা সাধারণ মানুষের কাপড় না।"

বিশ্বায়নের এই যুগে যখন দেশে-বিদেশে কাপড়ের হাজারো বৈচিত্র্য আছে, সেখানে মসলিন কতটা প্রাসঙ্গিক?

> ভারত খাদি মসলিন হিসেবে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। কিন্তু এগুলোকে সব বলা হয় বেঙ্গল মসলিন। তাহলে নিশ্চয়ই মসলিনের বাজার আছে।
>
> সাইফুল ইসলাম, গবেষক ও দৃক গ্যালারির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

গবেষক সাইফুল ইসলাম মনে করেন সীমিত হলেও বাজার একেবারে মন্দা নয়। মি: ইসলাম তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন ভারতের একটি গ্রাম মসলিনের নামে বছরে ২৫ কোটি টাকার কাপড় বিক্রি করছে।

"ভারত খাদি মসলিন হিসেবে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। কিন্তু এগুলোকে সব বলা হয় বেঙ্গল মসলিন। তাহলে নিশ্চয়ই মসলিনের বাজার আছে।"

মসলিন কাপড় এখনো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন মি: ইসলাম। তবে এটা কোনদিন সাধারণ মানুষের জন্য জনপ্রিয় হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাণিজ্যিক সম্ভাবনার চেয়ে মসলিনকে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং অভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে দেখছেন আয়োজকরা।

সেজন্যই দর্শকদের সামনে আবার মসলিনকে পরিচয় করিয়ে দেবার এই আয়োজন।

# বণিক বার্তা

সমৃদ্ধির সহযাত্রী

রেজি. নং: ডিএ ৬১০৮ ■ বর্ষ ০৫, সংখ্যা ২৩৭ | www.bonikbarta.com


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ডিএসইএক্স (সাপ্তাহিক %) ০.০৫ | স্বর্ণ (আউন্স) $ | ১১৫৮.৬০ | ডলার | ৭৮.৬৩ (ক্রয়) |
| সিএসসিএক্স (সাপ্তাহিক %) ০.১৯ | তেল (ব্রেন্ট) $ | ৩২.১৮ | ইউরো | ৮৭.২৯ (ক্রয়) |

বণিক বার্তা
০৬/০২/২০১৬

জাতীয় জাদুঘরে শুরুকাল শুরু হয়েছে মসলিন উৎসব ২০১৬। মাসব্যাপী এ আয়োজনে থাকছে মসলিন-সংক্রান্ত শিল্পকর্মের প্রদর্শনী ছবি : সোহেল আহমেদ

# ফিরে আসছে মসলিন

আব্বাস উদ্দিন নয়ন ■

ঢাকার মসলিন নিয়ে মজার গল্পের শেষ নেই। ঐতিহাসিক ভিত্তিও রয়েছে এসব গল্পের। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল, আরব পর্যটক ইবনে বতুতা, ফরাসি পর্যটক ট্যাভার্নিয়েসহ আরো অনেকের লেখায় উঠে এসেছে মসলিনের কথা। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি জেমস টেলর লিখেছেন, ঢাকা জেলার প্রতিটি গ্রামেই কমবেশি তাঁতের কাজ হতো। কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল সোনারগাঁ, ধামরাই, তিতবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুর।

**শুধু মসলিনের জন্যই** সতেরো শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্বাদশতম নগরী ছিল ঢাকা। সতেরো-আঠারো শতকে ঢাকার মসলিনই ছিল সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিত্তশালীদের সেরা পছন্দের কাপড়। শুধু তা-ই নয়, এ মসলিন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক, সেকালের রাজকীয় উপঢৌকনের সামগ্রী।

কালের বিবর্তনে এ অঞ্চল যেসব মহামূল্যবান ঐতিহ্য হারিয়েছে, তার অন্যতম এ মসলিন। মোগল আমলে বিশ্বজুড়ে পোশাকে পৌঁছনোর সেরা নাম 'ঢাকাই মসলিন' থাকলেও ব্রিটিশদের হাতে তার করুণ পরিণতি দেখেছে দেশের মানুষ।

**উপমহাদেশে কোম্পানি শাসনামলে** এ দেশীয় বস্ত্রে উচ্চমাত্রায় করারোপ করা হয়। এছাড়া আরো নানামুখী প্রতিবন্ধকতায় হারিয়ে যায় 'ঢাকাই মসলিন'। তবে দুখবর হলো, সেড়শ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এ ঐতিহ্য আবার ফিরে আসছে বাংলায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সুতা তিন বছরের অধিক সময় ধরে গবেষণা চালিয়ে খুঁজে পেয়েছে মসলিনের মূল উপাদান 'তুলি কার্পাস' তুলা। গাজীপুরে উৎপাদিত এ তুলায় দুটি মসলিন শাড়িও তৈরি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মসলিনের প্রযুক্তি আবিষ্কার ও হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

২০১৩ সালের প্রথম দিকে মসলিন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে গবেষণা শুরু করে সুতা। এ লক্ষ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে জয়পুরে খুঁজে পাওয়া যায় মসলিনের মূল উপাদান তুলি কার্পাস তুলা। পরে গাজীপুরের শ্রীপুরের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় পাইলট প্রকল্প নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে সুতা। গত বছর প্রায় ৩০০ গাছের আবাদ হয় শ্রীপুরে। এসব গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে তারত থেকে সুতা বানিয়ে নিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। সে সুতা দিয়ে দেশীয় তাঁতে মসলিন কাপড় তৈরি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলা প্রক্রিয়াজাত প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ড. হুসনে আরা বেগম *বণিক বার্তাকে* বলেন, সর্বনিম্ন ২৫০ কাউন্ট সুতার তৈরি কাপড়কে মসলিন বলা হয়। তুলি কার্পাস গাছের তুলা থেকে সুতা কাপড় তৈরি করেছে, তা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। ৩০০ কাউন্ট সুতার তৈরি এ মসলিনকে সেড়শ বছর আগের সেই মসলিন বললে ভুল হবে না।

গাজীপুরের শ্রীপুরে তুলি কার্পাসের তুলা থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও ডেমরার তাঁতিদের দিয়ে কাপড় তৈরি করেছে দুক। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ব্রিটিশ শাসনের পর এ দেশ থেকে ধীরে ধীরে তুলি কার্পাস হারিয়ে যায়। আমরা হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় তুলি কার্পাসের চাষাবাদ শুরু করেছি। তাঁতিদের হাতবুনি দিতে **প্রায় দুই বছরের পরিশ্রমে ৩০০ কাউন্ট সুতার দুটি মসলিন তৈরি করেছি।**

এদিকে ২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে মসলিন পুনরুজ্জীবনের প্রযুক্তি আবিষ্কারে মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গত বছর একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান এরশাদ হোসেনের নেতৃত্বে মসলিন পুনরুজ্জীবন প্রকল্প কমিটি এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সরকারের কাছে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা জমা দিয়েছে। **১ হাজার ২৪০ কোটি ৩৮ লাখ টাকার প্রকল্প পরিকল্পনায় তিন বছরে মসলিন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে,** যা শুরু হবে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মহাসচিব মজুর কাদির বলেন, হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কাজ করছে। এরই মধ্যে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

**মসলিনের ঐতিহ্য:** মসলিন হলো, এক ধরনের তুলার আঁশ থেকে প্রস্তুতকৃত সূক্ষ্ম কাপড়। এ কাপড় এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, ৫০ মিটারের একটি কাপড়কে দিয়াশলাইয়ের বাক্সে বহন করা যেত। ঐতিহ্যের কারণে মসলিন বাংলা শব্দ মনে হলেও এটি মূলত ইংরেজি শব্দ। এসসি বার্নেল ও হেনরি ইউল নামে দুজন ইংরেজি লেখকের 'হবসন জবসন' অভিধান থেকে জানা যায়, মসলিন শব্দটি এসেছে ইরাকের মসুল শহর ও সেখানকার বিখ্যাত সূক্ষ্ম কাপড়ের সমন্বয়ে। তবে ঢাকার মসলিন শব্দের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানা না গেলেও নবম শতকে সোলায়মান নামক আরব ভূগোলবিদের বইতে 'রুমী' নামক স্থানের মসলিন কাপড়ের


এরপর ৯ পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

# Muslin Fest kicks off in city rejoicing of its revival

STAFF CORRESPONDENT

The month-long Muslin Festival kicked off in the city on Friday to tell the story of muslin revival after remaining in obscurity for more than a hundred and fifty years.

Muslin, the fabled fabric of Bengal that lost 150 years ago, has revived once again with the joint effort of Drik with the help of Bangladesh National Museum and Aarong under the guidance of ministry of cultural affairs.

Finance Minister AMA Muhith unveiled the curtain of the month-long festival as chief guest while Cultural Affairs Minister Asaduzzaman Noor was present as special guest at the National Museum in the city.

Organisers said, after consistent efforts for the last three years, they have been able to recover the lost glory.

The best quality Muslin was woven on the banks of the Shitalakkha River from locally produced White Corpus cotton. It was famed for being handmade, diaphanous fabric, transparent and weightless presence, organizers said.

"In trying to find out muslin plants and its products, Drik team traveled the Meghna River and its surrounding, visited overseas museums and worked with weavers", said Saiful.

Drik CEO also said, "After a tremendous effort we have been able to revive the lost glory and our pride 'Muslin'. Our intention is to popularize the story and inspire its revival amongst our crafts industry."

Al-Amin, the main weavers along with his team in Rupganj, weavers are descendants of the original muslin weavers, gave the dream reality.

"It was really tough for us after a long time. It takes seven months to weave a Muslin Saree. Patience and integrity helped me to make this tough job and I hope other weavers will also be able to weave the Muslin helping to revive the lost glory", said Al-amin.

This saree has a thread count of 300. It indicates that it has the fineness of Muslin. Thinner the fibre, higher will be the thread count and better will be the quality, he added.

This weaver also said that if they get available yarn, they will award the country best Muslin and for that government's good intension is needed to revive and popularize once again.

Cultural Affairs Secretary Aktari Mumtaz, CEO of Drik Saiful Islam, Bangladesh National Museum Board of Trustees Chairman M Azizur Rahman, BRAC Enterprise Senior Director Tamara Abed and senior curator of Victoria and Alberts Museum Rosemary Crill spoke on the occasion.

Addressing the programme, AMA Muhith said, "We all heard of the story of Muslin as Bengal's pride. But, the colonial rule ruined the industry intentionally".

With this effort of reviving the lost glory of Muslin, the country has got its pride, he said.

Daily Sun
06/02/2016.

# Muslin Fest kicks off in city rejoicing of its revival

STAFF CORRESPONDENT

The month-long Muslin Festival kicked off in the city on Friday to tell the story of muslin revival after remaining in obscurity for more than a hundred and fifty years.

Muslin, the fabled fabric of Bengal that lost 150 years ago, has revived once again with the joint effort of Drik with the help of Bangladesh National Museum and Aarong under the guidance of ministry of cultural affairs.

Finance Minister AMA Muhith unveiled the curtain of the month-long festival as chief guest while Cultural Affairs Minister Asaduzzaman Noor was present as special guest at the National Museum in the city.

Organisers said, after consistent efforts for the last three years, they have been able to recover the lost glory.

The best quality Muslin was woven on the banks of the Shitalakkha River from locally produced White Corpus cotton. It was famed for being handmade, diaphanous fabric, transparent and weightless presence, organizers said.

"In trying to find out muslin plants and its products, Drik team traveled the Meghna River and its surrounding, visited overseas museums and worked with weavers", said Saiful.

Drik CEO also said, "After a tremendous effort we have been able to revive the lost glory and our pride 'Muslin'. Our intention is to popularize the story and inspire its revival amongst our crafts industry."

Al-Amin, the main weavers along with his team in Rupganj, weavers are descendants of the original muslin weavers, gave the dream reality.

"It was really tough for us after a long time. It takes seven months to weave a Muslin Saree. Patience and integrity helped me to make this tough job and I hope other weavers will also be able to weave the Muslin helping to revive the lost glory", said Al-amin.

This saree has a thread count of 300. It indicates that it has the fineness of Muslin. Thinner the fibre, higher will be the thread count and better will be the quality, he added.

This weaver also said that if they get available yarn, they will award the country best Muslin and for that government's good intension is needed to revive and popularize once again.

Cultural Affairs Secretary Aktari Mumtaz, CEO of Drik Saiful Islam, Bangladesh National Museum Board of Trustees Chairman M Azizur Rahman, BRAC Enterprise Senior Director Tamara Abed and senior curator of Victoria and Alberts Museum Rosemary Crill spoke on the occasion.

Addressing the programme, AMA Muhith said, "We all heard of the story of Muslin as Bengal's pride. But, the colonial rule ruined the industry intentionally".

With this effort of reviving the lost glory of Muslin, the country has got its pride, he said.

# Muslin festival shows the value of heritage

Saturday evening's cultural show at Ahsan Manzil on the history of muslin marks the month-long Muslin Festival being undertaken by Drik and the Bangladesh National Museum in partnership with Aarong.

The festival is the culmination of a two-year-long project to research and tell the story of the renowned textile which forms an important part of Dhaka and Bengal's heritage.

Muslin's past, present, and future is being showcased in a variety of events taking place around the city, which includes artifacts loaned from overseas and the inauguration of a new gallery at the National Museum.

The organisers are to be commended for the innovative way in which they are linking historical scholarship with workshops and film presentations to inspire new interest in reviving this legendary textile.

For hundreds of years, the famed lightness and distinctive motifs of Bengal Muslin attracted trade and brought acclaim for the craftsmanship of Bengali weavers and artists. Dhaka Muslin, which was produced from a now extinct variety of cotton, achieved unique status and its influence can still be traced across many aspects of our nation's culture.

In itself, there is much to recount in the historical impact made by the artistry and fine quality associated with Bengal Muslin, which made it much sought after in both Mughal and European courts.

What is most exciting about this month's celebration of muslin, however, is the exhibition's investigation of the potential of reviving muslin production and exploration of ways to integrate it with high-end contemporary clothing designs.

It is an insightful way to bring history to life and inspire new designers.

The Muslin Festival is a timely reminder of the value of supporting Bangladesh's rich heritage of important historical sites.

> The innovative way in which the festival showcases muslin brings history to life

# THE STORY OF A LOST GLORY

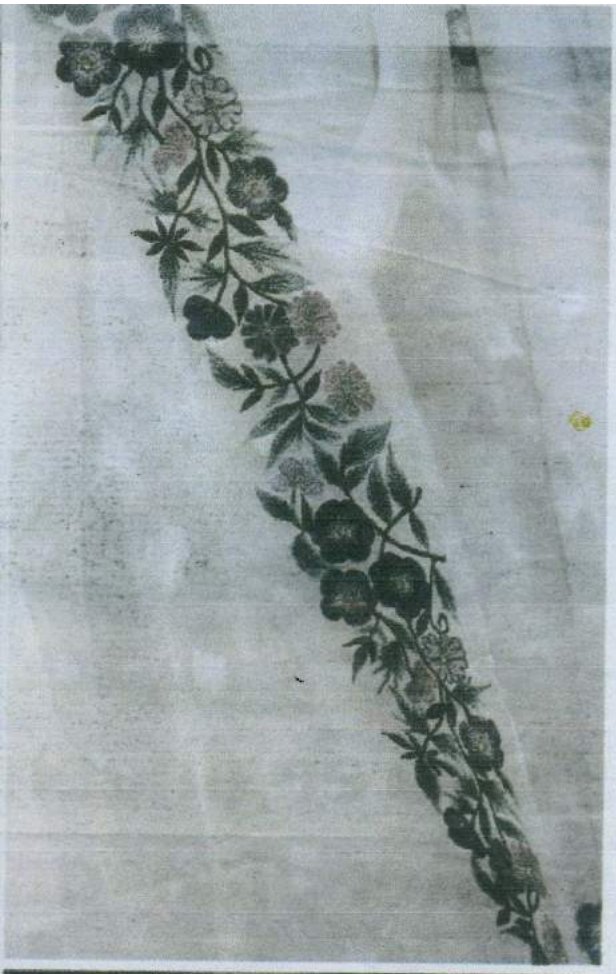

From tools which make the fine thread to the beautiful end product - the Muslin Festival at Bangladesh National Museum in the capital is showcasing the history of traditional muslin weaving, an art on the verge of extinction in the country. The month-long exhibition and festival has been jointly organised by Aarong and Drik Gallery in collaboration with the museum. The photo was taken yesterday

SYED ZAKIR HOSSAIN

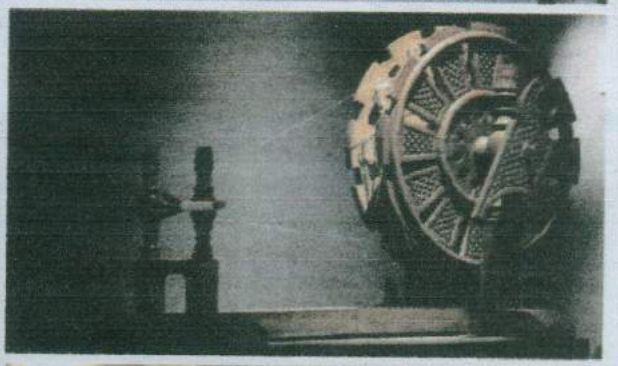

Finance Minister AMA Muhith seen in the opening ceremony of a month-long Muslin Festival 2016 which began Friday in the city. — FE Photo

# Thrust on govt-pvt jt efforts for revival of nation's lost heritage

## Muslin Festival 2016 kicks off

FE Report

A month-long Muslin Festival 2016 kicked off on Friday in the city, with an aim to help revive the lost heritage of the country.

Finance Minister AMA Muhith inaugurated the festival at Bangladesh National Museum (BNM).

Drik, Aarong and BNM have jointly organised the event at the main auditorium of BNM at Shahbagh in the city.

The ministry of cultural affairs is providing support to the festival that will continue until March 3, 2016.

The speakers at the inaugural ceremony of the festival advocated for joint efforts by the government and the private sector for the revival of the nation's lost heritage of Muslin, a legendary fabric of hundreds of years old.

They also recommended for raising awareness about Muslin's history, its artistic and commercial role amongst the people of Bangladesh and other countries of the world.

Muslin which was named as 'Gangetic Muslin' during Roman times was produced from a cotton plant that grew exclusively along the banks of the rivers Meghna and Brahmaputra, they said.

It is globally known as cotton fabric of amazing lightness and distinctive motifs.

This fabric was used by royalty and traded by the English East India Company, until its 'demise' in the nineteenth century.

The month-long festival is the culmination of over two years of research by Drik into the history of Muslin.

The weavers of Drik's Muslin team will showcase artifacts including real Muslin and also the new Muslin woven during the festival.

Cultural affairs secretary Aktari Mamtaz delivered the address of welcome at the opening ceremony. Chairman of the Board of Trustees of BNM M Azizur Rahman offered vote of thanks.

Speaking as the special guest on the occasion Cultural Affairs Minister Asaduzzaman Noor suggested joint public and private initiatives for reviving the past glory of Muslin that will also help boost the country's export.

"We want to work for the revival of Muslin," he said.

He thanked Drik for carrying out research on Muslin, its current status and future possibilities.

Speaking as the chief guest at the event Finance Minister AMA Muhith mentioned his halcyon memories and acquaintance with Muslin.

He said the Muslin was eliminated by Manchester-based textiles traders during the East India Company rule in undivided India.

He urged the young generation to be a part of the event to know more about the rich heritage of Bangladesh's Muslin.

Later the finance minister released commemorative postal stamps of Tk 5 and Tk 10 denominations and gave honorary crests to some weavers.

Chief Executive Officer (CEO) of Drik Saiful Islam, senior director of Brac Enterprise Tamara Abed and senior curator of Victoria and Albert Museum of UK Rosemary Crill were present, among others.

talhabinhabib@yahoo.com

# হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়

## মসলিন উৎসব শুরু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নেই সেই সুতা, নেই সেই দক্ষ তাঁতি। আছে শুধু সেই নাম 'মসলিন', আর নাম নিয়ে গর্ব। তবে অতীত গৌরবকে নিয়ে আর সন্তোষ প্রকাশ নয় বরং হারিয়ে যাওয়া অতীতকে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিজ্ঞজনেরা। তারা বলছেন, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে মাসব্যাপী 'মসলিন' উৎসব। উৎসবের আয়োজক দৃক। জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং এ উৎসবে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। স্বাগত বক্তব্য দেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আখতারি মমতাজ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এম আজিজুর রহমান, দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের সিনিয়র ডিরেক্টর তামারা আবেদ, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল।

জনকণ্ঠ
০৬/০২/২০১৬.

# মসলিনের হৃত ঐতিহ্যের কথা তরুণদের জানাতে হবে

## জাতীয় জাদুঘরে উৎসব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া মসলিনের হৃত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তরুণ প্রজন্মের কাছে হারানো এ ঐতিহ্যের কথা জানাতে হবে। ব্রিটিশরা ঢাকার এ এতিহ্যবাহী সম্পদ লুণ্ঠন ও ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। তাদের অত্যাচারে এ সম্পদ বিলুপ্ত হয়েছে। শুধু ভারত বর্ষ থেকে নয়, বিভিন্ন দেশ থেকে তারা এমন অনেক সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। বিভিন্ন দেশের হারানো ঐতিহ্যকে তারা স্থান দিয়েছে তাদের জাদুঘরে। তবে গ্রামীণ ঐতিহ্যসহ সংস্কৃতির যা আজ বিলুপ্তির পথে তা ফিরিয়ে আনতে চাই। এ জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

শুক্রবার বিকেলে জাতীয় জাদুঘরের অডিটরিয়ামে 'মসলিন উৎসব ২০১৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। এ অনুষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন করে জাতীয় জাদুঘর, দৃক ও আড়ং। আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবনের এ উৎসব চলবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, আমাদের শৈশব-কৈশোরে মসলিন শব্দটি বেশ পরিচিত ছিল। আমরা তখন পড়েছি মসলিন ঢাকার একটি সম্পদ। ব্রিটিশদের অত্যাচারে তা এ দেশ থেকে চলে যায়। তাদের কাজ ছিল লুণ্ঠন আর ডাকাতি। বাংলাদেশের বহু শিল্পকর্ম ব্রিটিশরা নিয়ে গেছে। আমাদের দেশ থেকে তারা বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে তাদের জাদুঘরে স্থান দিয়েছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে গেছে। তবে তা ফিরিয়ে আনতে নানা উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

এ সময় অর্থমন্ত্রী এ উদ্যোগের প্রশংসা করে সর্বাত্মক সফলতা কামনা করেন এবং হারিয়ে যাওয়া মসলিনের ঐতিহ্য সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে জানতে অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতেই আমাদের এ উদ্যোগ। গ্রামীণ ঐতিহ্য, সংস্কৃতিও আজ অনেকাংশে বিলুপ্তির পথে। যা কিছু হারিয়েছে তা ফিরিয়ে আনতে চাই। তিনি বলেন, মসলিন নিয়ে নানা ইতিহাস রয়েছে, সারা পৃথিবীতে যে তুলা থেকে মসলিন তৈরি হতো তার বীজও আর নেই। মৌলিক মসলিনের কাছাকাছি কিছু একটা তৈরি করা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে একা সম্ভব নয়। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও বিসিকসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য অর্থের প্রয়োজন রয়েছে, তা শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। উন্নয়নমুখী বাংলাদেশে এ জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, দৃক একটি গবেষণামূলক উদ্যোগ নিয়েছে যার মাধ্যমে আমরা আজকে মসলিনের গল্প, এর ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পৃক্ততা, এর বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে জানতে পারছি। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া মসলিন সম্পর্কিত তথ্য ও শিল্পকর্ম খোঁজার এই উদ্যোগে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পুরো সমর্থন ছিল সব সময়। দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, মসলিন সম্পর্কে অজানা তথ্যগুলো জানতে বেঙ্গল মসলিন টিম নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, তথ্য সংগ্রহে ছুটে বেড়িয়েছে দেশ-বিদেশ। এ উদ্যোগ সফল করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নানাভাবে সহায়তা করেছে। এ সময় তাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আখতারি মমতাজ, জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এম আজিজুর রহমান, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের সিনিয়র ডিরেক্টর তামারা আবেদ, ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল প্রমুখ।

'লিজেন্ড অব দ্য লুম' শিরোনামে একটি ফিল্মের ট্রেলার দেখানো হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং 'মসলিন আওয়ার স্টোরি' শিরোনামে গবেষণামূলক একটি বই প্রকাশ করা হয়। বইয়ের জন্য প্রি অর্ডার ফরম থাকছে প্রদর্শনীস্থলে। এছাড়া 'মসলিন উৎসব ১৬' উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ৬৩ টাকা ও ৫ টাকা মূল্যমানের দুটি স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেছে, ডাকটিকেট অবমুক্ত করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

New Age

06/02/2016.

# Muslin history revisited in month-long festival

Cultural Correspondent

THE history of the once immensely popular muslin, a lightweight cotton fabric of plain weave, is being revisited through a month-long festival that opened at Bangladesh National Museum on Friday.

The festival features an exhibition, a cultural and fashion show, seminar, launches of a book, a commemorative stamp and a documentary on the making of muslin in Dhaka that had been home to the finest of its clothes for centuries.

Drik organised the event in association with the museum and Arong after years of research and investigation into the history of muslin and with the aim of creating awareness and exploring its future potential.

Finance minister Abul Maal Abdul Muhith inaugurated the festival on Friday. Among others, cultural affairs minister Asaduzzaman Noor and secretary Aktari Mumtaj, Saiful Islam, chief executive officer of Drik, Tamara Abed, senior director of BRAC, and Rosemary Crill, senior curator of Victoria and Albert Museum of London, were also present on the occasion.

'Muslin had clothed the world's aristocrats till 19th century. It's an invaluable part of our history. The organisers [of the festival] have done an excellent job by bringing to the fore the lost art of muslin,' Muhith said.

Finance minister Abul Maal Abdul Muhith moves around in an exhibition on muslin clothes at National Museum in the capital on Friday. — New Age photo

Noor, in his speech, stressed the need for reviving the tradition. 'Drik has lighted the way that we can follow to get muslin registered as an intangible cultural heritage element of UNESCO,' he said.

The festival is the product of a two-year research conducted by a team led by Saiful Islam that traced the roots of muslin and how it was manufactured and subsequently fell into disuse and so on.

'We have tried in every possible way to unearth and collect historical evidence related to the fabric. Importantly, we've been able to create a new version of it called New Age Muslin, which is now on display at the exhibition,' said Saiful Islam.

The month-long exhibition, Muslin Revival, brings forth an opportunity to see original muslin clothes borrowed from several British museums and a richly-informed display of the process of the making of muslin. The New Age Muslin was created by the research team with help from local weavers.

A research publication titled Muslin: Our Story, written by Saiful Islam, was also launched at the inauguration ceremony. The book, said Drik's managing director Shahidul Alam in an introductory remark on it, 'presents the past, present and future of muslin.'

The five local weavers who helped create the New Age Muslin were awarded honorary crests at the opening ceremony.

A cultural and fashion show titled Muslin Night will be held at Ahsan Manzil today while a daylong international seminar will be held at the Sufia Kamal Auditorium of Bangladesh National Museum on Sunday.

The exhibition, being held at the Nalinikanta Bhattashali Gallery of the museum, will remain open for all until March 3.

New Age
06/02/2016.

# Muslin show inspires awe

Cultural Correspondent

AN AWE-INSPIRING display of muslin clothes and pic[illegible]s, designs and texts offering a glimpse into the storied history of the fabric is now underway at the Nalinikanta Bhattashali Gallery of Bangladesh National Museum.

The month-long exhibition, which began on Friday, is part of the Muslin Festival jointly organised by Drik and the museum in association with Arong.

The festival is the product of a two-year research conducted by a team that traced the roots of muslin, a lightweight cotton fabric of plain weave, and how it was manufactured and subsequently fell into disuse and so on. The aim is to generate renewed awareness of the fab[illegible] and explore its future potential.

The exhibition, curated by Rezaur Rahman, features both original muslin clothes borrowed from several British museums and a new version of it – the New Age Muslin – created by the research team with help from local weavers.

As the visitors go through them, they are acquainted with the history and the process of the making of muslin, the finest versions of which were created in Dhaka that had, for centuries, clothed the world's aristocrats.

Visitors look at clothes of muslin on display at Bangladesh National Museum. –Sony Ramany

The venue – Nalinikanta Bhattashali Gallery – was given a new look to suit the occasion. The entrance welcomes you with a tapestry titled Muslin's Story on Muslin.

The informative furnishing, done on a piece of muslin, takes you on a journey back in time presenting historical events related to muslin from 400BC up to 1800CE through pictures, designs and texts.

Chinese traveller Yuan Chwang's words describing muslin as 'the cloth like the light vapours of dawn,' hung on the wall beside the tapestry, ushers the visitors into the fascinating world of muslin that gave birth to many stories and fables.

One such story is: Dhaka's muslin cloth was so fine and delicate that yards of it could be passed through a finger ring. Another story involves Mughal emperor Aurangazeb, who is said to have scolded his daughter Zebunnesa for wearing nothing on her even though she was wearing seven layers of muslin.

Stories and legends apart, the exhibition also presents facts substantiated with pi[illegible]tures, statistics, and maps.

Visitors who thronged th[illegible] gallery on Friday and Satu[illegible]day expressed their wond[illegible] at the collection of things r[illegible]lated to the fabric that the[illegible] knew only by name.

'It's interesting to kno[illegible] how muslin was produce[illegible] through a tedious process b[illegible] the artisans and how it grad[illegible]ually fell into disuse,' sai[illegible] Lasiah, an Australian visi[illegible]ing the gallery on Saturday.

The yarn for musli[illegible] was collected from a plan[illegible] known as Phuti Karpas tha[illegible] grew in abundance in an[illegible] around Dhaka but is n[illegible] longer known to exist.

The exhibition show[illegible] photographs of the plan[illegible] and provides informatio[illegible] about it.

A few specimens [illegible] Dhakai muslin and Euro[illegible]pean muslin, the latter pro[illegible]duced by European manu[illegible]facturers by imitating th[illegible] Bengal muslin known a[illegible] Gangetic muslin, are on dis[illegible]play.

'I had never seen musli[illegible] before; I only heard storie[illegible] about it. The display is quit[illegible] stunning, to say the least' said Jannatul Ruhi, anothe[illegible] visitor.

The exhibition will re[illegible]main open for all unti[illegible] March 3.

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক



প্রিন্ট সংস্করণ, প্রকাশ : ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ০০:২৪:২৬

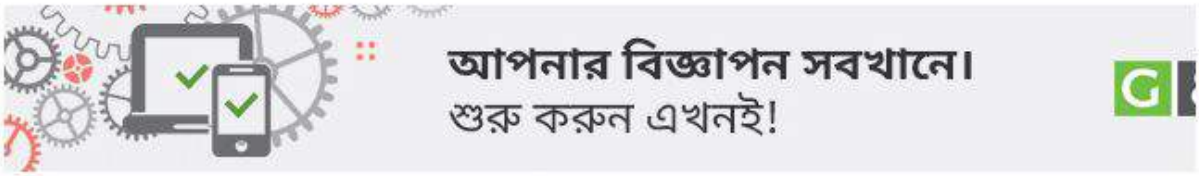






মসলিন উৎসব

# হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়

**সমকাল প্রতিবেদক**

সেই তাঁতিও নেই, নেই সেই তুলা। কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে নিজেদের ঐতিহ্য। আছে শুধু স্বপ্ন আর প্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে গতকাল শুক্রবার শুরু হয়েছে মাসব্যাপী 'মসলিন' উৎসব। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের হারানো ঐতিহ্য 'মসলিন'কে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্টরা। মসলিন উৎসবের আয়োজন করে দৃক। জাতীয় জাদুঘর এবং আড়ং এ উৎসবে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

উৎসবের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অনুষ্ঠানে তিনি ছাড়া আরও বক্তৃতা করেন সংস্কৃতিবিষয়কমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আখতারি মমতাজ, জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এম আজিজুর রহমান, দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের সিনিয়র ডিরেক্টর তামারা আবেদ, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর
রোজমেরি ক্রিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ব্রিটিশরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য মসলিনসহ অনেক শিল্পকর্ম নিয়ে গেছে। সেগুলো তারা সংরক্ষণ করেছে। অনেক প্রচেষ্টার পর দেশে মসলিন উৎসব হচ্ছে। এ উৎসবের মাধ্যমে হারানো ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে চাই। মসলিনকে খুঁজে পেতে চাই।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আমাদের দেশ থেকে যা কিছু হারিয়েছি তা ফিরে পেতে চাই। সে লক্ষ্যেই সরকার মসলিন পুনরুদ্ধারে কাজ করছে। এতে হয়তো মৌলিক মসলিন পাওয়া যাবে না, তবে কাছাকাছি যেতে পারে। সবার সহযোগিতায় এ প্রকল্প সফল হলে পরবর্তী সময়ে বাণিজ্যিকভাবেও মসলিন দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি বলেন, আমরা যাত্রা শুরু করলাম, এখনই শেষ নয়। সবাই মিলে বড় কিছু অর্জন করতে পারব।

এ অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে পাঁচ এবং ১০ টাকা মূল্যমানের ডাকটিকিট উদ্বোধন করা হয়। এ ছাড়াও মসলিন নিয়ে লেখা 'মসলিন :আওয়ার স্টোরি' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিরা। দৃকের 'মসলিন' কাপড় প্রস্তুতকারী ছয়জন তাঁতিকে সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়। মসলিন উৎসবের উদ্বোধন শেষে অতিথিরা 'মসলিন রিভাইভাল' শীর্ষক প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। মসলিনের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে দেশি ১১টি এবং বিদেশি ১৬টি নতুন-পুরাতন মসলিন কাপড় স্থান পেয়েছে। এ উৎসব চলবে আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত। আজ শনিবার আহসান মঞ্জিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'মসলিন নাইট' এবং আগামীকাল রোববার জাদুঘর মিলনায়তনে দিনব্যাপী মসলিন বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ২৩:০৯:০০ পিএম শুক্রবার

Share 797 Like 2.5M Tweet G+ Share 0

# ‘আপনারা চাইলেই মসলিন ফিরে আসবে’

শুভ্রনীল সাগর, নিউজরুম এডিটর
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

ছবি: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

**জাতীয় জাদুঘর থেকে:** বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে এর আগে বহুবার গিয়েছি, কিন্তু এরকম ধাক্কা কখনও খাইনি। ধাক্কা মানে, চেনা এই গ্যালারিকে যেভাবে দেখে অভ্যস্থ সেভাবে না পাওয়া। এবারের উপলক্ষ ছিলো, ‘মসলিন ফেস্টিভ্যাল-২০১৬’। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই গা ছমছমে অনুভূতি। তুলো দিয়ে পাকানো দড়ি সিলিং থেকে নিচ অব্দি সারিসারি টাঙানো। কে যেনো এলোচুল এলিয়ে দিয়েছে। আলো বলতে ওই দরজা খুললে যেটুকু ঢোকে সেটুকু। প্রেতপুরী নয়তো!

ঢুকতেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হলো। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা যে একেবারেই ছিলো না, তা নয়। কিন্তু এ সম্পৃক্তি ধারণাকে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো ব্যাপার। ভেতরের প্রতিটি ইঞ্চি যেনো মসলিন আর মসলিন। প্রতিটি বিষয়কে বিষয় পরিপূরক ফুটিয়ে তুলতে একেবারে ঠিক ঠিক আয়োজন। সিনেমার ভাষায় যাকে বলে, সেট ডিজাইন।

মসলিন নামটি নিলেই প্রথম যে ধারণা মাথায় আসে, ৫০ মিটার মসলিন কাপড় ভাঁজ করে একটি দিয়াশলাইয়ের বাক্সে ভরে ফেলা যেতো। এটি সম্ভব হতো সুতার সূক্ষ্মতার কারণে। তাঁতীরা যাকে বলেন মসলিন সুতা। এ বিশেষ সুতা তৈরি হয় ফুটি কার্পাস থেকে। যেহেতু সুতাই সব তাই প্রদর্শনী শুরু সুতা দিয়েই। বামদিক থেকে একপাশের পুরোটা দেওয়াল জুড়ে সুতা প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদী। বইয়ের পাতা থেকে তাঁতীর চরকা, ইস্ট ইন্ডিয়া আমল থেকে বর্তমান সময়- বাদ যায়নি কিছুই। যেটি যেভাবে সম্ভব হয়েছে, আয়োজক পক্ষ সেটি সেভাবেই হাজির ও উপস্থাপন করেছেন। গ্যালারির মধ্যিখানে শোভা পেয়েছে মসলিনে তৈরি কাপড়চোপড়। কিছু কাচঘেরা ছোট ঘরে, কিছু ম্যানিকুইনের গায়ে- প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রয়োজনীয় ফুটনোট।

একটি অংশে কাঠবোর্ড দিয়ে ঘিরে বসানো হয়েছে মসলিন তৈরির তাঁত। হ্যাঁ, এটিই এ প্রদর্শনীর বিশেষত্ব। চোখের সামনে তাঁতী মসলিন শাড়ি বুনছেন, এ দৃশ্য দেখাও তো সৌভাগ্যের বিষয়! এজন্য তাকে ঘিরেই সবার ভিড়।

তিনিও হাসিমুখে সবার আগ্রহ-আবদার মেটাচ্ছেন। ভিড় ঠেলে যতদূর জানা গেলো, মসলিন তৈরির মহান এ শিল্পীর নাম মো. আল-আমিন। এসেছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে। এখন জামদানির কাজ করে ব্যবসা চললেও, পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে মসলিন তৈরিও তার শেখা। কে না জানে, নানা কারণে বিলুপ্তপ্রায় এক ঐতিহ্যের নাম মসলিন।

মসলিন মানে যেখানে হতাশা, সেখানে আল-আমিন কিন্তু শোনালেন আশার কথাই, সরকার যদি এদিকে বিশেষ নজর দিতো তাহলে মসলিনের হারানো ঐতিহ্য ফেরানো সম্ভব। মসলিনের মূল উপাদান সূক্ষ সূতা। এটি প্রস্তুত করাও বেশ জটিল ও সময় সাপেক্ষ। এছাড়া রয়েছে উৎপাদন খরচ ও দক্ষ কারিগরের মজুরি। সবমিলিয়ে দাম পড়ে যায় অনেক। সেই দামে কেনার লোকও খুব কম। এজন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের এগিয়ে আসা দরকার।

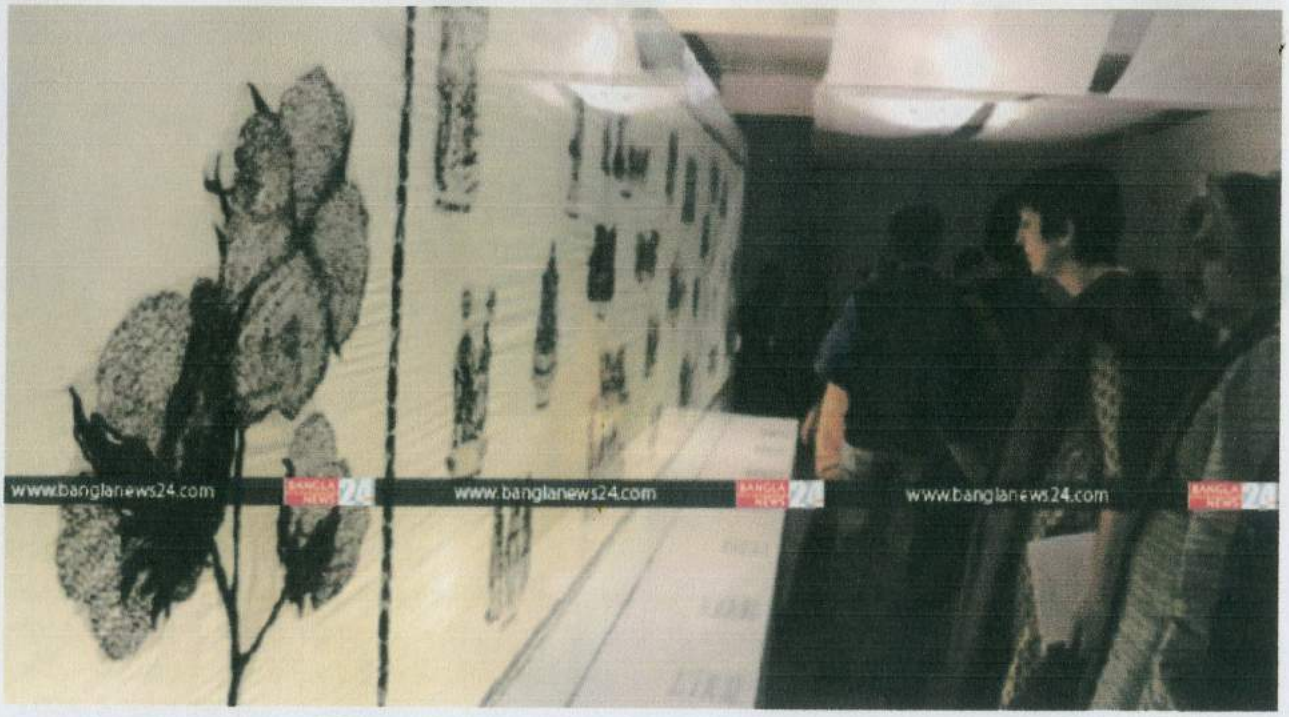


তাঁতঘর থেকে বেরিয়ে চোখে পড়বে কারুকার্যময় মসলিন শাড়ি। এই সেই শাড়ি যা কিনা ভাঁজ করা অবস্থায় আংটির ভেতর দিয়ে ঢুকে যেতো! সেই আমলে নাকি আংটি পরীক্ষার মাধ্যমে আসল শাড়ি-নকল শাড়ি চেনা হতো। একবার ভাঁজ করে দেখার সাধ হলো, কিন্তু ছুঁতে মানা।

'আপনারা একটু দ্রুত দেখে বের হলে খুব ভালো হয়। বাইরে অনেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রদর্শনী একমাস চলবে। চাইলে অনেকবার দেখতে পারেন', দূকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহীদুল আলমের কাতর অনুরোধ।

দৃকের কথা যখন এলো তখন এই ফাঁকে বলে ফেলা ভালো, যৌথভাবে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক ও আড়ং। শুক্রবার (০৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেল থেকে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে আগামী ০৩ মার্চ পর্যন্ত।

এর আগে, বিকেল ৫টায় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। সঙ্গে ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফজলুল লতিফ চৌধুরী, ব্র্যাকের সিনিয়র পরিচালক তামারা আবেদ ও দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম। এসময় দৃক প্রকাশিত গ্রন্থ 'মসলিন, আওয়ার স্টোরি'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

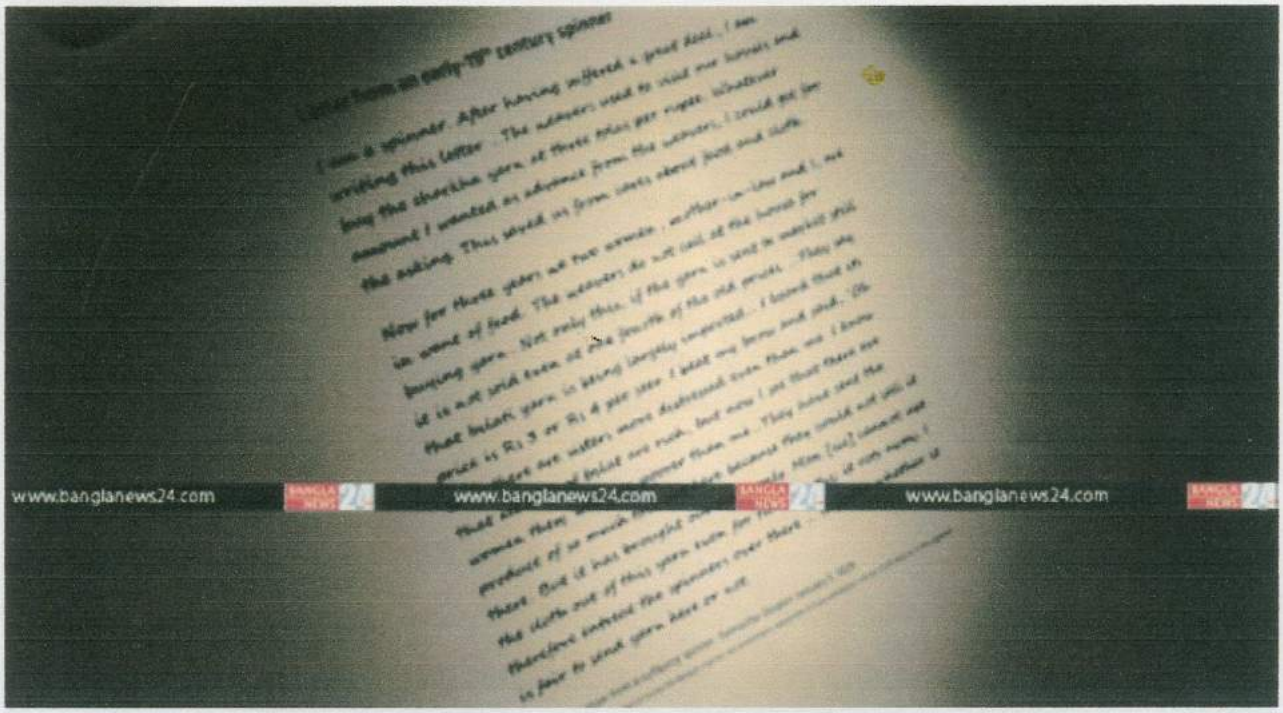


উৎসবের উদ্দেশ্য নিয়ে সাইফুল ইসলাম আগেই বলেছিলেন, এই উৎসবের পেছনে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, ইতিহাস মতে মসলিন তৈরিতে আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সবার সামনে তুলে ধরা। মোঘল আমলে ব্যবহৃত এই ঐতিহাসিক কাপড়ের গল্পটি জানানো, এই কাপড়ের পুনরুজ্জীবনে আগ্রহ গড়ে তোলা এবং আমাদের বয়নশিল্পীদের ভূমিকা তুলে ধরাও আমাদের এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

উৎসবকে ঘিরে মানুষের কৌতূহল ও উপচে পড়া ভিড়ের বিষয়টি শহীদুল আলমের কাতর অনুরোধেই বোঝা গেছে। ভেতরে সবাই মনোযোগী দর্শক, বাইরে আগ্রহীদের লম্বা লাইন। বেরিয়ে যেতে যেতে কথা হয় অপেক্ষারত একদল তরুণের সঙ্গে।

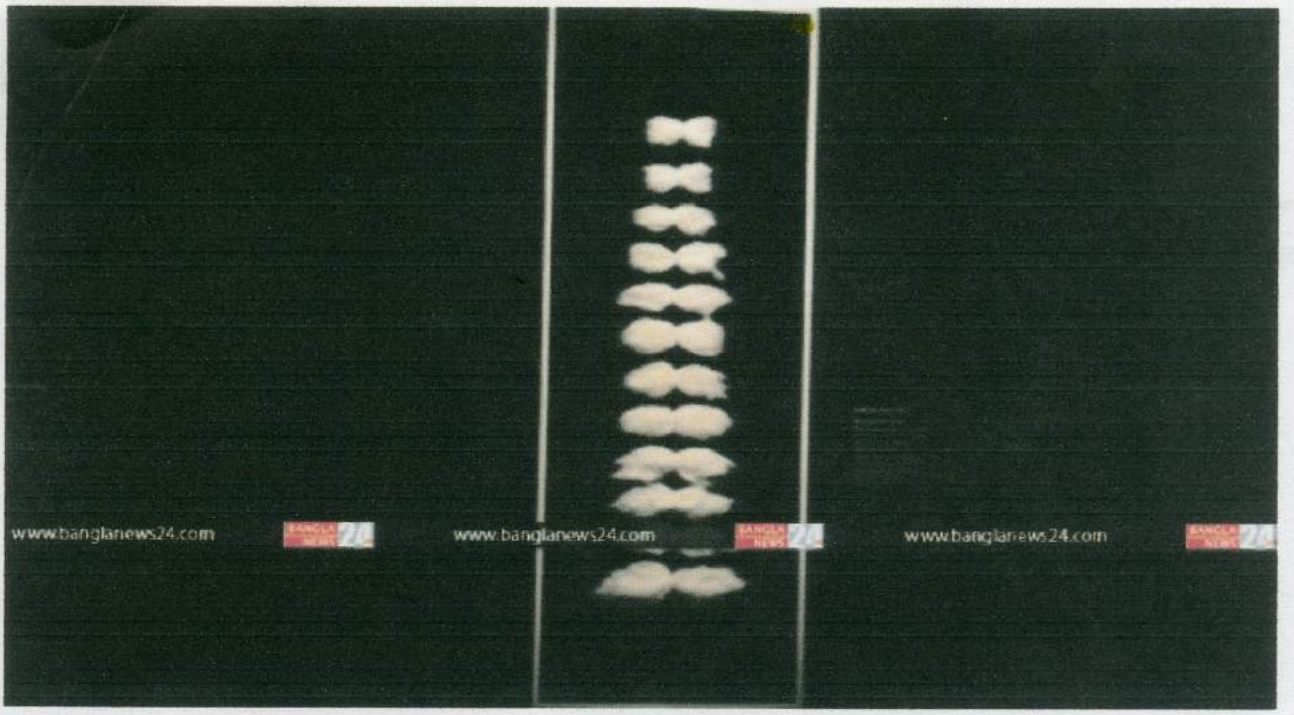


দলের হয়ে মতামত দিলেন ইউল্যাবের রিফাত, বইমেলা এসেছিলাম। ঢোকার আগে এই ফেস্টিভ্যালের কথা জেনেছি। আর কবে সময় পাবো, তাই আজকে আর মিস করতে চাই না।

তাদের মতো মিস করতে না চাওয়াদের ভিড় দেখা গেলো চারপাশেই।

একেবারে বেরিয়ে যেতে যেতে মনে পড়লো মসলিন শিল্পী আল-আমিনের মুখ। বড় আশা করে এসেছেন। চোখেমুখে অন্যরকম এক তৃপ্ততা। এতো বর্ণাঢ্য আয়োজন আর ক্যামেরার ঝলকানি দেখে ধরেই নিয়েছেন, মসলিনের পুনরুজ্জীবন বুঝি হয়েই যাবে! এজন্য একই কথা বারবার বলছেন, আপনারা কিছু করেন। আপনারা চাইলেই মসলিন আবার ফিরে আসবে!

চীনের শেয়ারবাজারে ব্যাপক ধস নামায় পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশটির শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা চীনা সিকিউরিটিজ রেগুলেটরি কমিশনের প্রধান চিয়াও গ্যাংকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে অ্যাগ্রিকালচার ব্যাংক অব চায়নার প্রধান লিউ শিওকে। গত বছর পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার তুলে নেওয়ায় চীনের শেয়ারবাজারে এ ধস নামে। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দুই দিনই লেনদেন স্থগিত করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। কোনোভাবে এ অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না বাজার।


সুসংবাদ সুসংবাদ

কিডনী ডায়ালাইসিস এখন ব্যয়বহুল নয়!

ইউরোপ-আমেরিকা হতে আমদানীকৃত চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার, অভিজ্ঞ চিকিৎসক টিম, আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সার্বসিডি থাকায় খরচ সবচেয়ে কম, সবচেয়ে সাশ্রয়ী। আমাদের লক্ষ্য হাতের নাগালে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা।

৭০ গ্রীনরোড, ফায়ার প্রাজা, পান্থপথ মোড়
ফোন : +৮৮০-২-৯৬৪২৯৭

Hotline: 01991150900

SIBL Foundation Hospital & Diagnostic Center
(SIBL Foundation Hospital, Diagnostic & Dialysis Centre)


# শিল্প বাণিজ্য

www.kalerkantho.com, e-mail : business@kalerkantho.com রবিবার। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬। ৯ ফাল্গুন ১৪২২

## নতুন রূপে ফিরছে মসলিন

জামাল হোসেইন ▷

মসলিন নিয়ে গল্পগাথা কিংবা কিংবদন্তির শেষ নেই। জনশ্রুতি আছে, একটা ম্যাচের বাক্সে পুরে ফেলা যেত আস্ত একটা মসলিনের শাড়ি! এ শাড়ি খুবই সূক্ষ্ম কাপড়ে তৈরি হতো, যার ৪০ হাত লম্বা আর দুই হাত চওড়া কাপড়ের একটি পুরো টুকরো সাধারণ আংটির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো যেত। তখনকার রানি এবং বেগমরা পরতেন এসব শাড়ি। মসলিন রপ্তানি হতো ইউরোপ এবং আমেরিকায়ও। তাই উন্নত দেশগুলোর চাহিদার কথা বিবেচনা করে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তিন শ বছরের পুরনো সেই মসলিন।

ইতিহাসের অংশ হওয়া মসলিনকে আবারও ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ হিসেবে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী মসলিন প্রদর্শনী। দৃক নামে ঢাকার একটি সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে একটি মসলিন শাড়ি তৈরি করার কথা। আর দৃক, আড়ং ও জাতীয় জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে শোভা পাচ্ছে নতুন-পুরনো মিলিয়ে ঐতিহ্যবাহী মসলিন। আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত সেখানে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে মসলিনসংক্রান্ত শিল্পকর্ম। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, মসলিনকে ঘিরে নানা তথ্য, গল্প ও ইতিহাস।

জানা যায়, ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় সপ্তদশ শতকে মসলিন শিল্প বিকাশ লাভ করেছিল। তবে মুঘল আমলে মসলিন কাপড়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে যুগে মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকা, ধামরাই, সোনারগাঁ, টিটবাদি, জঙ্গলবাড়ী আর বাজিতপুর। জঙ্গলবাড়ী অধিকাংশের পেশা ছিল মসলিন বোনা। জঙ্গলবাড়ী থেকে মাইল কুড়ি দূরে বাজিতপুরে জন্মাত উন্নতমানের কার্পাস, যা থেকে তৈরি হতো উঁচুমানের মসলিন। আরো জানা যায়, ঢাকায় তখনকার সময়ে সাত শর বেশি তাঁতি নিয়োজিত ছিল এ কাজে। মসলিন তৈরি করার জন্য দরকার হতো বিশেষ ধরনের তুলা ও ফুটি কার্পাস। এ বিশেষ ধরনের কার্পাসটি জন্মাত মেঘনা নদীর তীরে ঢাকা জেলার কয়েকটি স্থানে। সাধারণত, মহিলারাই সুতা কাটা আর সূক্ষ্ম সুতা তোলার মতো পরিশ্রম এবং ধৈর্যের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সুতা তোলার সময় কম তাপ এবং আর্দ্রতার দরকার হতো। তাই একেবারে ভোর বেলা আর বিকেলের পরে এ কাজ করা হতো। আর্দ্রতার খোঁজে অনেক সময় নদীতে নৌকার ওপর বসে সুতা কাটার কাজ চলত।

এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে ২০১৪ সাল থেকে মসলিন নিয়ে গবেষণা শুরু করে দৃক। গত বছর একটি মসলিন শাড়ি তৈরি করতে সমর্থ হয় প্রতিষ্ঠানটি। তবে মসলিন তৈরির কাজটি ছিল ভীষণ জটিল, কঠিন ও সময়সাধ্য। তার চেয়েও বড় কথা হলো মসলিন তৈরির জন্য দরকার হয় অসামান্য নৈপুণ্য ও পরম ধৈর্য। এমনটা জানান দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, 'মসলিনের গবেষণা শুরুর পর একপর্যায়ে ভারতের জয়পুরে ফুটি কার্পাসের কাছাকাছি প্রজাতির তুলার বীজ পাওয়া যায়। সেই তুলা থেকে তৈরি হয়েছে নতুন এই মসলিন কাপড়। বস্ত্র প্রকৌশলীরা এটিকে মান ঢাকাই মসলিনের কাছাকাছি বলে মত দিয়েছেন বলেও জানান সাইফুল ইসলাম।'

একটি মসলিন শাড়ি তৈরি করার দাবি করেছে দৃক

চাহিদার কথা বিবেচনা করে নতুনভাবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তিন শ বছরের পুরনো এ সম্পদ

মুঘল আমলে মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার পারে যে ফুটি কার্পাস তুলার চাষ হতো, তা দিয়ে তৈরি করা যেত মসলিন। তবে মসলিন তৈরির উপযোগী সেই পরিবেশ আর নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ায়ও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এ বিষয়টি একটু সমস্যা তৈরি করতে পারে। তবে গবেষকরা জানান, 'লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরে তখনকার মসলিনের একাধিক নমুনা রয়েছে। আদি মসলিনের ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিস্তারিত জানা যাবে। সেটা থেকে মাটির গুণাগুণ, আবহাওয়া পরিস্থিতি ও মসলিনের জন্য নির্ধারিত এলাকাগুলো শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এসব সমন্বয় করা সম্ভব হলে আবারও মসলিনের সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে আসল ফুটি কার্পাসের বীজ উৎপাদন, গুণগতমানের উন্নয়ন, দক্ষ তাঁতিদের সম্পৃক্ত করা হলে সাফল্য অনিবার্য।'

মসলিনের গৌরব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী যুক্তরাজ্যের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'একসময় মসলিন মানেই ছিল বাংলার ইতিহাস। সেই ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিবর্তনের ধরনও ছিল খুব চমকপ্রদ। দুঃখজনক হলো, এ দেশে এক খণ্ডও মৌলিক মসলিন নেই। তবে আমাদের জাদুঘরে তা এখনো সংরক্ষিত আছে। মসলিনের পুনরুজ্জীবনে আমরা প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা দিয়ে যাব। কারণ পশ্চিমা দেশগুলোতে এসব কাপড়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, যা বাংলাদেশ গ্রহণ করতে পারে।'

এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, 'আজকাল বাজারে যে জামদানি পাওয়া যায়, তা মসলিনেরই একটি ধারা। এগুলো যেহেতু এখনো টিকে আছে, সেহেতু মসলিনকেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। দেশে গত বছর জিআই প্রকাশিত হয়েছে, যা দেশের যেকোনো পণ্যের পেটেন্ট সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে। মৌলিক মসলিন ফিরিয়ে আনা সরকারের একটি স্বপ্ন বলেও জানান তিনি।

## পুঁজিবাজারে ছোট কম্পানির অংশগ্রহণ চায় সেবি

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

ভারতের পুঁজিবাজারে ছোট ছোট কম্পানিকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার (সেবি) চেয়ারম্যান ইউ কে সিনহা। দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতের সংবাদ মাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার কাছে এ আহ্বানের কথা জানান তিনি।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেবির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান ইউ কে সিনহা। তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকার তাঁর আরো দুই বছর মেয়াদ বাড়ায়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর এ মেয়াদের কার্যদিবস শেষ হয়। এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি নতুন মেয়াদে দায়িত্ব পান।

ইউ কে সিনহা বলেন, 'পুঁজিবাজারকে চাঙা করতে বিভিন্ন সময়ে নেওয়া উদ্যোগ আমাদের ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। এর ফলে ছোট ছোট কম্পানিও পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ করেছে। এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সেই সঙ্গে পুঁজিবাজারে কারসাজি বন্ধ করতে সিস্টেমে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তার ওপর সেবিকে আরো কঠোর হতে হবে।'

ডিএনএ ইন্ডিয়া নামের একটি অনলাইনে বলা হয়, পুঁজিবাজারে অস্থিতিশীলতার মধ্যেও একমাত্র সিনহাকে সেবির প্রধান হিসেবে বেছে নেয় মোদির নিয়োগ কমিটি। সেবির ২৫ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় দায়িত্ব নেওয়া তিনিই দ্বিতীয় ব্যক্তি। এর আগে ডি আর মেহতা একটানা সাত বছর সেবির দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৯৫ সালে তিনি নিয়োগ পান।

## শিগগিরই শ্রমিক কল্যাণ তহবিল করছে সরকার

এম সায়েম টিপু ▷

রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা শ্রমিকদের জন্য 'শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড' গঠনের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে সরকার। ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার গত বছর বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম আইন বিধিমালা ২০১৫-এর আলোকে এই তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এখন সেই শ্রমিক কল্যাণ তহবিল চূড়ান্ত করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত সপ্তাহে এই বোর্ডে প্রতিনিধিদের নাম প্রেরণের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে বিজিএমইএসহ কয়েকটি সংগঠনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহে সংগঠনগুলো তাদের প্রতিনিধির নাম চূড়ান্ত করে পাঠিয়ে দেবে। শ্রম মন্ত্রণালয় ও বিজিএমইএ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালনা বোর্ড হবে ১০ সদস্যের। এতে পদাধিকারবলে সভাপতি থাকবেন শ্রমমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী। পদাধিকারবলে সহসভাপতি থাকবেন দুজন। এর একজন শ্রমসচিব, অন্যজন বিজিএমইএ সভাপতি। এ ছাড়া বিজিএমইএর তরফ থেকে দুজন সাধারণ সদস্য এবং বিকেএমইএর তরফ থেকে থাকবেন দুজন সদস্য। শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে থাকবেন অন্য দুই সদস্য। আর ঊর্ধ্বতন আরেক সরকারি কর্মকর্তা থাকবেন পরিচালনা বোর্ডের সদস্যসচিব। বোর্ড গঠনের দিন থেকে পরবর্তী তিন বছর থাকবে এর মেয়াদ।

বিজিএমইএ সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু কালের কণ্ঠকে বলেন, শ্রমিকদের ইনস্যুরেন্স ও চাকরির নিশ্চয়তার পাশাপাশি শ্রমিক কল্যাণ ফান্ডে শিল্পের মোট রপ্তানির ০.০৩ শতাংশ জমার বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে লাভবান হবে শ্রমিকরা। এক বছরের হিসাবে এ ফান্ডে জমবে প্রায় ৮০ কোটি টাকা। এ টাকা শুধু শ্রমিকদের কল্যাণেই ব্যয় করা হবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের জন্য যে দুই লাখ টাকার ইনস্যুরেন্স করা হয়েছে তা পেতে অনেক সময় লাগবে। কেউ যদি দুর্ঘটনায় মারা যায় তাহলে শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড থেকে তা শ্রমিকদের স্বজনদের দেওয়া হবে। প্রতিবছর ফান্ডের এ টাকা বাড়তেই থাকবে। জানা যায়, এই তহবিলের অর্থ থেকে শ্রমিকরা তিনভাবে সুবিধা পাবে। একটি থাকবে আপৎকালীন সুবিধা। হঠাৎ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে এই ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কল্যাণ ফান্ড। অসুস্থতাজনিত কারণে কোনো শ্রমিক মারা গেলে এই ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হবে। তৃতীয়টি হচ্ছে সুবিধাভোগী ফান্ড। কোনো শ্রমিক গুরুতর অসুস্থ হলে এই ফান্ড থেকে তাকে টাকা দেওয়া হবে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারা গেলে শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা পাবে তিন লাখ টাকা। কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে দেওয়া হবে দুই লাখ টাকা এবং গুরুতর অসুস্থ শ্রমিককে দেওয়া হবে এক লাখ টাকা। এ ছাড়া শ্রমিক কল্যাণ ফান্ডের অর্থ দিয়ে শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি, হাসপাতাল নির্মাণসহ অন্যান্য সামাজিক কাজেও ব্যয় করা হবে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রম মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত একটি চিঠি পাঠানো হয় বিজিএমইএতে।

বিজিএমইএ সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের চিঠি পাওয়ার দুই দিন পরই আমরা বিজিএমইএর প্রতিনিধির নাম চূড়ান্ত করে পাঠিয়ে দিয়েছি। সব পক্ষ তাদের প্রতিনিধির নাম চূড়ান্ত করে পাঠিয়ে দিলে দ্রুতই তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হবে। বোর্ড গঠনের পর সরকার গেজেট প্রকাশ করবে।'

**কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারা গেলে ৩ লাখ টাকা**

## ক্যাসিও ঘড়ি বাজারজাত করছে কল্লোল গ্রুপ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

বিশ্বখ্যাত ক্যাসিও কম্পানির সব


BASHUNDHARA GROUP

কিচেন ক্লিয়ার তো?

কালের কণ্ঠ
০৬/০২/২০১৩

প্রদর্শনী উৎসবে অর্থমন্ত্রী

# মসলিনের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে

প্রতিবেদক ▷

মসলিনের হারানো গৌরব আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে নিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল মুহিত। তিনি বলেন, ষকতার অভাব, মসলিন তৈরি নের ওপর ব্রিটিশ সরকার নানা কতা তৈরি করার ফলে এই ণ শিল্পটি হারিয়ে যায়। তবে াগ গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে র হারানো গৌরব উদ্ধার করা

শুক্রবার রাংলাদেশ জাতীয় মিলনায়তনে আয়োজিত প্রদর্শনী ও মসলিন বন উৎসব'-এর উদ্বোধনী প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথা জানান। বাংলাদেশ জাদুঘর, দৃক পিকচার ও ব্র্যাক (আড়ং) যৌথভাবে র আয়োজন করে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পরে মসলিন উৎসব দুটি ডাকটিকিটও অবমুক্ত ন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী মান নূর। অনুষ্ঠানে স্বাগত দেন সংস্কৃতিবিষয়ক র সচিব আকতারী অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চার লাইব্রেরি লিমিটেডের র্বাহী সাইফুল ইসলাম, ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট র সিনিয়র কিউরেটর রোজ ল, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের রিচালক তামারা আলী। জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ দুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি এম আজিজুর রহমান।

উদ্বোধনী ভাষণে আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, 'প্রাচীন বস্ত্র মসলিন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প। বাংলার মসলিনের সঙ্গে আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তরুণ বয়সে বলধা গার্ডেনের জাদুঘরে ও ঢাকা জাদুঘরে মসলিন দেখেছি এবং তখন বনেদি পরিবারের বিয়েতে বরকে মসলিনের পাগড়ি পরানো হতো।' মসলিন ধ্বংসের পেছনে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের যে ভূমিকা ছিল তাঁর বক্তব্যে তা উঠে আসে।

আসাদুজ্জামান নূর বলেন, 'এই মাস ভাষার মাস, এই মাসেই আমাদের মসলিনের হারানো গৌরব পুনরুজ্জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মাসব্যাপী প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালার উদ্বোধন করা হচ্ছে। মসলিনকে বাংলাদেশের জাতীয় গৌরব হিসেবে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপের ক্ষেত্রে এই প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আকতারী মমতাজ বলেন, 'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক ও ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে ঢাকাই মসলিনের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা আমাদের মসলিনকে বিশ্বের কাছে নতুন করে তুলে ধরবে। মসলিন পুনরুজ্জীবন কর্মসূচিতে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত রয়েছে।'

জাতীয় জাদুঘরে গতকাল শুরু হওয়া মসলিন উৎসবে স্টল ঘুরে দেখছেন অর্থমন্ত্রী ও সংস্কৃতিমন্ত্রী। ছবি : কালের ক

রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে শুরু হয়েছে মসলিন উৎসব। এতে প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরনের পোশাক ঘুরে দেখছেন উৎসুক দর্শনার্থীরা। গতকালের ছবি ● প্রথম আলো

# মসলিনের পুনরুজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

যেন কোনো এক প্রাচীন গুহা। বাইরে ওপর থেকে নিচে নেমে গেছে সারি সারি পাকানো সুতা। এক পাশে মসলিনের তুলা ফুটি কার্পাসের একটি গাছ। গুহার ভেতরে দেয়ালজুড়ে মসলিনের নানা গল্প।

জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিটি দেখতে এখন গুহার মতোই। প্রস্তরযুগের গুহাচিত্রের মতোই এর দেয়ালে শোভা পাচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে এখন পর্যন্ত মসলিনের ধারাবাহিক ইতিহাস। দৃক গ্যালারি, আড়ং ও জাতীয় জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে গতকাল শুক্রবার থেকে সেখানে শুরু হওয়া মসলিন উৎসবের মূল আকর্ষণ এ প্রদর্শনী, যার নাম 'মসলিন পুনরুজ্জীবন'।

ছেলেবেলা থেকেই মসলিনের নানা কিংবদন্তি শুনে শুনে বাঙালির মনে যে আফসোস, প্রদর্শনীটি দেখার পর সম্ভবত সেটি আর থাকবে না। কেননা, দুই বছরের প্রচেষ্টার পর দৃকের নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হক মনে করছেন, ঢাকাই মসলিনের খুব কাছাকাছি কাপড় তৈরি করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। প্রদর্শনীতে আছে দৃক-বেঙ্গল মসলিন দলের বোনা নতুন মসলিন কাপড়।

প্রদর্শনী থেকেই জানা গেল, প্রথম দিকে ভারতবর্ষের রাজপরিবারগুলো ব্যবহার করত এই দামি কাপড়। পরে অটোমান ও মোগল সাম্রাজ্যেও এর কদর ছড়িয়ে পড়ে। মসলিন রপ্তানি হতো বার্মা, আফগানিস্তান, চীন, ফিলিপাইন, সুমাত্রা, ইরান, ইতালিতেও। কিন্তু একসময় নানা কারণে হারিয়ে যায় বাংলার মসলিন।

প্রদর্শনীটির কিউরেটর এ এস এম রেজাউর রহমান। সবার জন্য উন্মুক্ত প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত।

এ ছাড়া আজ আহসান মঞ্জিলে হবে মসলিন-বিষয়ক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। দেশি-বিদেশি আমন্ত্রিত অতিথিরাই এটি উপভোগ করতে পারবেন। আগামীকাল জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে দিনব্যাপী হবে মসলিন নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার। পরদিন বিদেশি অতিথিরা যাবেন পানাম নগর ও সোনারগাঁয়ে। ঘুরবেন সেসব গ্রামে, যেখানে জামদানি কারিগরেরা থাকেন। মসলিনের অনেক রকম সংস্করণগুলোর মধ্যে একমাত্র জামদানিই এখনো টিকে আছে।

গতকাল জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, সংস্কৃতিসচিব আকতারী মমতাজ, জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এম আজিজুর রহমান, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল, ব্র্যাকের জ্যেষ্ঠ পরিচালক তামারা আবেদ ও দৃকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হক।

অনুষ্ঠানে সাইফুল হকের গবেষণাধর্মী প্রকাশনা *মসলিন, আওয়ার স্টোরির* মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ ছাড়া ৪৫ মিনিটের *লিজেন্ড অব দ্য লুম* প্রামাণ্যচিত্রের

প্রথম আলো
০৬/০২/২০১৬

সকালের খবর
০৬/০২/২০১৬.

# জাদুঘরে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব

জস্ব ... বেদক ■

তীয় জাদুঘরে গতকাল বিকেলে
রু হয়েছে মাসব্যাপী মসলিন
ৎসব। উৎসবে রয়েছে প্রদর্শনী,
সলিন পুনরুজ্জীবন নিয়ে
মিনার, ফ্যাশন শো ও গ্রন্থ
কাশসহ নানা আয়োজন।
ংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়
ৗথভাবে এই উৎসবের আয়োজন
রেছে দৃক, জাতীয় জাদুঘর।
ৎসবের বিশেষ পার্টনার আড়ং।

জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে
ৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান
তিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল
ল আবদুল মুহিত। তিনি বলেন,
মামরা শৈশবে মসলিন নিয়ে
না গল্প শুনেছি। আমাদের
টবেলায় মসলিনের বিয়ের
গাড়ি ব্যবহৃত হতো। ১৯৫২
লে মসলিনের সঙ্গে আমার
ক্ষুষ পরিচয়। মসলিন ঢাকার
ম্পদ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের
লে ...তিহ্যবাহী মসলিন আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মসলিন
নর...র যে চেষ্টা সম্প্রতি শুরু হয়েছে, আমি এর সাফল্য কামনা
রি।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আকতারী
মতাজ, দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের
নিয়র ডিরেক্টর তামারা আবেদ, যুক্তরাজ্যের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড
্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল প্রমুখ।
সভাপতি ছিলেন জাতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এম
আজিজুর রহমান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল মসলিন নিয়ে একটি স্লাইড
প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণের পাশাপাশি ছিল নতুন
পর্যায়ে মসলিন নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত তাঁতিদেরকে সম্মাননা। আবুল
হোসাইন, নূর মোহাম্মদ, আকলিমা বেগম, জোবেদা, জোহরা, জিনাতুন
ও আল আমিনকে তাঁ
হিসেবে সম্মাননা দেওয়া হয়
এ ছাড়া এই উৎসব উপলক্ষ
দুটি স্মারক ডাকটিকেট, ১
টাকা মূল্যের একটি উদ্বোধ
খাম এবং ৫ টাকা মূল্যে
একটি ডেটা কার্ড প্রকাশি
হয়েছে। অতিথিদের নি
স্মারক ডাকটিকেট উন্মোচ
করেন অর্থমন্ত্রী। এ সম
উপস্থিত ছিলেন ডা
বিভাগের অতিরি
মহাপরিচালক (ডাক সার্ভিস
হাওলাদার মো. গিয়াসউদ্দি
এবং পরিচালক (স্ট্যাম্পস
মো. মুনছুর রহমান মোল্লা
এ ছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠা
দৃক থেকে প্রকাশিত মসলি
বিষয়ক গবেষণাধর্মী গ্র
'মসলিন, আওয়ার স্টোরি' এ
মোড়ক উন্মোচিত হয়।

জাদুঘরের নলিনীকা
ভট্টশালী গ্যালারিতে চলছে এই প্রদর্শনী। এতে রয়েছে দৃক বেঙ্গ
মসলিন টিমের বয়ন করা 'আধুনিক মসলিন' শাড়ি। আজ উৎসবে
অংশ হিসেবে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হবে 'মসলিন নাইট'। এ
মসলিনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান দেখানো হবে সাংস্কৃতি
আয়োজনের মাধ্যমে। থাকবে নৃত্যনাট্য এবং ফ্যাশন শো
মাসব্যাপী এই উৎসব সমাপ্ত হবে ৪ মার্চ।



রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে মসলিন প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা —সকালের খবর

সংবাদ
০৬/০২/২০১৬

# মাসব্যাপী মসলিন প্রদর্শনী শুরু

সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক

বিলুপ্ত মসলিনকে আবারও বাংলার মাটিতে ফিরিয়ে আনতে জাতীয় জাদুঘরে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব। জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লিমিটেড ও ব্র্যাকের (আড়ং) যৌথ আয়োজনে গতকাল জাদুঘরের নিচতলায় নলিনী কান্ত ভট্টশালী হলে এ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি উৎসব উপলক্ষে দুটি ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন এবং মাসব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি সচিব আকতারী মমতাজ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী সাইফুল ইসলাম, লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর রোজ মেরি ক্রিল, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের সিনিয়র পরিচালক তামারা আলী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের সভাপতি এম আজিজুর রহমান।

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রাচীন বস্ত্র মসলিন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প। বাংলার মসলিনের সাথে আমার শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। স্মৃতিচারণে তিনি জানান, তরুণ বয়সে বলধা গার্ডেনেরর জাদুঘরে ও ঢাকা জাদুঘরে মসলিন দেখেছেন এবং তখন বনেদি পরিবারের বিয়েতে বরকে

মসলিন : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

## মসলিন : প্রদর্শনী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মসলিনের পাগড়ি পড়ানো হতো। মসলিন ধ্বংসের পেছনে ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের যে ভূমিকা ছিল তার বক্তব্যে সে বিষয়টিও উঠে আসে।

তিনি বলেন, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, মসলিন তৈরি এবং রপ্তানির ওপর ব্রিটিশ সরকার নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার ফলে এই অসাধারণ শিল্পটি হারিয়ে যায়। তবে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে মসলিনের হারানো গৌরব উদ্ধার করা যাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, এই মাস ভাষার মাস, এই মাসেই আমাদের মসলিনের হারানো গৌরব পুনরুজ্জীবনের জন্য এ মাসেই গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মাসব্যাপী প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালার উদ্বোধন করা হচ্ছে। মসলিনকে বাংলাদেশের জাতীয় গৌরব হিসেবে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পদক্ষেপ হিসেবে মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয় জাদুঘরে মসলিন প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী —সংবাদ

EVENT

# The revival of muslin

What is muslin? The fables of the ancient times when Roman ladies would clad their bodies with this finely woven fabric only tell us how muslin was treasured worldwide but it tells us little about how muslin is like. The Chinese explorers who have come in contact with the white piece of finesse have tried to explain muslin by comparing it to the mist of dawn. However, we have only heard of the incredible feeling of running one's fingers over a muslin sari for the art of weaving muslin was lost during the British reign.

The prized possession of the royalties and the aristocracy, the witness of the veils of time was suddenly gone when the fabric of the industrial revolution felt threatened by the fame of the hand woven muslin.

The magical weavers of muslin on the bank of Meghna, the only place where the special cotton for muslin could be grown, were tortured to a stop. The Phuti Karpas went extinct and all hopes of leaving a piece of muslin for the generations to come seemed to disappear; until now.

Drik, with its extensive research of two years on the re-weaving of muslin; Aarong, with its zeal to keep alive the lone survivor of the muslin weaving era, and The National Museum have come together to fight against the oblivion and to revive our glorious past of exquisite weaving.

Friday, February 5, was the celebration of the achievement of this partnership. Together with thousands of artisans who still dream of the mastery of their ancestors, they have recreated the fabled muslin and opened it for the yearning eyes.

The opening ceremony of Muslin Festival 2016 was a testament to our glorious past. Honourable Finance Minister, Abul Maal Abdul Muhith as the chief guest; Asaduzzaman Noor, Honourable Cultural Minister as the special guest; Aktari Mumtaz, Cultural Affairs Secretary; M Azizur Rahman, Chairman of the Board of Trustees, Bangladesh National Museum; Saiful Islam, CEO of Drik; Tamara Abed, Senior Director, Brac Enterprise and Rosemary Crill, Senior Curator, Victoria and Albert Museum were present at the inauguration.

The program started with a trailer of the 45-min film "Legend of the Loom" by Drik. Reminiscence of the magic of muslin and the will to reclaim it as our proud culture was the theme of the day. A book titled "Muslin. Our Story" was launched on the occasion. Five and ten taka stamps commemorating the story of muslin were issued by the Bangladesh Post Office.

The artisans who worked to weave the new muslin were also honoured on the event.

As part of the festival, the distinguished guests opened a month long exhibition titled "Muslin Revival" at the Nalinikanta Bhattashali Galley, Bangladesh National Museum. It is a unique celebration of culture in that the exhibition appeals not only to the eyes but to all of the senses. It starts by leading you through the woven history of muslin and ends with engulfing you into the roots of magic.

The exhibition showcases real muslin artifacts and the new muslin woven by the weavers of Drik muslin team. Modern dresses designed with the new muslin by designers Aneeth Arora, Darshan Shah, Humaira Khan, Kuhu Plamondon, Lucky Hossain, Rezia Wahid, Roxana Mariam, Saif Osmani, Santanu Das, Soumitra Mondal, and Tenzing Chakma are also highlighted in the gallery.

Curated by ASM Rezaur Rahman, the exhibition is already a hit among the numerous visitors who were elated by the sensory experience.

Muslin Festival 2016 is supported by the Ministry of Cultural Affairs and organised by Drik and Bangladesh National Museum in partnership with Aarong. A cultural show at Ahsan Manzil on February 6 and a day-long discussion at Bangladesh National Museum on February 7 were also arranged as parts of the festival.

Exhibition: Muslin Revival

Date: February 5- March 3

Time: (Sat-Wed) 9.30am to 4.30pm; (Friday) 2.30pm- 7.30pm; (closed on Thursdays)

Venue: Nalinikanta Bhattashali Gallery, Bangladesh National Museum

**By Afsin Ahmed**

The Daily Star 09/02/2016.

# Mastercraftsperson Awards at Dhanmondi

Bangladesh is world renowned for the quality of its handicrafts. Artists across the country are responsible for some of the most beautiful works of art that are reflective of Bangladesh and its rich heritage and culture. Many a times some of these hard working artist and craftsmen come to be unrecognized. Since 2010, the National Arts of Council of Bangladesh, as well as the Bengal Foundation has sought to celebrate these achievements by organizsng the Mastercraftsperson Awards and Crafts Fair.

The people who attended the fair were greeted by rich colours and brilliant pieces. The variety and sheer excellence of the craftsman[illegible] involved in the production wa[illegible]riking. Sculptures made of wood and bamboo with rich vibrant hues were showcased along with immaculate hand woven lungis, beautifully brocaded saris and shawls. There was also a fantastic collection of unique ornaments made out of conch shell, Styrofoam, porcelain as well as beautiful bags made of 'taa[illegible]' which showcased the endless crea[illegible]ty of these master craftsmen.

The event ran from February 5 to February 8. The Zainul Abedin Prize for Taant Shilpo went to Rajjak. Potua Kamrul Hasan Prize for Shonkho Shilpi went to Onup Nag while Nitto Malakar picked up the Rashid Chowdhury Prize. The Tofael Ahmed Prize went to Rani Pal. All of the winners also got a cash prize of Tk50,000.

inance Minister AMA Muhith (2nd from left), Cultural Affairs Minister for Asaduzzaman Noor (left), with other guests watch art work at Muslin Festival
t Kabi Sufia Kamal Auditorium of Bangladesh National Museum in the capital yesterday.

INDEPENDENT PHOTO

The Independent

06/02/2016

# Month-long Muslin Festival begins at National Museum

FESTIVAL

DL REPORTER

The month-long Muslin Festival 2016 began yesterday at the main auditorium of Bangladesh National Museum in the city's Shahbag area. Finance Minister Abul Maal Muhith was present as the Chief Guest and Cultural Affairs Minister Asaduzzzaman Noor was the special guest at the inauguration; Cultural Affairs Secretary Aktari Mumtaz; Chairman of the Board of Trustees, Bangladesh National Museum M Azizur Rahman; CEO of Drik, Saiful islam; Senior Director, BRAC Enterprise, Tamara Abed and Senior Curator, Victoria and Albert Museum, Rosemary Crill were present during the inauguration. The exhibition has been curated by ASM Rezaur Rahman.

A trailer of the 45-min film 'Legend of the Loom' by Drik was released during the opening of the festival. 'Muslin. Our Story', a book was also launched during the opening.

Cultural Affairs Minister Asaduzzaman Noor said, "Drik has taken the initiative of researching the story of muslin and our country's linkage to its rich history, its current status and also future possibilities. Information and artefacts, many lost over time, have been uncovered and the Ministry of Culture has given its full support to this initiative. Through the Ministry's active guidance, a partnership has been established between Drik and the Bangladesh National Museum to raise awareness amongst the public and to drive further research into this area of enormous cultural significance."

Abul Maal Muhith praised the initiative and wished success for the initiative.

He urged the young generation to be a part of the event to know more about the rich heritage of Bangladesh.

As parts of the festival, a special cultural evening has been designed to be conducted at Ahsan Manzil today, where muslin's past, present and future will be displayed through a cultural show; and a day-long discussion session will be held tomorrow at Kabi Sufia Kamal Auditorium, Bangladesh National Museum as a part of this festival.

Muslin Festival 2016 is supported by the Ministry of Cultural Affairs and organised by Drik and Bangladesh National Museum in partnership with Aarong. The festival has been designed with a range of activities throughout the month till March 3.

PHOTOS: JAKI ZAMAN

# MUSLIN NIGHT

# 06-02-2016

প্রথম আলো
০৭/০২/২০১৬

# মসলিনের ইন্দ্রজাল ছড়াল মুগ্ধতা

প্রণব ভৌমিক

সুইডিশ রানি জোসেফিন। মসলিন ছাড়া কোনো পোশাকই তাঁর মনে ধরত না। তাই রাজার কাছে বারবার চাইতেন মসলিন। তাঁর সংগ্রহে ছিল প্রায় ১০০ মসলিন পোশাক। সেই মসলিন, যা পানিতে রাখলে পানিতে মেলায়। ডাঙায় রাখলে পিঁপড়া টেনে নিয়ে যায়।

দৃক গ্যালারি, আড়ং ও জাতীয় জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে শুক্রবার থেকে আয়োজিত হচ্ছে মসলিন উৎসব। এ উপলক্ষে গতকাল রাতে আহসান মঞ্জিলে নিমন্ত্রিত দেশি-বিদেশি অতিথিদের জন্য আয়োজিত হয় 'মসলিন নাইট'। সেখানেই সাইমন জাকারিয়ার চিত্রনাট্য ও নৃত্যদল সাধনার পরিবেশনায় দেখানো হয় গীতিনৃত্যনাট্য *হাওয়ায় ইন্দ্রজাল*।

একটি দৃশ্যে জানা গেল রানি জোসেফিনের এমন মসলিনপ্রীতির কথা। অটোমান, রোমান, মোগল রাজাদের কাছে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী মসলিন কীভাবে হারিয়ে গেল, সেটিও গল্পে গল্পে দেখানো হলো এখানে। মসলিনের রাত শুরু হয় মসলিন নিয়ে নির্মিত *লিজেন্ড অব দ্য লুম* প্রামাণ্যচিত্রের ট্রেলার দেখানোর মধ্য দিয়ে। দেখানো হয় মসলিন নিয়ে আলো ও লেজারের প্রদর্শনী।

এরপর মঞ্চে উঠে মসলিন নিয়ে নিজেদের শোনা নানা কথা বলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। দৃকের নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বললেন, কীভাবে দুই বছরের প্রচেষ্টায় আয়োজিত হচ্ছে এই উৎসব।

নৃত্যনাট্যের শেষ হতে না-হতেই শুরু হয় ফ্যাশন শো, আড়ংয়ের জামদানি নিয়ে। এরপর বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ১২ জন ফ্যাশন ডিজাইনারের ডিজাইন করা মসলিন শাড়ি ও কামিজ পরে মঞ্চে আসেন র‍্যাম্প মডেলরা। এখানে ছিল দৃক-বেঙ্গল মসলিন দলের বোনা মসলিন শাড়ি। ফ্যাশন শোটির কোরিওগ্রাফ করেছেন আজরা মাহমুদ।

৩ মার্চ পর্যন্ত আয়োজিত এই উৎসব আয়োজনে সহযোগিতা করছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়। উৎসবের অংশ হিসেবে আজ সারা দিন জাতীয় জাদুঘরে হবে মসলিনবিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

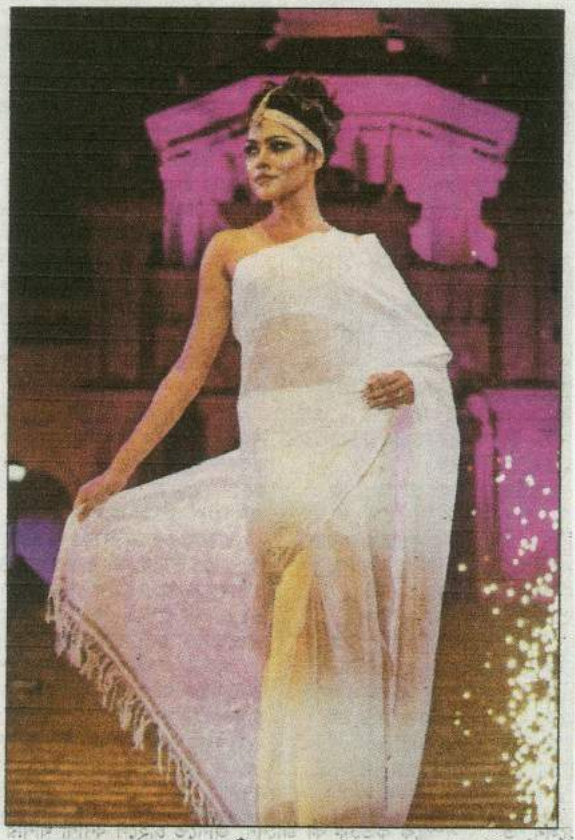

পুরান ঢাকার আহসান মঞ্জিলে গতকাল সন্ধ্যায় মসলিন উৎসব ২০১৬-তে ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয় ● প্রথম আলো

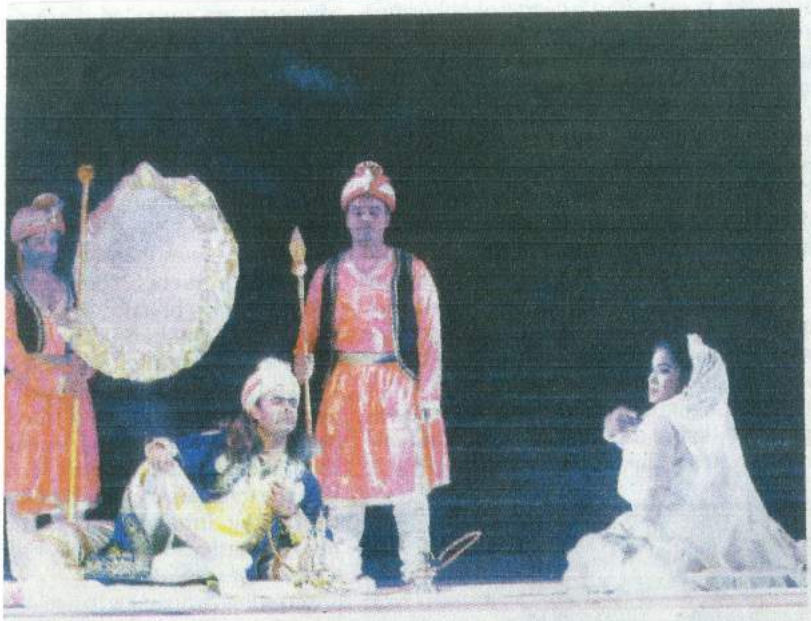

# 'Muslin Night' inspires hope to revive long lost glory

NAZIR HOSSAIN

FESTIVAL

Ignoring the bite of a winter evening under the open sky, everyone was gathered at the premises of legendary Ahsan Manzil of Old Dhaka to be a part of a captivating event titled 'Muslin Night' on Saturday. The show, as a part of ongoing month-long 'Muslin Festival 2016', was designed to remind the on... glory of Muslin—once a prestigious heritage of Bengal which declined with the establishment of the East India Company's monopoly over the trade of Bengal. After the battle of Palashi (1757), the trade of other European companies and traders belonging to other nationals practically came to a stop.

Organised by Drik and Bangladesh National Museum, in partnership with Aarong and supported by the Ministry of Cultural Affairs, the event, especially 'Muslin Night', had become the talk of the town since it was announced to be held.

Saturday's 'Muslin Night' kicked off with a series of speeches by Rashed Khan Menon, minister for civil aviation and tourism, Sayeed Khokon, mayor of Dhaka South City Corporation, Faizul Latif Chowdhury, director general of Bangladesh National Museum, Gowher Rizvi, foreign affairs adviser to the Prime Minister and Saiful Islam, CEO of Drik. Each and everyone appreciated the outstanding initiative and extended their support with the hope that Muslin can make a comeback as a trendy and popular designer's choice once again.

PHOTOS: JAKI ZAMAN

Then, a laser-light visual presentation on the history of Muslin was displayed, which was followed by a dance-drama titled 'Haow ay Indrojaal' to show the rise and fall of Muslin. The dance-drama was presented by Lubna Marium and her dance troupe Shadhon... was scripted by Saymon Za... directed by Sabbir Ahmed...

Finally, a dazzling fashio... was held displaying curren... styles and design, along wi... Muslin', dresses made by 1... designers from the UK, Ind... Bangladesh.

Earlier on February 5, a ... long 'Muslin Festival 2016' ... the Bangladesh National M... the city's Shahbag area.

Muslin project is organi... investigate the potential o... Muslin production and ex... this sought for textile of th... can integrate with contem... clothing designs. The festi... focuses to tell the story of ... Muslin, the fabled fabric o... its unique history and cor... through a series of events ... activities. The festival's ai... recreate the story of this l... textile that was used by W... Mughal courts, raise awa... its rich heritage and the d... impact it had upon the w... terms of textile artistry ar... trade.

The festival has been d... with a range of activities ... the month till March 3.

# Shadhona brings dance drama on muslin

Showtime Desk

A distinctive dance production on muslin, *Hawaye Indrojal*, will be performed today at the Ahsan Manzil ay 6pm the capital as part of Muslin Festival 2016 at 6pm. Although the performance is confined to selected guests only, it will be aired on Channel i.

Performed by the dancers of Shadhona, *Hawaye Indrojal* is a story based on the extraordinary history of muslin weaving in Bangladesh (previously East Bengal) and is related by the creative artisans themselves. Commencing from the unique conditions that fostered the cultivation of this special cotton, the story weaves its way through the centuries when muslin captured the imagination of royalty across the world. Alongside depicting the glory of muslin, the production also sheds light on the exploitation of the crafts; the effects of the colonising forces which lead to decline of the industry.

Choreographed by Shabbir Ahmed Khan, this unique piece of dance production wrapped up under the artistic direction of Lubna Marium. Written by Saymon Zakaria and theatrically directed by Shamim Hasan, the production's music is arranged by Nirjher Chowdhury and Rokon Emon while Anusheh Anadil, Nadia Dora, Dunia and Liton lent their voices.

## REVIVING A DYING ART

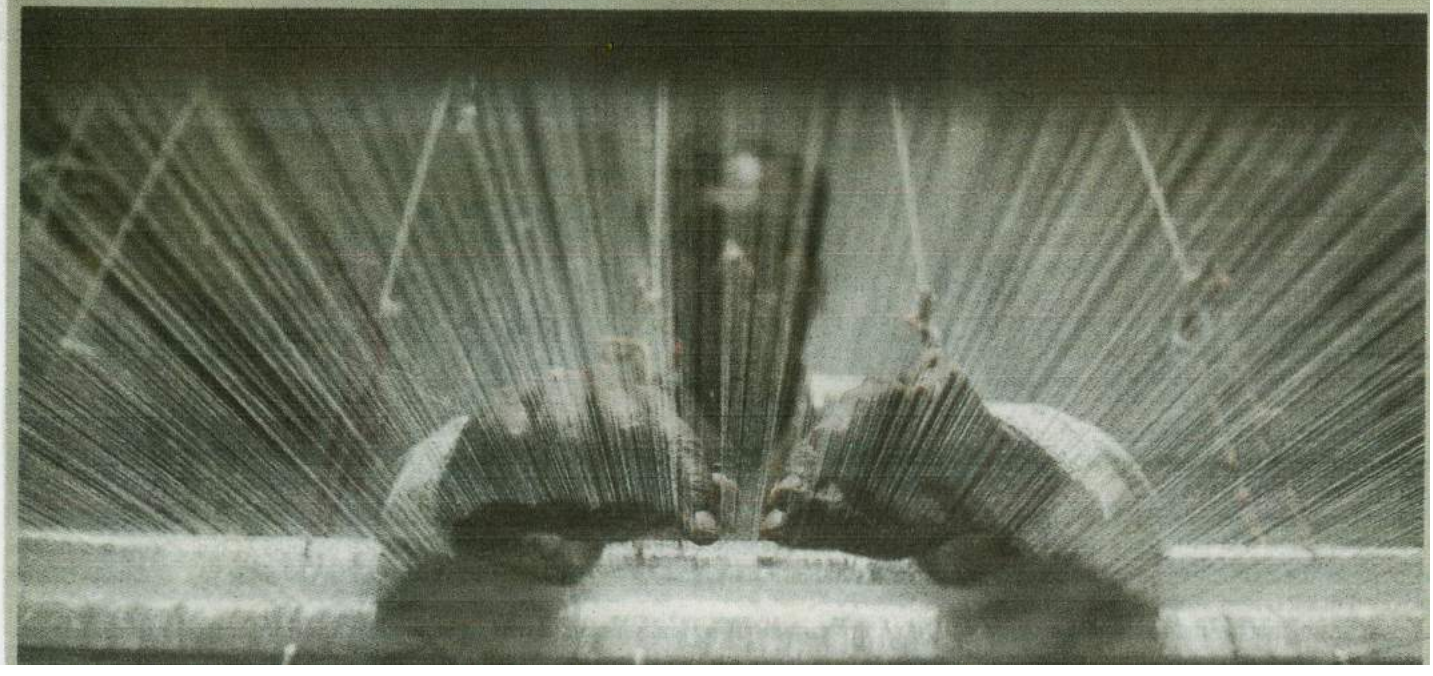

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

রবিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ২৪ মাঘ ১৪২২, ২৬ রবিউস সানি ১৪৩৭

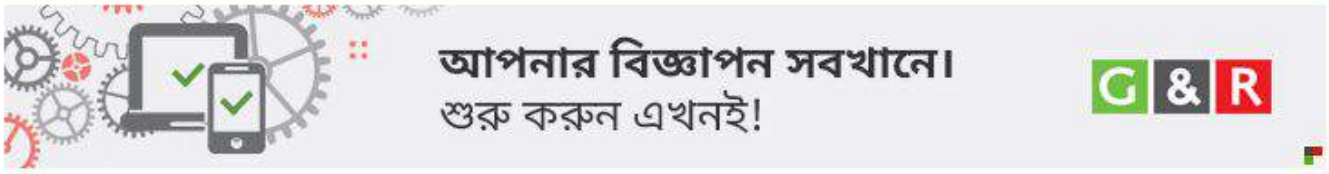









# বুড়িগঙ্গা তীরে মসলিন পুনর্জাগরণের গল্প

g ইত্তেফাক রিপোর্ট ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ ইং

গর্বে বুক ভরে ওঠে, আবার তখুনি মন খারাপ হয়ে যায়। আমাদের অহঙ্কারের মসলিন আজ বাংলাদেশে নেই। হারিয়ে গেছে ব্রিটিশ বেনিয়াদের আক্রোশ আর অযত্ন, অবহেলায়। সেই গৌরবের মসলিনকে আবারো নতুন করে জাগিয়ে তুলবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শনিবার শীতের রাতে পুরনো ঢাকার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হলো মসলিন নাইট। বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষা ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলের সিঁড়ির নিচে সাজানো হয় মসলিন পুনর্জাগরণ পরিবেশনার মঞ্চটি।


Check the address for typing errors such as ww.example.com instead of www.example.com

If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.

If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.

Try Again


নৃত্যনাট্য ও ফ্যাশন শোর সঙ্গে আলো ও শব্দের প্রক্ষেপণে বর্ণিল অনুষ্ঠানটি যেন রূপ নেয় হারানো মসলিনের নতুন গল্পে। এতে অংশ নেন বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ১২ জন ডিজাইনার। আয়োজনটিতে শৈল্পিকভাবে তুলে ধরা হলো বিশেষ এই বস্ত্রশিল্পটির অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা। মসলিনের নবজাগণের প্রত্যাশায় অসাধারণ এ অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে দৃক, জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং।

তিন ভাগে বিভক্ত পরিবেশনা পর্বের সূচনা হয় আলোকরশ্মির আশ্রয়ে মসলিন বোনার গল্প দিয়ে। প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হয়, কেমন করে ফুটি কার্পাস গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে তৈরি হত মসলিন। আলোর খেলা শেষে উপস্থাপিত হয় নৃত্যনাট্য। মসলিনের ইতিহাস ও অজানা গল্প ফুটে ওঠে ‘হাওয়ায় ইন্দ্রজাল’ শীর্ষক নৃত্যনাট্যে। উপস্থাপন করে লুবনা মরিয়মের দল সাধনা। সাইমন জাকারিয়ার চিত্রনাট্যে পরিচালনায় ছিলেন সাব্বির আহমদে খান । শিল্পীদের মুদ্রায় উঠে আসে মসলিনের বয়নশিল্পীদের সেই সুখময় অতীত।  এরপর যেন নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। আসে বেনিয়া। থমকে যায় মসলিনের অগ্রযাত্রা। নাচ শেষে খোলা আকাশের নিচে সমাগত দর্শককে যেন উদ্দীপ্ত করে ফ্যাশন শোটি। র‍্যাম্পে মসলিনের ভবিষ্যত্ ফ্যাশন মেলে ধরেন বাংলাদেশের রোকসানা সালাম, কুহু প্লামনডন, হুমায়রা খান ও তেনজিং চাকমা। যুক্তরাজ্যের প্রবাসী মডেলদের মধ্যে ছিলেন রেজিয়া ওয়াহেদ, সাইফ ওসমানী,  লাকী হোসেন এবং মসলিন ট্রাস্ট নামের প্রতিষ্ঠান। ভারতের মডেলদের  মধ্যে র‍্যাম্পে অংশ নেন শান্তনু দাশ, অনীখ আরোরা, সৌমিত্র মণ্ডল ও দর্শন শাহ। ফ্যাশন শোটির  কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন আজরা মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। আলোচনায় অংশ নেন দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের জ্যেষ্ঠ পরিচালক তামারা আবেদ ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানটির দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও দেশি-বিদেশি অতিথিরা।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha



## আহসান মঞ্জিলে মসলিন নাইট

প্রকাশিত : ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

মনোয়ার হোসেন ॥ এক সময় বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছিল ঢাকাই মসলিন। বাংলার বয়নশিল্পীদের নির্মিত এই সূক্ষ্ম ও মসৃণ কাপড়টির আভিজাত্যে মুগ্ধ ছিল পুরো পৃথিবী। পরবর্তীতে নানা প্রতিবন্ধকতায় গৌরবের এই ইতিহাসটি ক্রমশ ধাবিত হয় বিস্মৃতির পথে। বাংলার মসলিন হারিয়ে যায় সুদূরে। হারানো সেই গৌরব ফিরিয়ে আনার কথাটিই বলা হলো আয়োজনজুড়ে। ঐতিহাসিক স্থাপনা আহসান মঞ্জিলে হয়ে গেল মসলিন পুনরুজ্জীবনের বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার শীতের রাতে শৈল্পিকভাবে তুলে ধরা হলো বিশেষ এই বস্ত্রশিল্পটির অতীত-বর্তমান ও ভবিষতের কথা। মসলিন নাইট শীর্ষক হৃদয়গ্রাহী আয়োজনটি সাজানো হয় নৃত্যনাট্য ও ফ্যাশন শোর সম্মিলনে। আলো ও শব্দের প্রক্ষেপণে বর্ণিল অনুষ্ঠানটি যেন রূপ নেয় হারানো দিনের নতুন গল্পে। এতে অংশ নেন বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ১২ জন ডিজাইনার। মসলিনের নবজাগরণের প্রত্যাশায় অসাধারণ এ অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে দৃক, জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং।

বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষা ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভবন আহসান মঞ্জিলের সিঁড়ির নিচে সাজানো হয় মুসলিম পুনর্জাগরণের পরিবেশনার মঞ্চটি। তিন ভাগে বিভক্ত পরিবেশনা পর্বের সূচনা হয় আলোকরশ্মির আশ্রয়ে মসলিন বোনার গল্প দিয়ে। প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হয় কেমন করে ফুটি কার্পাস বৃক্ষ থেকে তুলো সংগ্রহ করে তৈরি করে নির্মিত হয় মসলিন। আলোর খেলা শেষে উপস্থাপিত হয় নৃত্যনাট্য। মসলিনের ইতিহাস ও অজানা গল্প ফুটে ওঠে 'হাওয়ায় ইন্দ্রজাল' শীর্ষক নৃত্যনাট্যে। উপস্থাপন করে লুবনা মরিয়মের দল সাধনা। সায়মন জাকারিয়ায় চিত্রনাট্যে পরিচালনায় ছিলেন সাব্বির আহমদে খান। শিল্পীদের মুদ্রায় উঠে আসে মসলিনের বয়নশিল্পীদের সেই সুখময় অতীত। এরপর যেন নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। আসে বেনিয়া। থমকে যায় মসলিনের অগ্রযাত্রা। নাচ শেষে খোলা আকাশের নিচে সমাগত দর্শককে যেন উদ্দীপ্ত করে ফ্যাশন শোটি। র‍্যাম্পে মসলিনের ভবিষ্যত ফ্যাশন মেলে ধরেন বাংলাদেশের রোকসানা সালাম, কুহু প্লামনডন, হুমায়রা খান ও তেনজিং চাকমা। যুক্তরাজ্যের প্রবাসী মডেলদের মধ্যে ছিলেন রেজিয়া ওয়াহেদ, সাইফ ওসমানী, লাকী হোসেন এবং মসলিন ট্রাস্ট নামের প্রতিষ্ঠান। ভারতের মডেলদের মধ্যে র‍্যাম্পে অংশ নেন শান্তনু দাশ, অনীথ আরোরা, সৌমিত্র ম-ল ও দর্শন শাহ। ফ্যাশন শোটির কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন আজরা মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। আলোচনায় অংশ নেন দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্যাক এন্টারপ্রাইজের জ্যেষ্ঠ পরিচালক তামারা আবেদ ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানটিন দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরসহ দেশী-বিদেশী অতিথিরা।

গওহর রিজভী বলেন, আজ রাতে আমরা আমাদের ইতিহাসের একটি মুহূর্তকে স্মরণ করব। মসলিন আবার পুনরুজ্জীবিত হবেÑএ আয়োজনের মাধ্যমে সেই বার্তাটি ছড়িয়ে দেব।

রাশেদ খান মেনন বলেন, এই মসলিন সন্ধ্যা আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করছে। যে মসলিন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সেই মসলিন আবার ফিরে আসছে এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই মসলিন একদিন চীনের সিল্ক রুট দিয়ে রোমে গেছে। মোগল সাম্রাজ্যে এটা উপহারসামগ্রী হিসেবে দেয়া হতো। শিল্প বিপ্লবের পরে মসলিনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা মসলিন বয়নশিল্পীদের হাতের আঙুল কেটে দিয়েছিল। মসলিনের পরিবর্তে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল নীল চাষে। নতুন করে আবার মসলিন ফিরে পাবে তার মর্যাদাটি।

সাঈদ খোকন বলেন, মসলিন নিয়ে অনেক গল্প কথা এবং ইতিহাস শুনেছি। কখনও দেখা হয়নি। এ আয়োজনের মাধ্যমে দেশে মসলিন ফিরে আসলে নতুন প্রজন্মসহ দেশবাসী ঐতিহ্যবাহী মসলিনকে দেখার সুযোগ পাবে।

সাইফুল ইসলাম বলেন, এটা হচ্ছে সেই ভূমি যেখান থেকে আমরা আবার আমাদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা নিয়েছি। এই অঞ্চলের তাঁতীবাজার থেকেই একদিন উৎপাদিত হতো মসলিন।

## তৈরি পোশাকের সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ

——— বাণিজ্যমন্ত্রী

**ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি**

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ তৈরি পোশাকের জন্য সম্ভাবনাময় এক দেশ। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা পোশাক তৈরি ও কিনতে এ দেশে আসুন। আপনাদের জন্য আমাদের দরজা উন্মুক্ত। আপনাদের নিরাপত্তাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। শনিবার ঢাকার ধামরাইয়ের সুতিপাড়া বালিথা বাথুলীয়ায় একেএইচ ইকো অ্যাপারেলস গার্মেন্ট অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। দেশে প্রথমবারের মতো পরিবেশবান্ধব এ পোশাক কারখানার উদ্যোক্তা হলেন লিড গুল্ড সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত শামসুল আলম, মো. দেলোয়ার হোসেন ও আবুল কাশেম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন ঢাকা-২০ (ধামরাই) আসনের সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা এমএ মালেক, ঢাকায় আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেন ব্লুম বার্নিকাট, জাপানের রাষ্ট্রদূত মাসাতু উয়াটারেভি, জার্মানির রাষ্ট্রদূত থমাস প্রিন্স, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত পিয়ারি মেয়াওডেনসহ সাত দেশের রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, বিজিএমইএ'র প্রেসিডেন্ট মো. সিদ্দিকুর রহমান, এফবিসিসিআই'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন, হামীম গ্রুপের চেয়ারম্যান একে আজাদ। অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন একেএইচ গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. দেলোয়ার হোসেন।

## নারী স্বাধীনতা নিশ্চিতে

# আহছান মঞ্জিলে মসলিন নাইট

**সাংস্কৃতিক রিপোর্টার**

বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে মসলিন। এটি আমাদের একান্ত গর্বের সম্পদ। কালের গর্ভে হারাতে বসা মসলিনকে ফিরিয়ে আনতেই মসলিন উৎসবের এ আয়োজন। আর এ উৎসবের অংশ হিসেবেই শনিবার রাতে পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক আহছান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হল 'মসলিন নাইট'। এই আয়োজনে নৃত্যনাট্য, ফ্যাশন শোর সঙ্গে আলো ও শব্দের শৈল্পিকতায় তুলে ধরা হয় মসলিনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা। বর্ণিল অনুষ্ঠানটি যেন রূপ নেয় হারানো দিনের নতুন গল্পে। এতে অংশ নেন বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ১২ জন ডিজাইনার। মসলিনের নবজাগরণের প্রত্যাশায় অসাধারণ এ অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে দৃক, জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং।

**নগর সংস্কৃতি**

এ আয়োজনকে ঘিরে বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষা ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভবন আহছান মঞ্জিলের সিঁড়ির নিচে সাজানো হয় মুসলিম পুনর্জাগরণের পরিবেশনার মঞ্চটি। তিন ভাগে বিভক্ত পরিবেশনা পর্বের সূচনা হয় আলোকরশ্মির আশ্রয়ে মসলিন বোনার গল্প দিয়ে। প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হয় কেমন করে ফুটি কার্পাস বৃক্ষ থেকে তুলা সংগ্রহ করে তৈরি করে নির্মিত হয় মসলিন। আলোর খেলা শেষে উপস্থাপিত হয় নৃত্যনাট্য। মসলিনের ইতিহাস ও অজানা গল্প ফুটে ওঠে 'হাওয়ায় ইন্দ্রজাল' শীর্ষক নৃত্যনাট্যে। এটি উপস্থাপন করে লুবনা মরিয়মের দল সাধনা। সায়মন জাকারিয়ায় চিত্রনাট্যে পরিচালনায় ছিলেন সাব্বির আহমেদ খান। উঠে আসে মসলিনের বয়নশিল্পীদের সেই সুখময় অতীত। এরপর যেন নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। আসে বেনিয়া। থমকে যায় মসলিনের অগ্রযাত্রা। নাচে নাচেই ফুটে ওঠে সব। একটা সময়ে নাচ শেষে খোলা আকাশের নিচে শুরু হয় ফ্যাশন শো। র‍্যাম্পে মসলিনের ভবিষ্যৎ ফ্যাশন মেলে ধরেন বাংলাদেশের রোকসানা সালাম, কুহু গ্লামনডন, হুমায়রা খান ও তেনজিং চাকমা। যুক্তরাজ্যের প্রবাসী মডেলদের মধ্যে ছিলেন রেজিয়া ওয়াহেদ, সাইফ ওসমানী, লাকী হোসেন প্রমুখ। ভারতের মডেলদের মধ্যে র‍্যাম্পে অংশ নেন শান্তনু দাশ, অনীথ আরোরা, সৌমিত্র ও দর্শন শাহ। ফ্যাশন শোটির কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন আজরা মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। আলোচনায় অংশ নেন দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের জ্যেষ্ঠ পরিচালক তামারা আবেদ ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরসহ দেশী-বিদেশী অতিথিরা।

গওহর রিজভী বলেন, আজ রাতে আমরা আমাদের ইতিহাসের একটি মুহূর্তকে স্মরণ করব। মসলিন আবার পুনরুজ্জীবিত হবে— এ আয়োজনের মাধ্যমে সেই বার্তাটি ছড়িয়ে দেব। রাশেদ খান মেনন বলেন, এ মসলিন সন্ধ্যা আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করছে। যে মসলিন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সেই মসলিন আবার ফিরে আসছে এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই মসলিন একদিন চীনের সিল্ক রুট দিয়ে রোমে গেছে। মোগল সাম্রাজ্যে এটা উপহার সামগ্রী হিসেবে দেয়া হতো। শিল্প বিপ্লবের পরে মসলিনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা মসলিন বয়নশিল্পীদের হাতের আঙুল কেটে দিয়েছিল। মসলিনের পরিবর্তে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল নীল চাষে। নতুন করে আবার মসলিন ফিরে পাবে তার মর্যাদাটি। সাঈদ খোকন বলেন, মসলিন নিয়ে অনেক গল্পকথা এবং ইতিহাস শুনেছি। কখনও দেখা হয়নি। এ আয়োজনের মাধ্যমে দেশে মসলিন ফিরে এলে নতুন প্রজন্মসহ দেশবাসী ঐতিহ্যবাহী মসলিনকে দেখার সুযোগ পাবে। সাইফুল ইসলাম বলেন, এটা হচ্ছে সেই ভূমি যেখান থেকে আমরা আবার আমাদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা নিয়েছি। এ অঞ্চলের তাঁতীবাজার থেকেই একদিন উৎপাদিত হতো মসলিন।

আহছান মঞ্জিলে শনিবার মসলিন নাইটে হাওয়ায় ইন্দ্রজাল নামের নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে শিল্পীরা যুগান্তর

যুগান্তর
07/02/2015

# আহসান মঞ্জিলে মসলিনের অতীত থেকে স্বপ্নিল ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিলে গতকাল শনিবার জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো 'মসলিন নাইট'। আলো আর শব্দের শৈল্পিকতায় তুলে ধরা হলো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী এই বস্ত্রশিল্পের অতীত, বর্তমান ও স্বপ্নিল ভবিষ্যতের কথা। নৃত্যনাট্য ও ফ্যাশন শোর বর্ণিল এ আয়োজনে অংশ নেন বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ১২ জন ডিজাইনার। মসলিনের নবজাগরণের প্রত্যাশায় এ অনুষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন করে দৃক, জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং।

বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষা আহসান মঞ্জিলের সিঁড়ির নিচে সাজানো হয় মুসলিম পুনর্জাগরণের পরিবেশনার মঞ্চটি। তিন ভাগে বিভক্ত পরিবেশনা পর্বের সূচনা হয় আলোকরশ্মির আশ্রয়ে মসলিন বোনার গল্প দিয়ে। প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হয় কেমন করে ফুটি কার্পাস বৃক্ষ থেকে তুলা সংগ্রহ করে তৈরি করে মসলিন।

আলোর খেলা শেষে হয় নৃত্যনাট্য। উপস্থাপন করে লুবনা মরিয়মের দল সাধনা। শিল্পীদের মুদ্রায় উঠে আসে মসলিনের বয়নশিল্পীদের সুখময় অতীত। নাচ শেষে ফ্যাশন শো। র‍্যাম্পে মসলিনের ভবিষ্যৎ ফ্যাশন মেলে ধরেন বাংলাদেশের রোকসানা সালাম, কুহু হুমায়রা খান ও তেনজিং চাকমা। যুক্তরাজ্যপ্রবাসী মডেলদের মধ্যে ছিলেন রেজিয়া ওয়াহেদ, সাইফ ওসমানী, লাকী হোসেন এবং মসলিন ট্রাস্ট নামের প্রতিষ্ঠান। ভারতের মডেলদের মধ্যে র‍্যাম্পে অংশ নেন শান্তনু দাশ, অনীথ আরোরা, সৌমিত্র মণ্ডল ও দর্শন শাহ। ফ্যাশন শোটির কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন আজরা মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। আলোচনায় অংশ নেন দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের জেষ্ঠ পরিচালক তামারা আবেদ ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানটি দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরসহ দেশি-বিদেশি অতিথিরা।

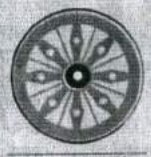

সংস্কৃতি

**উদীচীর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় কনভেনশন :** 'সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় সাংস্কৃতিক কনভেনশন' আয়োজন করছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তিন দিনের এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে মতবিনিময় সভায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন উদীচীর সভাপতি কামাল লোহানী। তিনি জানান, ১৯ ফেব্রুয়ারি বিকেলে কনভেনশন উদ্বোধন করবেন তিন প্রবীণ বিপ্লবী কমরেড জসিম উদ্দিন মণ্ডল, কামাক্ষ্যা রায় চৌধুরী ও অধ্যাপক যতীন সরকার। কনভেনশনে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও জাপানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠন।

**ভরতনাট্যম নৃত্যসন্ধ্যা 'কনক মঞ্জরি' :** বাংলার নৃত্যচর্চা ও নৃত্যশৈলী প্রসারে নিবেদিত সংগঠন নৃত্যনন্দনের উদ্যোগে গতকাল জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে 'কনক মঞ্জরি' শীর্ষক ভরতনাট্যম নৃত্যসন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। এতে নৃত্য পরিবেশন করেন দক্ষিণী নৃত্যধারার প্রবীণ সাধক পদ্মভূষণ অধ্যাপক সি ভি চন্দ্রশেখর। সপ্তাহব্যাপী ভরতনাট্যম নৃত্য কর্মশালার সমাপনী উপলক্ষে ছিল এই অনুষ্ঠান।

# Muslin night dazzles audience at Ahsan Manzil

Cultural Correspondent

IT WAS a night of muslin, the historic lightweight cotton fabric of plain weave, and everything there is to know and see about it.

The Muslin Night – as the event was so expressly titled – dazzled the grounds and environs of Ahsan Manzil in Old Dhaka on Saturday, featuring a number of events including a dance drama, fashion show, laser show and the trailer of a documentary on muslin.

The event was part of a month-long muslin festival organised jointly by Drik and Bangladesh National Museum in association with Arong.

Muslim Festival is the product of a two-year research conducted by a team that traced the roots of muslin and showed how it was manufactured and subsequently fell into disuse and so on. The aim is to create renewed interest in the fabric and explore its future potential.

Saturday's Muslin Night was attended by several thousand guests, including finance minister Abul Maal Abdul Muhit, cultural affairs minister Asaduzzaman Noor, civil aviation and tourism minister Rashed Khan Menon, mayor of Dhaka south city corporation Sayeed Khokon, and international affairs advisor to prime minister Dr Gowher Rizvi.

The event began with the launch of a trailer of a documentary titled Legend of the Loom, which showed the findings of the research team.

Soon, the audience members were reacquainted with the stories of the fabric through a dance drama titled Hawaye Indrojal, scripted by Saymon Zakaria and directed by Lubna Marium.

Directed by Sabbir Ahmed Khan, the drama portrayed the history of muslin and showed how and when it flourished and how it ultimately ceased to be produced. A bunch of Sadhona artistes performed at the production.

Afterwards, a fashion show was held, in which models displayed varieties of muslin designed by 12 noted designers from Bangladesh, India and UK.

The models also displayed a collection of Arong's jamdani, the only variety of muslin said to exist till date, divided into six seasons. Drik's New Age Muslin, which was created with help from local weavers, was also displayed at the show.

Sadhona artistes present a dance drama, top, a model performs in a fashion show at Ahsan Manzil on Saturday. – Ali Hossain Mint

A month-long muslin exhibition is also underway at the Nalinikanta Bhattasha Gallery.

সমকাল
০৭/০২/২০১৬

# আলোকরশ্মির খেলায় মসলিন বোনার গল্প

■ সমকাল প্রতিবেদক

লাল আলোর খেলা সাদা দেয়ালজুড়ে। আলো-আঁধারিতে গাছের সবুজ পাতাগুলোকে আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। পাশের বুড়িগঙ্গা থেকে বয়ে আসা হালকা শীতল বাতাস পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। এমন এক স্বপ্নীল পরিবেশে রাজধানীর আহসান মঞ্জিল অঙ্গনে গতকাল শনিবার ঐতিহ্যবাহী মসলিন নিয়ে আয়োজন 'মসলিন নাইট' সবাইকে মুগ্ধ করেছে। মসলিনের নবজাগরণের প্রত্যাশায় যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দৃক, জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং।

এক সময় সারা বিশ্বে সমাদৃত ছিল ঢাকাই মসলিন। নানা প্রতিবন্ধকতায় বাংলার মসলিন হারিয়ে যায়। মসলিনের এই ইতিহাস ফুটে ওঠে শিল্পীদের নৃত্যনাট্য 'হাওয়ায় ইন্দ্রজাল'-এ। শিল্পীদের মুদ্রায় উঠে আসে মসলিনের বয়নশিল্পীদের সুখময় অতীত। এরপর নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। আসে বেনিয়া। থমকে যায় মসলিনের অগ্রযাত্রা। তিন ভাগে বিভক্ত পরিবেশনা পর্বের সূচনা হয় আলোকরশ্মির মাধ্যমে মসলিন বোনার গল্প দিয়ে। প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হয় কেমন করে ফুটি কার্পাস বৃক্ষ থেকে তুলা সংগ্রহ করে তৈরি হয় মসলিন। র‍্যাম্পে মসলিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ ফুটিয়ে তোলেন শিল্পীরা। এতে অংশ নেন বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৪

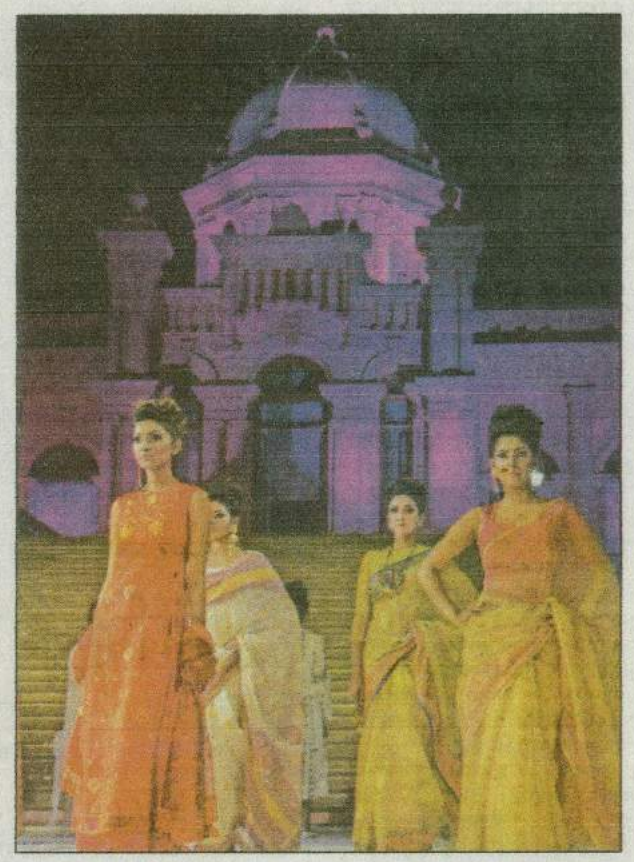

মসলিন উৎসব উপলক্ষে শনিবার রাতে আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফ্যাশন শো ■ সমকাল

## আলোকরশ্মির খেলায়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

১২ শিল্পী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। আলোচনায় অংশ নেন দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের জ্যেষ্ঠ পরিচালক তামারা আবেদ ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক কয়জুল লতিফ চৌধুরী। দর্শক সারিতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরসহ দেশি-বিদেশি অতিথিরা।

রাশেদ খান মেনন বলেন, এই মসলিনসন্ধ্যা আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করছে। যে মসলিন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সেই মসলিন আবার ফিরে আসছে।

গওহর রিজভী বলেন, আমরা আমাদের ইতিহাসের একটি সময়কে স্মরণ করছি। মসলিন আবার পুনরুজ্জীবিত হবে– এ আয়োজনের মাধ্যমে সেই বার্তাটি ছড়িয়ে পড়বে।

পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষা ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলের সিঁড়ির নিচে সাজানো হয় মসলিন পুনর্জাগরণের পরিবেশনার মঞ্চটি। মাসব্যাপী মসলিন উৎসবের অংশ হিসেবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার এ উৎসবের যাত্রা শুরু হয়।

প্রিন্ট সংস্করণ, প্রকাশ : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

Media player - এ গান শোনা, ভিডিও দেখা
Secret chat - এ ফিস ফিস করাআড্ডা মারা...
আরও কত কি...
ring ID

# ফিরবে মসলিন

## আয়োজন

পূর্ব বাংলার সোনারগাঁয়ে চলত মসলিন বুননের কাজ। বিশাল দৈর্ঘ্যের এক মসলিন শাড়ি ভরা যায় ছোট একটি দেয়াশলাইয়ের বাক্সে। মসলিনের সমৃদ্ধ এ ইতিহাস অনেকটা বইয়ের পাতা আর গল্পেই সীমাবদ্ধ ছিল গত কয়েক যুগ। হারিয়ে যেতে বসেছিল বাঙালির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির একটি। যে সৃষ্টি স্রেফ যান্ত্রিকতা দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। মসলিনের প্রতিটি বুননে মিশে আছে একটি পরিবারের সুখ-দুঃখ, আত্মত্যাগের গল্প আর কর্মঠ হাতের পরম স্নেহ। এবার বিলুপ্তির পথে এক কদম বাড়িয়ে দিয়েও আবার পিছু ফিরল সেই ঐতিহ্য। গত ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলে বাংলার আরেক ঐতিহ্য মসলিন প্রদর্শনীর উদ্বোধনী কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। এতে করে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য যেন নতুন করে ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন জেগে উঠল আরেকবার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন, দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম। এ ছাড়াও ফ্যাশন জগতের পরিচিত ব্যক্তিত্বরা উপভোগ করেছেন অনুষ্ঠান।

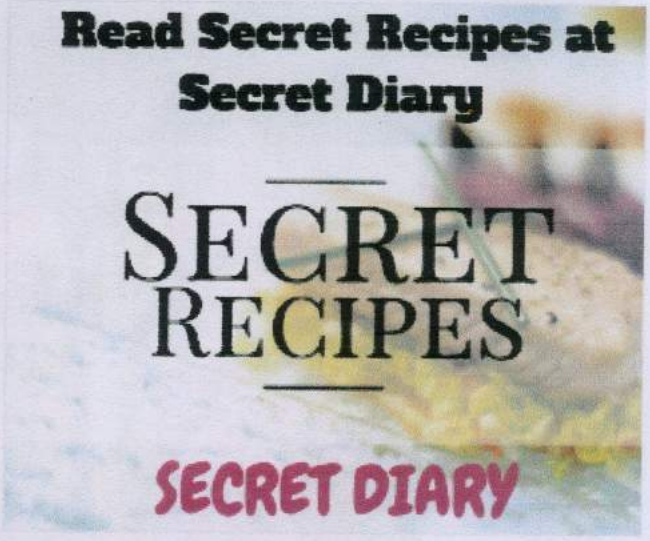


উদ্বোধনের শুরুতেই ছিল নৃত্যশিল্পী লুবনা মরিয়মের নৃত্যনাট্য পরিবেশনা 'হাওয়ার ইন্দ্রজাল।' মসলিনের ইতিহাস ও অজানা নানা গল্প পরিবেশিত হয় নৃত্যের তালে তালে। এরপর মসলিন কাপড় দিয়ে করা বিশ্বের খ্যাতনামা ডিজাইনারদের বিভিন্ন ডিজাইন নিয়ে আয়োজিত হয় এক জমকালো ফ্যাশন শো। বাংলাদেশ, ভারত এবং যুক্তরাজ্য থেকে ১২ জন ডিজাইনার এবং প্রতিষ্ঠান মসলিন কাপড়ের ওপর ডিজাইন করা পোশাক নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এ শোতে। এ ছাড়া মসলিন উৎসব ২০১৬-এর বিশেষ পার্টনার আড়ংয়ের জামদানি সংগ্রহ নিয়ে ছিল বিশেষ উপস্থাপনা। দৃকের তৈরি আধুনিক মসলিন শাড়ি প্রদর্শিত হয় আয়োজনে। ফ্যাশন শো কোরিওগ্রাফি করেন আজরা মাহমুদ।

ব্রিটিশ আমল থেকেই দীর্ঘ সময় হারিয়ে যায় মসলিন তৈরির তাঁত ও সুতা। তাই এই প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে বয়ে এনেছে বড় সুসংবাদ। একই সঙ্গে আরেকটি সুখবর আসে সরকারের পক্ষ থেকে। মুসলিন তৈরির সে সুতা ফিরিয়ে আনতে সরকার গত বছর ১২৪০ কোটি ৩৮ লাখ টাকার একটি প্রকল্প নিয়েছে, যার কাজ শুরু হবে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে। মাসব্যাপী মসলিন উৎসব-২০১৬ চলবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে। শেষ হবে ৩ মার্চ।

লেখা : আল কেমী; ছবি : শৈলী

সকালের খবর

০৭/০২/২০২৬

## হাওয়ার ইন্দ্রজাল

মাসব্যাপী মসলিন উৎসব চলছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে। এর অংশ হিসেবে পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলে গত ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় হয়ে গেল বাংলার ঐতিহ্য মসলিন প্রদর্শনী। শুরুতেই ছিল নৃত্যশিল্পী লুবনা মরিয়মের নৃত্যনাট্য পরিবেশনা 'হাওয়ার ইন্দ্রজাল'। মসলিনের ইতিহাস ও মসলিনের অজানা নানা গল্প পরিবেশিত হয় নৃত্যের তালে তালে। এরপর ছিল ফ্যাশন শো। বাংলাদেশ, ভারত এবং যুক্তরাজ্য থেকে ১২ জন ডিজাইনার ও প্রতিষ্ঠান মসলিন কাপড়ের ওপর ডিজাইন করা পোশাক প্রদর্শন করেন —খোরশেদ আলম রিংকু

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ২৪ মাঘ ১৪২২, ২৬ রবিউস সানি ১৪৩৭






# বুড়িগঙ্গা তীরে মসলিন পুনর্জাগরণের গল্প

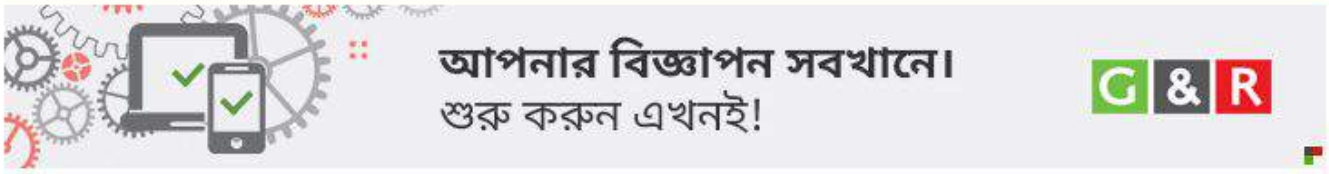

ইত্তেফাক রিপোর্ট    ০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ ইং

গর্বে বুক ভরে ওঠে, আবার তখখুনি মন খারাপ হয়ে যায়। আমাদের অহঙ্কারের মসলিন আজ বাংলাদেশে নেই। হারিয়ে গেছে ব্রিটিশ বেনিয়াদের আক্রোশ আর অযত্ন, অবহেলায়। সেই গৌরবের মসলিনকে আবারো নতুন করে জাগিয়ে তুলবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শনিবার শীতের রাতে পুরনো ঢাকার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হলো মসলিন নাইট। বুড়িগঙ্গার তীরঘেঁষা ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলের সিঁড়ির নিচে সাজানো হয় মসলিন পুনর্জাগরণ পরিবেশনার মঞ্চটি।

Check the address for typing errors such as ww.example.com instead of www.example.com
If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the Web.
Try Again

নৃত্যনাট্য ও ফ্যাশন শোর সঙ্গে আলো ও শব্দের প্রক্ষেপণে বর্ণিল অনুষ্ঠানটি যেন রূপ নেয় হারানো মসলিনের নতুন গল্পে। এতে অংশ নেন বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ১২ জন ডিজাইনার। আয়োজনটিতে শৈল্পিকভাবে তুলে ধরা হলো বিশেষ এই বস্ত্রশিল্পটির অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা। মসলিনের নবজাগণের প্রত্যাশায় অসাধারণ এ অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে দৃক, জাতীয় জাদুঘর ও আড়ং।

তিন ভাগে বিভক্ত পরিবেশনা পর্বের সূচনা হয় আলোকরশ্মির আশ্রয়ে মসলিন বোনার গল্প দিয়ে। প্রজেক্টরের সাহায্যে দেখানো হয়, কেমন করে ফুটি কার্পাস গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে তৈরি হত মসলিন। আলোর খেলা শেষে উপস্থাপিত হয় নৃত্যনাট্য। মসলিনের ইতিহাস ও অজানা গল্প ফুটে ওঠে 'হাওয়ায় ইন্দ্রজাল' শীর্ষক নৃত্যনাট্যে। উপস্থাপন করে লুবনা মরিয়মের দল সাধনা। সাইমন জাকারিয়ার চিত্রনাট্যে পরিচালনায় ছিলেন সাব্বির আহমদে খান । শিল্পীদের মুদ্রায় উঠে আসে মসলিনের বয়নশিল্পীদের সেই সুখময় অতীত। এরপর যেন নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। আসে বেনিয়া। থমকে যায় মসলিনের অগ্রযাত্রা। নাচ শেষে খোলা আকাশের নিচে সমাগত দর্শককে যেন উদ্দীপ্ত করে ফ্যাশন শোটি। র‌্যাম্পে মসলিনের ভবিষ্যত্ ফ্যাশন মেলে ধরেন বাংলাদেশের রোকসানা সালাম, কুহু প্লামনডন, হুমায়রা খান ও তেনজিং চাকমা। যুক্তরাজ্যের প্রবাসী মডেলদের মধ্যে ছিলেন রেজিয়া ওয়াহেদ, সাইফ ওসমানী, লাকী হোসেন এবং মসলিন ট্রাস্ট নামের প্রতিষ্ঠান। ভারতের মডেলদের মধ্যে র‌্যাম্পে অংশ নেন শান্তনু দাশ, অনীথ আরোরা, সৌমিত্র মণ্ডল ও দর্শন শাহ। ফ্যাশন শোটির কোরিওগ্রাফিতে ছিলেন আজরা মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন। আলোচনায় অংশ নেন দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম, ব্রাক এন্টারপ্রাইজের জ্যেষ্ঠ পরিচালক তামারা আবেদ ও জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী। অনুষ্ঠানটির দর্শক সারিতে বসে উপভোগ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও দেশি-বিদেশি অতিথিরা।

# DISCUSSION SESSIONS

# 07-02-2016

আলোকিত বাংলাদেশ-

০৮/০২/২০২৬

জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত মাসব্যাপী মসলিন প্রদর্শনীতে রোববার দর্শনার্থীরা বিভিন্ন গ্যালারি ঘুরে দেখছেন ● আলোকিত বাংলাদেশ

# মসলিন ফিরবে, তবে ...

নিজস্ব প্রতিবেদক | ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ৫:৪২ অপরাহ্ণ

Print

প্রায় দেড়শ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া বাংলার ঐতিহ্য 'ঢাকাই মসলিন' ফিরিয়ে আনতে সবার আগে সরকারি পৃষ্টপোষকতা ও নীতিগত সহায়তা দরকার। একইসঙ্গে দরকার বেসরকারি উদ্যোগ ও সহায়তা।

রোববার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দিনব্যাপী এক সেমিনারে এমন মত তুলে ধরেন বক্তারা।

সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল- 'মসলিন পুনরুজ্জীবন: নীতি ও প্রতিষ্ঠান'।

বক্তারা বলেন, বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে সরকারের নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা যদি যোগ করা যায়, তবে বাংলার শত বছরের হারানো ঐতিহ্য মসলিন ফিরিয়ে আনার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেটি বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব।

মসলিন তৈরিতে যে ধরনের সুতার প্রয়োজন তা ব্যাপকভিত্তিতে উৎপাদন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন বক্তারা। তারা বলেন, এ চ্যালেঞ্জ তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে মসলিন উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং কারিগরদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। সব কিছু সফলভাবে সম্পন্ন করতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দৃক ও জনপ্রিয় পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান আড়ং এর সহয়তায় সেমিনারের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মুস্তাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় সেমিনারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন, লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের জ্যেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক রোজেমারি ক্রিলসহ দেশি বিদেশি গবেষকরা অংশ নেন।

বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন বলেন, মসলিন তৈরির নীতিগত প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলা উন্নয়ন বোর্ড ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরাও চাই, সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় প্রক্রিয়াটি এগিয়ে যাক।

তিনি বলেন, মসলিনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব। কারণ শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বে এটির একটি সমৃদ্ধ বাজার আছে। তবে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করতে হলে এখনও অনেক গবেষণা করতে হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী বলেন, মসলিনের মতো হারানো এই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এবং রক্ষা করতে শিল্প মন্ত্রণালয় ভীষণ আগ্রহী। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীরও নির্দেশ রয়েছে এ ব্যাপারে কাজ করতে।

তিনি বলেন, কারু ও হস্তশিল্পের মতো দেশিয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন-বিসিকের সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে। তাছাড়া জামদানি শিল্পের অধিকতর উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জের নয়াপাড়ায় ৫ কোটি ৮৬ লাখ ব্যয়ে একটি জামদানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি এবং রিসার্চ সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। এখন মসলিনকে যদি এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য একটি মাইলফলক। তিনি আশা করেন, বাংলার এ ঐতিহ্য ফিরবেই।

মসলিন পুনরুজ্জীবিত করতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে উল্লেখ করে সচিব বলেন, মসলিন তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া একটি বড় প্রশ্ন থেকেই যায়, কাঁচামাল তৈরিতে এখানকার আবহাওয়া কতটা অনুকূল। এ অঞ্চলের মাটির প্রকৃতিও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং সঠিক মাটি ও আবহাওয়া খুঁজে পেতে গবেষণার দরকার। তাছাড়া এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কীভাবে পিওর (খাঁটি) মসলিন তৈরি করা যায়- তার জন্য আমরা চিন্তা করছি। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিজ্ঞানী, গবেষক, কৃষিবিদ সবার সঙ্গে যদি শিল্প, বস্ত্র ও পাট, বনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো এক সঙ্গে কাজ করে, আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই অভিযাত্রা সফল হবে।

উল্লেখ, ২০১৩ সালের প্রথম দিকে মসলিন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে গবেষণা শুরু করে দৃক। এ লক্ষে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে জয়পুরে খুঁজে পাওয়া যায় মসলিনের মূল উপাদান ফুটি কার্পাস তুলা। পরে গাজীপুরের শ্রীপুরের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় পাইলট প্রকল্প নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে দৃক। গত বছর প্রায় ৩০০ গাছের আবাদ হয় শ্রীপুরে। এসব গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে ভারত থেকে সুতা বানিয়ে নিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। সে সুতা দিয়ে দেশিয় তাঁতে মসলিন কাপড় তৈরি করা হচ্ছে। সর্বনিম্ন ২৫০ কাউন্ট সুতার তৈরি কাপড়কে মসলিন বলা হয়। ফুটি কার্পাস গাছের তুলা থেকে দৃক যে কাপড় তৈরি করেছে সেটি ৩০০ কাউন্ট সুতায় তৈরি। ফলে এ মসলিনকে দেড়শ বছর আগের সেই মসলিন বললে ভুল হবে না বলেও সেমিনারে উঠে আসে।

এখন বাংলার হারিয়ে যাওয়া এ মহা মূল্যবান ঐতিহ্যের সঙ্গে মানুষকে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে জাতীয় জাদুঘরে গত ৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব। এতে দৃকের তৈরি দুটি মসলিন প্রদর্শনীর পাশাপাশি মসলিনের অতীত ইতিহাস তুলে ধরা হচ্ছে। থাকছে মুসলিন নিয়ে নাইট ফেস্টিভ্যাল ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন।

অর্থসূচক/শাফায়াত/শাহীন

The Daily Star
08/02/2016.

STAR

**Visitors crowd the month-long muslin festival at Bangladesh National Museum in Dhaka yesterday.**

# Fund research on muslin: analysts

STAR BUSINESS REPORT

The government should provide financial assistance to researchers and weavers of muslin to revive the lost glory of the fine cotton fabric, analysts said yesterday.

The revival of muslin is important as it has a historic and commercial value, said Mustafizur Rahman, executive director of the Centre for Policy Dialogue.

"From the Indian subcontinent, especially from Dhaka, muslin worth 28 lakh rupees was shipped to different countries, particularly those in Europe, in 1789," Rahman said. He spoke at a seminar on how to revive muslin at Bangladesh National Museum in Dhaka.

"History shows that muslin had a commercial value. Time has come to revive it, but we need to discover the real muslin yarn first," he said.

An expert committee is working to discover the real cotton needed to spin muslin yarn, Rahman said.

Skilled weavers of today's jamdani, a handloom cotton fabric, can easily adapt muslin weaving and designs as their forefathers were the original muslin weavers, he said.

Hameeda Hossain, a human rights activist and academic, said the government should set up a muslin museum to preserve and showcase the glory of the product for which Bangladesh was once famous worldwide.

"It is a pity that we preserved very little of our muslin heritage. We do not have a textile museum to protect our heritage and legacy for the next generation," Hameeda said.

READ MORE ON B3

The Daily Star

08/02/2016.

PHOTO: KAZI TAHSIN AGAZ APURBO

**Reputed dance school Shadhona staged their new production "Hawaye Indrojal" at the Ahsan Manzil premises on Saturday (February 6), as part of the ongoing Muslin Festival. The story is based on the extraordinary history of muslin weaving in East Bengal (now Bangladesh), related by the artisans themselves. The specially commissioned production (by festival organizers Drik) showcased the glory of muslin and the exploitation of the craftspeople by the colonising British, leading to the ultimate destruction of the industry. Shabbir Ahmed Khan Biju directed the production, based on Saymon Zakaria's script. Shadhona's artistic director Lubna Marium, noted dance exponent, was in charge of artistic direction, costume and set design, while Nirjher Chowdhury and Rokon Emon did the music.**

# Fund research on muslin: analysts

FROM PAGE B1

Dhaka was the main production hub for muslin fabrics, although the same product was made in other places as well, she said.

"We need regular photo exhibitions of muslin products so that people can understand its potential. We also need to recognise the challenges and reasons that forced weavers to leave the profession," she said.

Md Farid Uddin, executive director of Bangladesh Cotton Development Board, called for collection, identification and preservation of muslin for its revival.

"There are 520 kinds of germplasm of cotton, and the cotton development board has set up a germplasm centre for identification of the genetic resources of cotton from which muslin was made," Farid Uddin said.

During her visit to the textiles and jute ministry, Prime Minister Sheikh Hasina directed officials to revive muslin as it has a commercial value, said Jamal Abdul Naser Chowdhury, an additional secretary to the industries ministry.

Rosemary Crill, senior curator of South Asian textiles and dresses at the Victoria and Albert Museum in London, presented a keynote at the seminar.

Drik, Bangladesh National Museum, and Aarong are co-organising a month-long muslin exhibition on the national museum premises.

# Bangladesh's fabled fabric needs a boost

Tribune Report

Bangladesh's legendary muslin fabric is in need of support, participants at a discussion on reviving the marvellous material heard on Sunday.

Speakers at the "Revival of Muslin: Policies and Institutions" workshop said government support as well as private initiative were needed to promote the legendary textile and protect the artisans who weave it.

"A major intervention is needed from the public sector to promote muslin and to protect the livelihood of muslin artisans," researcher and rights activist Hamida Hossain said in her address at the Begum Sufia Kamal Auditorium in the Bangladesh National Museum.

The effort to revive jamdani and muslin, whose manufacture was systematically decimated by the British colonial authorities, is part of a larger process to reclaim the heritage of this textile and to promote brand Bangladesh globally, speakers said.

The workshop is one of several events this month during Muslin Festival 2016, organised by Drik, Aarong and Bangladesh National Museum.

In 2013, Bangladesh's jamdani muslin was included in the list of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by Unesco.

Artisans and investors alike need government support, preferably through a public-private partnership arrangement, speakers said. One member of the audience suggested that a Tk50 crore fund be set up to support the revival of muslin.

Speakers at the discussion admitted that little was known about the international demand for the textile and said research into this was needed.

Muslin Lights, a dance drama, is staged at the historic Ahsan Manjil in Old Dhaka yesterday as part of an ongoing effort to revive the lost traditions of one the finest fabrics the world has ever seen

RAJIB DHAR

The history of muslin goes back at least a millennium and the fabric's origins are shrouded in mystery.

Marco Polo described the luxurious fabric in 1298 in his Travels, saying it was made in Mosul in Iraq, from which it was said to take its name.

Others have claimed that the textile was made in the southern Indian coastal town of Masulipatnam.

Neither claim has ever been proven.

As early as the 10th century, Arab traders described an exceedingly fine cloth originating in Bengal.

What is known for certain is that in the 17th and 18th centuries, Mughal Bengal emerged as the foremost muslin exporter in the world, with Dhaka as capital of the worldwide muslin trade.

At the end of the 16th century the English traveler Ralph Fitch wrote admiringly about the muslin of Sonargaon. Earlier in the same century, Portuguese traveler Duarte Barbosa also described the muslin of what is now Bangladesh.

In Central Asia, muslin is referred to as "daka," a reference to Dhaka's central role in the production and trade of the fabric.

The fine gauze has several commercial applications and is used in cerebrovascular neurosurgery.

The discussion was chaired by Mustafizur Rahman, executive director of the Centre for Policy Dialogue. Speakers included Industries Secretary Mosharraf Hossain Bhuiyan and Additional Secretary Jamal Abdul Naser Chowdhury.

জনকণ্ঠ
০৮/০২/২০১৬.

# মসলিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মসলিনের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর ঐতিহ্য সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের এ ঐতিহ্য কী কারণে হারিয়ে গেছে– তাও জানতে হবে। হারানো সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি নীতি প্রণয়ের বিষয়টি নিয়েও ভাবছে। আর মসলিনের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁতীদের সার্বিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এ খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববাজারে মসলিনের চাহিদা সম্পর্কেও জরিপ করা যেতে পারে। এছাড়া সংরক্ষণ করতে হবে নক্সার ধরন, ট্রেড মার্কের প্যাটেন্ট। আর এসব বিষয় মাথায় রেখে একসঙ্গে কাজ করলেই

## জাতীয় জাদুঘরে সেমিনার

মসলিন পুনরুজ্জীবন সম্ভব। রবিবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে 'মসলিনের পুনর্জাগরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী চলা এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা *(১৯ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)*

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

বলেন। মসলিন প্রদর্শনী ও মসলিন পুনরুজ্জীবন উৎসব-২০১৬ এর অংশ হিসেবে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী মোট চারটি সেশনে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, দৃক পিকচার লাইব্রেরি লিমিটেড এবং আড়ংয়ের যৌথ উদ্যোগে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী চার পর্বে বিভাজিত সেমিনারটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ইউনেস্কোর সিইও বিয়েত্রিচ কালদুন। সেমিনারের প্রথম সেশনে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া। তিনি তার বক্তব্যে দৃক, জাতীয় জাদুঘর, আড়ং এবং শিল্প মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

দৃকের প্রধান নির্বাহী সাইফুল ইসলাম বলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং লক্ষ্য স্থির করে একসঙ্গে কাজ করলেই মসলিন পুনরুজ্জীবন সম্ভব। মূল প্রবন্ধকার রোজমেরী ক্রিল তার প্রবন্ধে মসলিনের ইতিহাস তুলে ধরেন। তার প্রবন্ধে খ্রিঃ পূঃ ছয় হাজার থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত মসলিনের ইতিহাস উঠে এসেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামিদা হোসেন বলেন, ঢাকা মসলিন উৎপাদনের অন্যতম মূল কেন্দ্র ছিল। মসলিনের সোনালী অতীতকে ধরে রাখতে একটি টেক্সটাইল মিউজিয়াম স্থাপন করা খুবই দরকার। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল নাসের চৌধুরী বলেন, নোয়াপাড়ায় ৫.৮ একর জায়গায় জামদানি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বিসিকের মাধ্যমে জামদানি তাঁতশিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

সাবেক সিনিয়র সচিব ড. সোহেল আহমেদ বলেন, বিশ্ববাজারে মসলিনের চাহিদা সর্ম্পকে জরিপ করা প্রয়োজন। বিশিষ্ট কারুশিল্পবিদ বিবি রাসেল মসলিন এবং জামদানির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে– সবাইকে এ বিষয়টি খেয়াল রাখার পরামর্শ দেন। অন্য তিনটি পর্বেও মসলিনের ঐতিহ্য ও করণীয় সম্পর্কে নানা দিক উঠে আসে। রূপসী গ্রামের বিশিষ্ট জামদানি শিল্পী আবুল কাশেম বলেন, তিনি তার বাবা-মায়ের কাছে দাদা-দাদির মসলিন বোনার গল্প শুনেছেন। তিনি পরম্পরার শিল্পী হিসেবে তার বাবা-মার কাছ থেকে জামদানি বোনা শিখেছেন। তবে তিনি জানান যে, বর্তমানে জামদানি কারিগররা উপযুক্ত মজুরি না পাওয়ায় জামদানি বুনতে চান না। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন– শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল নাসের চৌধুরী, সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হামিদা হোসাইন, ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড এ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
০৮/০২/২০১৬.

# ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফিরে আসবে মসলিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মোগল আমলে মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার পারে যে গুটি কার্পাস তুলার চাষ হতো, তা দিয়ে তৈরি করা যেত ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড়। তবে মসলিন কাপড় তৈরির উপযোগী সেই পরিবেশ আর নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়াতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আর ব্রিটিশ শাসনের পর থেকে হারিয়ে যাওয়া জগদ্বিখ্যাত সেই মসলিনের মৌলিক স্মৃতিচিহ্নও হারিয়ে যায় দেশ থেকে। তবে গবেষকরা মনে করছেন, ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবারও হারিয়ে যাওয়া সেই মসলিনের সেই গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে আসল গুটি কার্পাসের বীজ উৎপাদন, গুণগত মানের উন্নয়ন, দক্ষ তাঁতিদের সম্পৃক্তকরণসহ বাজার সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মাসব্যাপী 'মসলিন' উৎসবের অংশ হিসেবে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংলাপে গতকাল রবিবার এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

সংলাপে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। প্যানেল আলোচক হিসেবে ছিলেন মানবাধিকারকর্মী ড. হামিদা হোসেন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। সংলাপ পরিচালনা করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাজ্যের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট জাদুঘরের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল। তিনি বলেন, 'মসলিনের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধরন বিবর্তনের ইতিহাস খুব চমকপ্রদ। তবে একসময় মসলিন মানে ছিল বাংলার ইতিহাস। দুঃখজনক হলো, এ দেশে এক খণ্ডও মৌলিক মসলিন নেই। তবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মসলিন কাপড় আছে।'

ছবি : কালের কণ্ঠ

মসলিন মানে বাংলার ইতিহাস। সেই ইতিহাস আর জাদুঘরে নয় বাস্তবে ফিরিয়ে আনার আশা করছেন গবেষকরা

মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ঐতিহ্যবাহী মসলিন সুতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। এ সময় তিনি বলেন, 'মসলিনের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হবে। তবে সমন্বিত উদ্যোগ নিলে আশা করি তার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।' এ জন্য তিনি তাঁত বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

ড. হামিদা হোসেন নতুন প্রজন্মের সঙ্গে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিচয় ঘটানোর জন্য একটি বস্ত্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আজকাল বাজারে যে জামদানি পাওয়া যায়, তা মসলিনেরই একটি ধারা। এগুলো যেহেতু এখনো টিকে আছে, সেহেতু মসলিনকেও ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।' এ সময় জামদানি সংরক্ষণের কিছু প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। পাশাপাশি মসলিন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করে তিনি বলেন, 'দক্ষ তাঁতিদের সম্পৃক্ত করেই মসলিন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে।'

জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, দেশে গত বছর জিআই প্রকাশিত হয়েছে। যা দেশের যেকোনো পণ্যের প্যাটেন্ট সংরক্ষণে ভূমিকা রাখবে। মৌলিক মসলিন ফিরিয়ে আনা একটি স্বপ্ন উল্লেখ করে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

প্রথম আলো
০৮/০২/২০২৬.

# মসলিন পুনরুদ্ধারে দরকার সমন্বিত প্রচেষ্টা

## সেমিনারে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের মত

বিশেষ প্রতিনিধি ●

মসলিনের মিহি সুতার জন্য তুলাবীজের ডিএনএ পরীক্ষা হচ্ছে। বীজ বোনার জন্য মাটি পরীক্ষার কাজও চলছে। তবে মসলিনের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার।

গতকাল রোববার জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'বাংলাদেশে মসলিন পুনরুদ্ধার' বিষয়ক সেমিনারে গবেষক, অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক ও উদ্যোক্তারা এমন মত দিয়েছেন। সেমিনারে বলা হয়, মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হওয়ার পর মসলিন বিলুপ্ত হয়ে যায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দৃক ও আড়ঙের সহায়তায় জাতীয় জাদুঘর এ সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

সেমিনারে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মসলিনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আছে। জামদানির মেধাস্বত্ব অন্য দেশ নিয়ে যাচ্ছে। মসলিন পুনরুদ্ধার করে এর মেধাস্বত্ব যেন পাওয়া যায় তার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার।

জাতীয় জাদুঘরে মসলিন নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী দেখছেন দর্শকেরা ● প্রথম আলো

মূল প্রবন্ধে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের জ্যেষ্ঠ কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল বলেন, ঢাকার মসলিন একটি অনন্য পণ্য। পৃথিবীর অন্য কোথাও এটার হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। এককভাবে মসলিন পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে না। লন্ডনের মসলিন ট্রাস্টের রিসার্চ ফেলো সোনিয়া অ্যাশমোর তাঁর প্রবন্ধে বলেন, মসলিন বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মসলিনের উন্নত সুতা তৈরি হতো জঙ্গলবাড়ি ও বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ জেলা) ও কাপাসিয়ায় (গাজীপুর জেলা)।

ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল বলেন, মসলিন ও জামদানিকে একসঙ্গে মেলানো ঠিক না। এ দুইটি একেবারেই আলাদা। তবে মসলিন ও খাদি একই গোত্রের। তিনি বলেন, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। মসলিন পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, মসলিন পুনরুদ্ধারে ঢাকার তাঁতিবাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রূপগঞ্জের আবুল কাসেম বলেন, মসলিন তৈরির বিষয়টি তাঁর দাদা দেখেছেন। তিনি বলেন, 'আর্থিক সহায়তা এবং মিহি সুতা পেলে আমরা মসলিন তৈরি করতে পারব।' ন্যাশনাল ক্র্যাফট কাউন্সিলের সভাপতি চন্দ্র শেখর সাহা বলেন, মসলিন শিল্প পণ্য না। এটা হাত দিয়ে তৈরি করা পণ্য। দক্ষ কর্মী তৈরি ছাড়া মসলিন ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন হবে।

চার পর্বে বিভক্ত সেমিনারে মানবাধিকার কর্মী হামিদা হোসেন, ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ রুবী পাল চৌধুরী, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নজিবুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

আমাদের অর্থনীতি
০৬/০২/২০১৬

# ফিরে আসছে মসলিন

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : ঢাকার মসলিন নিয়ে মজাদার গল্পের শেষ নেই। ঐতিহাসিক ভিত্তিও রয়েছে এসব গল্পের। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল, আরব পর্যটক ইবনে বতুতা, ফরাসি পর্যটক ট্যাভার্নিয়েসহ আরো অনেকের লেখায় উঠে এসেছে মসলিনের কথা। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি জেমস টেলর লিখেছেন, ঢাকা জেলার প্রতিটি গ্রামেই কমবেশি তাঁতের কাজ হতো। কিন্তু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরির জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল সোনারগাঁ, ধামরাই, তিতবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও বাজিতপুর। বণিকবার্তা

শুধু মসলিনের জন্যই সতেরো শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্বাদশতম নগরী ছিল ঢাকা। সতেরো-আঠারো শতকে ঢাকার মসলিনই ছিল সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিত্তশালীদের সেরা পছন্দের কাপড়। শুধু তা-ই নয়, এ মসলিন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক, সেকালের রাজকীয় উপঢৌকনের সামগ্রী।

কালের বিবর্তনে এ অঞ্চল যেসব মহামূল্যবান ঐতিহ্য হারিয়েছে, তার অন্যতম এ মসলিন। মোগল আমলে বিশ্বজুড়ে পোশাকে শৌখিনতার সেরা নাম 'ঢাকাই মসলিন' থাকলেও ব্রিটিশদের হাতে তার করুণ পরিণতি দেখেছে দেশের মানুষ।

উপমহাদেশে কোম্পানি শাসনামলে এ দেশীয় বস্ত্রে উচ্চমাত্রায় করারোপ করা হয়। এছাড়া আরো নানামুখী প্রতিবন্ধকতায় হারিয়ে যায় 'ঢাকাই মসলিন'। তবে সুখবর হলো, দেড়শ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এ ঐতিহ্য আবার ফিরে আসছে বাংলায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দৃক তিন বছরের অধিক সময় ধরে গবেষণা চালিয়ে খুঁজে পেয়েছে মসলিনের মূল উপাদান 'ফুটি কার্পাস' তুলা। গাজীপুরে উৎপাদিত এ তুলায় দুটি মসলিন শাড়িও তৈরি করেছে

প্রতিষ্ঠানটি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মসলিনের প্রযুক্তি আবিষ্কার ও হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

২০১৩ সালের প্রথম দিকে মসলিন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনে গবেষণা শুরু করে দৃক। এ লক্ষ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধান চালিয়ে জয়পুরে খুঁজে পাওয়া যায় মসলিনের মূল উপাদান ফুটি কার্পাস তুলা। পরে গাজীপুরের শ্রীপুরের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় পাইলট প্রকল্প নিয়ে চাষাবাদ শুরু করে দৃক। গত বছর প্রায় ৩০০ গাছের আবাদ হয় শ্রীপুরে। এসব গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে ভারত থেকে সুতা বানিয়ে নিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। সে সুতা দিয়ে দেশীয় তাঁতে মসলিন কাপড় তৈরি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলা প্রক্রিয়াজাত প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ড. হসনে আরা বেগম বলেন, সর্বনিম্ন ২৫০ কাউন্ট সুতার তৈরি কাপড়কে মসলিন বলা হয়। ফুটি কার্পাস গাছের তুলা থেকে দৃক যে কাপড় তৈরি করেছে, তা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। ৩০০ কাউন্ট সুতায় তৈরি এ মসলিনকে দেড়শ বছর আগের সেই মসলিন বললে ভুল হবে না। গাজীপুরের শ্রীপুরে ফুটি কার্পাসের তুলা থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও ডেমরার তাঁতিদের দিয়ে কাপড় তৈরি করেছে দৃক। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ব্রিটিশ শাসনের পর এ দেশ থেকে ধীরে ধীরে ফুটি কার্পাস হারিয়ে যায়। আমরা হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছি। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় ফুটি কার্পাসের চাষাবাদ শুরু করেছি। তাঁতিদের স্বীকৃতি দিতে প্রায় দুই বছরের পরিশ্রমে ৩০০ কাউন্ট সুতার দুটি মসলিন তৈরি করেছি।

এদিকে ২০১৪ সালের ১২ অক্টোবর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে মসলিন পুনরুজ্জীবনের প্রযুক্তি আবিষ্কারে মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গত বছর একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান এরশাদ হোসেনের নেতৃত্বে মসলিন পুনরুজ্জীবন প্রকল্প কমিটি এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সরকারের কাছে একটি প্রাথমিক পরিকল্পনা জমা দিয়েছে। ১ হাজার ২৪০ কোটি ৩৮ লাখ টাকার প্রকল্প পরিকল্পনায় তিন বছরে মসলিন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা শুরু হবে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মহাসচিব মঞ্জুর কাদির বলেন, হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কাজ করছে।

# SPECIAL FEATURES

প্রিন্ট সংস্করণ, প্রকাশ : ২২ জানুয়ারি ২০১৬, ০১:২১:০৫ | আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০১৬, ১১:১১:২৮




# ফিরছে মসলিন



জিলফুল মুরাদ

'কেন শুধু মসলিন মসলিন বলে কেঁদে উঠি বুকের ভেতরে?/ভাঙা ইট, ওই হাড়_ ও-তো শুধু বেদনার ব্যর্থ অবশেষ,/আমি তবু সেই ধুলো খুঁড়ে খুঁড়ে শুঁকে দেখি ভেতরের মাটি।/কেন দেখি?/কেন সেই শিল্পীর কাটা আঙুল খুঁজে পেতে চাই?' _মসলিনের জন্য একদিন এই হাহাকার ঝরে পড়েছিল কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর হৃদয় থেকে। মসলিন মানে ইতিহাস, মসলিন মানে কিংবদন্তি, মসলিন মানে কারিগরের রক্তক্ষরণ। অজস্র কাহিনী আর গল্পগাথার জন্ম হয়েছে এই কাপড় নিয়ে। তবে বিলুপ্ত সেই মসলিনের ফিরে আসার পথ তৈরি করেছে সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান দৃক। শত বছর পর মসলিন তাই ফিরে আসছে বাংলাদেশে।

এদিকে ঐতিহ্যবাহী মসলিন সুতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ও একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এ বছরই এর কাজ শুরু হওয়ার কথা। তাঁত বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে নিয়ে এ-সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দৃকের মসলিন প্রকল্প :২০১৩ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড়কে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয় দৃক। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং মসলিন প্রকল্পের উদ্যোক্তা সাইফুল ইসলাম তিন বছর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মসলিন কাপড় নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন করেন। অনুসন্ধান করেন আসল মসলিন কাপড়ের। এক পর্যায়ে তিনি ভারতের জয়পুরে খুঁজে পান মসলিন কাপড় তৈরির তুলা গাছ 'ফুটি কার্পাস'। সেখান থেকে বীজ নিয়ে এসে গাজীপুরের শ্রীপুরের তুলা উন্নয়ন বোর্ড গবেষণা কেন্দ্রে নতুন করে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এ গাছের চাষ শুরু করে দৃক। বিলুপ্ত আসল ফুটি কার্পাসের সঙ্গে এ গাছের কোনো তারতম্য আছে কি-না তা জানতেও চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গত বছর এখানে প্রায় ৩০০ গাছের আবাদ হয়। এ বছর প্রায় ১৫০টি গাছের চাষাবাদ হচ্ছে। আসল ফুটি কার্পাস গাছ বছরে দু'বার চাষ হতো। এ গাছ বছরে একবার চাষ হচ্ছে। সাধারণত জুলাই মাসে ফুটি কার্পাস হয় এবং ডিসেম্বরে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়। দৃক এসব গাছ থেকে তুলা সংগ্রহ করে ভারত থেকে সুতা বানিয়ে নিয়ে আসছে। সেই সুতা দিয়ে দেশীয় তাঁতে মসলিন কাপড় তৈরি করা হচ্ছে।

সাধারণত সর্বনিম্ন ২৫০ কাউন্ট সুতার তৈরি কাপড়কে মসলিন বলা হয়। ফুটি কার্পাস গাছের তুলা থেকে দৃক সাত মাস সময় নিয়ে ৩০০ কাউন্ট সুতার মসলিন কাপড় তৈরি করেছে। এ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও ডেমরার তাঁতিরা। প্রস্তুতকৃত সব কাপড়ই শাড়ি। প্রতিষ্ঠানটি এসব কাপড়কে 'নতুন যুগের মসলিন' নাম দিয়েছে। দৃকের পরিকল্পনা রয়েছে, তাঁতিরা অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার পর ৪০০ এবং ৫০০ কাউন্ট সুতার মসলিন কাপড় তৈরি করার। মোগলরা ৮০০ কাউন্ট সুতার তৈরি মসলিন ব্যবহার করত, যাকে তারা 'মলমল খাস' নামে ডাকত। আজকাল বাজারে যে জামদানি পাওয়া যায় তা মসলিনেরই একটি ধারা। তবে জামদানি মোটা সুতার তৈরি। এখন জামদানি তৈরি হয় সর্বোচ্চ ১০০ কাউন্ট সুতা দিয়ে। দৃকের উদ্যোগে একটি মসলিন শাড়ি তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে কয়েক লাখ টাকা। তাই এ শাড়ি সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে না।

দৃকের মসলিন প্রকল্প নিয়ে কথা হয় প্রতিষ্ঠানটির সিইও সাইফুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি সমকালকে বলেন, ব্রিটিশ শাসনের পর এ দেশ থেকে ধীরে ধীরে ফুটি কার্পাস হারিয়ে যেতে থাকে। মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার পাড়ে এ গাছের চাষ হতো। পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের জাদুঘরে মসলিনের দুই টুকরো কাপড় আছে। তবে সেগুলো উন্নতমানের নয়।

তিনি বলেন, বিদেশে এখনও মসলিনের চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের নাম ভাঙিয়ে অনেক দেশ এর বিপণন করছে। আমাদের কারিগরদের যে দক্ষতা রয়েছে তা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী মসলিনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কোনো প্রতিষ্ঠান চাইলে বাণিজ্যিকভাবে মসলিন কাপড় প্রস্তুত করতে পারে, দৃক সহযোগিতা করবে। দৃক বাণিজ্যিকভাবে মসলিন তৈরি করবে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা তাঁতিদের স্বীকৃতি দিতে চাই। মানুষ এটি দেখে আরও ভিন্ন নকশার কাপড় তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ হোক এটাই প্রত্যাশা। বাংলাদেশের তাঁতিরা সাধারণত ৩০ কাউন্ট সুতার কাপড় তৈরি করে। প্রথম দিকে ৩০০ কাউন্ট সুতার কাপড় তৈরিই হতো না। বার বার ছিঁড়ে যেত। অনেক ধৈর্য নিয়ে এ কাপড় তৈরির পর তাঁতিরা খুশি। মসলিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।' সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে এ প্রকল্পকে এগিয়ে নেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। তার মতে, সরকার মসলিন বা জামদানি ইনস্টিটিউট করতে পারে। মসলিনের মাধ্যমে বিদেশ থেকে সুনাম এবং অর্থ দুটোই অর্জন করা সম্ভব।

বাংলাদেশে মসলিনের ফিরে আসার সম্ভাবনা নিয়ে জানতে চাইলে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. ফরিদ উদ্দিন সমকালকে বলেন, দৃকের এ উদ্যোগে বাংলাদেশে মসলিনের ফিরে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতা যত বেশি সূক্ষ্ম হবে তত মসলিন কাপড়ের গুণগত মান বাড়বে। তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তাঁত বোর্ড এবং দৃকের সমন্বয়ে এ প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে সহায়তার কথাও জানান তিনি।

হারিয়ে যাওয়া মসলিন :মসলিন দেখে অভিভূত হয়েছিলেন ভিনদেশি ভূগোলবিদ আর পর্যটকরা। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত লোকজন ঢাকা-সোনারগাঁয়ের এই উঁচু মানের মসলিন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। নবম শতকে ভূগোলবিদ সোলায়মান 'সিলসিলাত উত তাওয়ারিখ' নামে একটি বই লিখেছিলেন। তাতে রুমি নামের এক দেশের কথা আছে যেখানে এত সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হতো যে চল্লিশ হাত লম্বা আর দুই হাত চওড়া কাপড়ের একটি পুরো টুকরো প্রবেশ করানো যেত একটি সাধারণ আঙটির মধ্য দিয়ে। ধারণা করা হয়, এই রুমি আজকের বাংলাদেশ। মসলিন কাপড়ের ঐতিহ্য তাই বহু শতকের।

মসলিনের মূল্যমান নির্ধারিত হতো সুতার সূক্ষ্মতা, বুনন আর নকশা বিচারে। সবচেয়ে সূক্ষ্ম সুতার তৈরি, সবচেয়ে কম ওজনের মসলিনের কদর ছিল সবার চেয়ে বেশি, দামটাও ছিল সবচেয়ে চড়া। সূক্ষ্মতা, স্বচ্ছতা বা মানের ওপর ভিত্তি করে মসলিনের বিভিন্ন নামকরণ হতো। সূক্ষ্মতম মসলিনের নাম ছিল মলমল, তানজেব, আবই-রওয়ান, শব-নম, আলাবালি, ডোরিয়া প্রভৃতি।

CHECK IT OUT

# DRIK SET TO HOST THE MUSLIN FESTIVAL

The Muslin Festival, hosted by Drik in collaboration with Aarong and Bangladesh National Museum is set to start this February. The month-long national exhibition will open at the Nalini Kanta Bhattashali Gallery, Bangladesh National Museum on 5 February, where Drik will present muslin artefacts and share the exciting story behind this famed fabric.

The opening will also feature a book launch that will inform the readers about the origins of muslin, its links with Bengal and Europe and will also cover the journey that Drik undertook to discover its roots.

The book, titled 'Muslin – Our Story' will feature stunning imagery taken by world-class photographers as well as other rare historical images. A trailer of the documentary film 'Legend of the Loom' will also be screened on opening day and promises some interesting spoilers.

Following its opening, the Festival will host a Muslin Night on 6 February at Ahsan Manzil. The event is designed to boost public awareness of muslin's history and also to display the revival of muslin weaving.

The legendary Lubna Marium and her dance group, Shadhona are set to perform the Muslin story against a historical setting. On the night, the current jamdani styles will also be displayed by Aarong and the future of muslin will be portrayed through dresses made by fashion designers from the UK, India and Bangladesh.

The Muslin Night will be followed by a day of seminars and workshops on 7 February. The seminars and workshops will provide a platform for national and international experts to discuss some of the issues including muslin's future, its legacy in Bangladesh and to develop plans for marketing the product. It is an open event with seats reserved on a first-come-first-served basis.

On 8 February, the Muslin Tour of Panam Nagar, Sonargaon and adjoining jamdani villages is set to take place. You can look at the old buildings of Sonargaon and revisit their history.

The tour will include a look around the English factory buildings where muslin was collected, assessed and packed prior to shipment. You can also meet the weavers who are responsible for producing the most wonderful designs of jamdani on the loom.

Drik is extremely excited to be hosting the Muslin Festival. Saiful Islam, the CEO of Drik had this to say, "Muslin is a story that initially came to us. Stepney Trust in UK wanted to do an exhibition. When we started to inquire about the cloth, we found that there were more dimensions to the story then simply the fine fabric and its designs. Initially what seemed like simply a craft revealed multiple dimensions including political, cultural, colonial, and social ones. Finding those dimensions made us look deeper, wider. It enlarged the radius of our enquiry, made us search for the plant, the spinners and weavers, even the garments themselves, which were missing."

He added, "On the one side, you see that it's so rich and so loved by the world. Then, you look at the other side and you quickly discover Bangladesh has nothing, no records, no artefacts. We realised we needed to do justice, to uncover the full story behind muslin and fill in these large missing gaps. We started to get involved in the weaving and became involved in the actual art of muslin. We also started to wonder what had happened to the cotton plant. What started from a research viewpoint quickly moved into the practical area. We evolved into hands-on researchers"

He further added, "All along our aim was to establish an authentic story of muslin with all its dimensions, to make an effort at inspiring other people to revive a lost art and to also bring respect and attention to the craftspeople behind this story. The real people are not you and me but the weavers and the farmers. I think that these people need to be recognised and acknowledged as the heroes behind the woven air of muslin."

The Muslin Festival is set to kick off on 5 February. Whilst we have heard of muslin before, this will be the first time that we can take a more informative and authentic look at muslin, its origins and its future.

**By Naveed Naushad**
**Photo: Tapash Paul – Drik**

26/01/2016.

সংখ্যা-২২২

১১
স্মরণ : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
অভিজিৎ সেন

গল্প : প্রলয়ের রাতে ময়নাপাখি
আনিসুল হক
১৬

খুশবন্ত সিংয়ের ইন্দিরা গান্ধী
অনুবাদ : আন্দালিব রাশদী
১৩

ঢাকা আর্ট সামিট
চোখের দেখায় পুরো বিশ্ব
১৪

# সমকাল

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

## আবার মসলিন

মসলিন কাপড়ে ব্লক প্রিন্ট

**৩ বাংলাদেশের মসলিনের ইতিহাস ঐতিহ্যের পূর্বাপর**

ব্রিটেনের কার্পাস শিল্পের ইতিহাসপ্রণেতা বেইনসকে বাংলার মসলিন এতটাই বিস্ময়ের ধাঁধায় ফেলে দেয় যে, তিনি বলতে বাধ্য হন— 'এগুলো কোনো পরী বা কীটপতঙ্গের বোনা— মানুষের দ্বারা এ বুনন সম্ভব নয়।' আসলে মসলিনের সূক্ষ্মতার যে বর্ণনা কালে কালে ইতিহাসের পাতায় গাথা আছে, তাকে বাস্তব মনে হয় না, রূপকথার গল্পের মতো শোনায়। কিন্তু তার বাস্তব ইতিহাস বহু দেশের বহু ঐতিহাসিকের তথ্যে প্রমাণ

**৫ মসলিনের পুনর্জন্ম**

গাজীপুরের শ্রীপুরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় এ তুলা চাষ করে তা থেকে সুতা তৈরি করে স্থানীয় কারিগর দিয়ে দুটি মসলিন শাড়িও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ২৫০ কাউন্ট সুতার তৈরি কাপড়কে বলা হয় মসলিন। ফুটি কার্পাস গাছের তুলা দিয়ে দুজন স্থানীয় তাঁতীদের দিয়ে যে কাপড় বুনন করেছে, তা ৩০০ কাউন্টের। তাই ধরে নেয়া যায় শত বছর পর নতুন করেই ফিরে আসছে কাঙ্ক্ষিত মসলিন

**৬ সাক্ষাৎকার : সাইফুল ইসলাম**

'আমাদের উদ্দেশ্য মসলিনের ঐতিহ্য ধরে রাখা। পাশাপাশি আমরা চাই তাঁতিদের যেন স্বীকৃতি দেয়া হয়। আর আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে কেউ এটাকে নিয়ে উদ্যোগী হবেন। শুধু তো কাপড়ের ব্যবসায় হবে না। আমরা চাই আমাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এগুলো ব্যবহার করা হোক। আমার মনে হয় সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজেরাও কেউ এগিয়ে আসতে পারেন। আমরা সহযোগিতা করব'

**৮ মসলিন কথকতা**

প্রাচীন সাহিত্যে মসলিনকে 'বাতাসের জাল', 'সুতার বাষ্প', 'সিল্কের জাল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, পেরিপ্লাস এবং টলেমির যুগেই বাংলাদেশের বস্ত্রের সুনাম রোম এবং মিসরে পৌঁছে গিয়েছিল। কথিত আছে, রোমান নারীদের মধ্যে মসলিন দারুণ জনপ্রিয় ছিল। কিংবদন্তি আছে, রোমের বাজারে এক আউন্স মসলিন বিক্রি হতো এক আউন্স স্বর্ণের দামে



প্রচ্ছদ : মসলিনের মোগল সাজসজ্জা। সাদা মসলিনে ফুল, লতাপাতার মোটিফের এমব্রয়ডারি; সঙ্গে সোনালি রঙের বাহারি সুতার কাজ

**১১ ইলিয়াসের ব্যথার জগৎ**

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ দেখা হয় বৈশাখের এক পড়ন্ত বেলায়। রৌদ্রদগ্ধ কলকাতার পিচ পথের তখন আগুনের হলকা ছড়াচ্ছে। কলকাতার বিখ্যাত বৈকালিক বাতাস (যে আজীবন কলকাতাবাসীরা খুব কমই শনাক্ত করে) বইতে শুরু করেছে। এ রকম সময়ে আমি এবং আমার ভাই মিছির গাড়ি থেকে পার্কসার্কাস ট্রাম ডিপোর কাছে নামলাম

**১৩ খুশবন্ত সিংয়ের ইন্দিরা গান্ধী**

'ইন্দিরা গান্ধীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তিনি শান্তিনিকেতন গেছেন, তারপর বিদেশে ব্যাডমিন্টন স্কুলে, তারপর অক্সফোর্ডে। তিনি কোথাও পরীক্ষায় পাস করেননি। কোনো ডিগ্রিও জোগাড় করতে পারেননি। শিক্ষিত মানুষ হিসেবে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁর মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতা জন্মে বলে আমার ধারণা। যখন তিনি তাঁর অসুস্থ মা কমলাকে নিয়ে সুইজারল্যান্ড যান, ফরাসি ভাষা শেখেন'

**১৪ চোখের দেখায় পুরো বিশ্ব**

সত্যি যখন এশিয়া আর্ট আর্কাইভে সমাহার ছিল; রঙ-বেরঙের বইয়ের সংগ্রহ, কত নতুন-পুরনো বই। মূল আয়োজকদের পরিবেশনায় ছিল দেশী-বিদেশী ম্যাগাজিন। শিল্পধারায় সিনেমা বাদ থাকবে কেন? তাই নিয়মিত চলেছে ছবির প্রদর্শনী। আর সেখানেও দর্শকের কমতি ছিল না। ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে আয়োজন করা হয়েছিল কবিতার পরিবেশনার। সব মিলিয়ে এ যেন ছিল এক শিল্পমেলা, যেখানে চাইলেই একজন দর্শক ইচ্ছামতো শিল্পের রাজ্যে হারিয়ে যেতে পেরেছেন

**১৬ প্রলয়ের রাতে মুক্তপাখি**

ওই দিন ছিল পাকিস্তান দিবস। সারা বাংলাদেশে শুধু রাষ্ট্রপতি ভবন ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি। সবখানে উড়ছে বাংলাদেশের নতুন পতাকা। পল্টনে ছাত্ররা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে আমার সোনার বাংলা গানটি গায়। সেখান থেকে ৩২ নম্বরে এসে সেই পতাকা মুজিবের হাতে তুলে দেয়। সেই পতাকা ওঠানো হয়। ছাত্ররা অভিবাদন জানায়

সম্পাদক ও প্রকাশক : দেওয়ান হানিফ মাহমুদ বিজনেস মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে বণিক বার্তার প্রধান কার্যালয় হিসেবে সম্পাদক কর্তৃক বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত এবং [illegible] প্রিন্টার্স লি., [illegible], তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত। বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বিডিবিএল ভবন (লেভেল ১৭), ১২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫। পিএবিএক্স : [illegible] ২৫, ওয়েব : www.bonikbarta.com ই-মেইল : silkroute@bonikbarta.com

● ঢাকাই মসলিনের পোশাক পরিহিত ঢাকার নারী (১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে)। শিল্পী: ফ্রাঞ্চেসকো রেনালডি (উপরে)। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে উৎপাদিত ঢাকাই মসলিন

# বাংলাদেশের মসলিনের ইতিহাস ঐতিহ্যের পূর্বাপর

সাইমন জাকারিয়া

বাংলাদেশের সুপ্রাচীনকালের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের গৌরবময় স্মারক হলো মসলিন। প্রথম খ্রিষ্টাব্দের প্রথম শতকেই রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে অভিজাত রোমান নারীরা ঢাকার মসলিন পরে দেহ-সৌষ্ঠব প্রদর্শন করতে ভালোবাসতেন। একই শতকে রচিত 'পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি' শীর্ষক গ্রন্থে মসলিন সম্পর্কে বিশেষ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এতে মোটা ধরনের মসলিনকে মলোচিনা, প্রশস্ত ও মসৃণ মসলিনকে মোনাচি এবং সর্বোৎকৃষ্ট মসলিনকে গেনজেটিক বা গঙ্গাজলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, পেরোক্ত 'গঙ্গাজলী' বা 'গঙ্গার জল' শাড়ির কথা খ্রিষ্টীয় বিশ শতকের বাংলাদেশে প্রচলিত 'সোনাই বিবির পালা'তে প্রত্যক্ষ করা যায়, যেমন— 'পরথমে পাইড়াইল শাড়ি ভাইরে/ শাড়ির নামে গঙ্গার জল/ দুখেতে নাইলে শাড়ি/ আরও করে টলমল রে।/ পানিতে থুইলে গো শাড়ি/ শাড়ি পানিতে মিলায়/ শুখেনায় থুইলে শাড়ি ভাইরে/ পিপড়ায় টাইন্যা লইয়া যায় রে।' এখানে প্রথম খ্রিষ্টাব্দে ভিনদেশীদের বর্ণিত মসলিনের বিবরণের সঙ্গে বাংলাদেশের মৌখিক রীতিতে প্রচলিত কিসসা পালার বর্ণনের অসাধারণ সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তার অর্থ মসলিনের দুই হাজার বছরের স্মৃতিসত্তা লোকায়ত বাংলাদেশের মানুষের চেতনায় সজীব রয়ে গেছে। পাশাপাশি মসলিনের ইতিহাস অন্বেষণে প্রাচীনকালের হেরোডোটাস, স্ট্রাবো থেকে টলেমি, প্লিনি পর্যন্ত অনেক ইতিহাসবিদের রচনায় ঢাকাই মসলিনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গবেষক বার্ড উড প্রমুখ গবেষণা করেছেন যে, ঢাকাই মসলিন প্রাচীন এশিরীয় ও বেবিলনে বিশেষ খ্যাতিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। উইলফোর্ড মন্তব্য করেছেন, একটি বেবিলিয়ান বস্ত্র তালিকাতে ঢাকাই মসলিনের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিলাস-ব্যসনেও ঢাকাই মসলিন ব্যবহার হতো। মিসরের প্রাচীন কবরে বাংলাদেশের নীলে রঞ্জিত ও মসলিনে জড়ানো মমির সন্ধান পাওয়া গেছে। ইয়েটস বলেন, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঢাকাই মসলিন গ্রিসে বিক্রি হতো।

মসলিনের সূক্ষ্মতার কথা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানা যায়। যেমন— প্লিনি অভিযোগ করেছেন যে, মসলিনের ক্ষীণ আবরণ দিয়ে রোমান সুন্দরীরা দেহের বঙ্কিম রেখা প্রকাশ করতেন। শুধু তাই নয়, ঢাকার 'কুনা' মলমল নামের বিশেষ ধরনের মসলিন পরার কারণে গ্রিক যুবকরা সেখানকার দার্শনিক ও ব্যঙ্গকাব্য লেখক-কবিদের কঠোর সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। এছাড়া কুলকা নামের একটি প্রাচীন তিব্বতি গ্রন্থে কুনা মলমল পরিহিতা

এক শ্রেণীর ধর্মতাত্ত্বিককে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এমনকি সাত পাঁচ আবরোঁয়া মসলিন পরার পরও উলঙ্গ ভ্রমে শাহজাদী জেব-উন্নেসাকে পিতা বাদশাহ আওরঙ্গজেব তিরস্কার করেছিলেন। বিভিন্ন লেখকদের এসব ঘটনা মসলিনের সূক্ষ্ম বুননশৈলী ও মিহি কাপড়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেয়।

বাংলাদেশের মসলিন ও বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য বহু বিদেশী পর্যটককে মুগ্ধ করেছে। দ্বিতীয় নবম শতকে আরব পর্যটক ও ভূগোলবিদ সুলেইমান সিলসিলাত-উৎ-তাওয়ারিখ শীর্ষক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন— রুমী নামের এক রাজ্যে (খুব সম্ভবত বর্তমান বাংলাদেশ) এমন এক ধরনের মিহি ও সূক্ষ্ম বস্ত্র পাওয়া যায় যে, ৪০ হাত লম্বা ও দুই হাত চওড়া এমন একটি কাপড় একটি ছোট আংটির মধ্য দিয়ে অনায়াসে চালাচালি করা যায়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশে আসেন আফ্রিকার মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবনে বতুতা, তিনি সোনারগাঁয়ে উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরি হতে দেখেন। তিনি তা দেখে চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করেন— এমন উন্নত মানের বস্ত্র হয়তো সারা দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। পঞ্চদশ শতকে চীনা পর্যটক মাহুয়ান সোনারগাঁয়ে মলমল ও অন্যান্য প্রকৃতির মসলিন তৈরি প্রত্যক্ষ করেন। এর পর ষোড়শ শতকে ইংরেজ পর্যটক র‍্যালফ ফিচ, পর্তুগিজ পর্যটক ডুয়ার্টে বারবোসা এবং সপ্তদশ শতকের ডাচ পর্যটক ট্যাভার্নিয়ার বাংলাদেশের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে মসলিন তৈরি প্রত্যক্ষ করেন এবং মসলিনের সূক্ষ্ম ও মিহি বুননের প্রচুর প্রশংসা করেন। শুধু বিদেশী পর্যটক নন, বাংলাদেশে তৈরি মসলিনের সূক্ষ্ম, মিহি ও দৃষ্টিনন্দন বুননে বিস্ময় প্রকাশ করেন ইংরেজ কোম্পানির সরকারি ঐতিহাসিক রবার্ট ওরম। তিনি দ্বিতীয় ১৭৫০ সালে বাংলাদেশে অবস্থান করার সূত্রে মসলিনের বুনন ও ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন। তিনি লিখেছেন— 'এমন অবিশ্বাস্য রকমের সূক্ষ্ম কাপড় কী করে যে এখানকার মানুষ তৈরি করতে পারে, তা আমার কাছে একটি ধাঁধা। বিশেষ করে এই কারণে যে, এসব কাপড় তৈরি করতে যেসব যন্ত্রপাতি অপরিহার্য মনে হয়, তা থেকে এরা বঞ্চিত।' রবার্ট ওরম বাংলা ও তার বাংলাদেশের জন্য ঢাকায় যেসব আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও মিহি বস্ত্র তৈরি হতো, তাও প্রত্যক্ষ করেন এবং বলেন— এসব বস্ত্র এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে এগুলোর দাম ইউরোপীয়দের জন্য যে বস্ত্র তৈরি হয়, তার ১০ গুণ। ব্যাখ্যায় তিনি জানিয়েছেন, বাংলার তাঁতিদের বিশেষ ধরনের অনন্য দক্ষতার জন্যই এত উচ্চমানের বস্ত্র তৈরি সম্ভব হয়েছিল। তিনি আরো বলেন— যান্ত্রিক ব্যাপারে এদেশীয় তাঁতিদের দক্ষতার অভাব থাকলেও তাদের মধ্যে সার্বিক সংবেদনশীল নমনীয়তা ছিল। এ দেশের তাঁতিদের হাত যেকোনো ইউরোপীয় সুন্দরীর হাতের চেয়ে আরো কোমল আর সুন্দর ছিল।

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলার তাঁতীরা কোনো 'মেশিন' ছাড়াই নিজেদের উদ্ভাবিত অতি সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি করেন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, বাংলাদেশে সেকালে মসলিন বা অন্যান্য সূক্ষ্ম-মিহি বস্ত্রের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সস্তা ও মোটা বা মাঝারি মানের বস্ত্রও তৈরি হতো। সস্তা বা মোটা ও মাঝারি মানের বস্ত্র ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো আসার আগে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রচুর রফতানি হতো। কিন্তু সূক্ষ্ম ও মিহি বস্ত্র রফতানি হতো মূলত আগ্রা, লাহোর, মুলতান, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর অঞ্চলে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোও সাধারণ বস্ত্রের সঙ্গে কিছু মিহি সুতার বস্ত্র রফতানি করত। তবে রাজা-বাদশাদের জন্য তৈরি খুব বেশি দামি মসলিন তারা তেমনভাবে রফতানি করত না, কারণ তার খদ্দের পাওয়া বেশ মুশকিল হতো।

গবেষকদের মতে, মসলিন তৈরির প্রাচীনতম কেন্দ্র ছিল অধুনা ভাওয়াল জঙ্গলে পরিবেষ্টিত কাপাসিয়া। মধ্যযুগে ঢাকাই মসলিন তৈরির প্রধান উৎপাদনকেন্দ্রে পরিণত হয় সোনারগাঁ এবং আধুনিক যুগে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাবেষ্টিত ১ হাজার ৯৬০ বর্গমাইলজুড়ে উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরি হতো। এ অঞ্চলে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ৪ হাজার ১৬০টি তাঁতে মসলিন তৈরি হতো। ঢাকা, সোনারগাঁ, ডেমরা, তিতবর্দী, বালিয়াপাড়া, নাপাড়া, মৈকুলি, বাহারক, চরপাড়া, বাশতৈল, নবীগঞ্জ, শাহপুর, ধামরাই, সিদ্ধিগঞ্জ, কাঁচপুর প্রভৃতি জায়গা মসলিন তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিল।

মসলিন তৈরির জন্য প্রয়োজন হতো বিশেষ প্রকারের সূক্ষ্ম সুতা, যা অন্য কোথাও থেকে আমদানি করা হতো না। বরং বাংলাদেশের মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদী-তীরবর্তী এলাকায় বরাতি ও ফুটি কার্পাসের আবাদ করা হতো। সেই কার্পাসের তুলা থেকে ১৬ থেকে ৩০ বছরের মেয়েরা তাদের স্পর্শকাতর আঙুলের সাহায্যে মিহি সুতা তৈরি করতেন। তবে মেঘনা নদী-তীরবর্তী ফুটি কার্পাসের তুলা থেকে তৈরি সুতাই ছিল উন্নত মানের মসলিন তৈরির মূল উপকরণ। বরাতি কার্পাসের সুতায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের মসলিন তৈরি হতো।

● ৪০ হাত লম্বা এবং দুই হাত চওড়া মসলিনের টুকরোকে একটি আংটির ভেতর দিয়ে নড়াচড়া করানো যেত (উপরে)। মসলিন প্রস্তুতের তুলা (মাঝে)। মোগল দরবারে মসলিন খুবই জনপ্রিয় ছিল। মোগল অন্তঃপুরে মসলিনের পোশাক পরিহিত তরুণ-তরুণী

কার্পাস তুলা থেকে সুতা উৎপাদনের পর সুতা নাটান, টানা হোতান, সানা বাঁধা, নারদ বাঁধা, বু-বাঁধা ইত্যাদি পর্যায় অতিক্রম করার পর মসলিন বোনা হতো। কিন্তু মসলিন বোনার পর আরো অন্তত তিনটি পর্যায় অতিক্রমের মাধ্যমে মসলিন বাজারজাত হতো। যার মধ্যে ছিল— কাপড় ধোয়া, সুতা সুনিপুণ করা ও রিফু করা এবং ইস্ত্রি, রঙ ও ছুঁচের কাজ। পরিশেষে থাকত কাপড়ের গাঁটরি বাঁধা। মজার ব্যাপার হলো, মসলিন উৎপাদন ও বিপণনের জন্য প্রতিটি ধাপে আলাদা আলাদা পেশাজীবী ছিলেন। প্রতিটি পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা পেশাজীবী কাজগুলো সম্পন্ন করতেন। তাই মসলিন তৈরি ও বিপণন ছিল মূলত এক ধরনের সামাজিক পেশাজীবীর কর্ম, যার প্রতিটি স্তরে দক্ষতার সুষম বিন্যাস ছিল।

বিভিন্ন গবেষণায় অন্তত ১৫ প্রকার মসলিনের নাম পাওয়া যায়, যেমন— ১. মলবুস খাস: যা সাধারণত মোগল বাদশাহ ও পরিবারের লোকজন ব্যবহার করতেন, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মোগল বাদশাহদের জন্য মসলিন পাঠানো বন্ধ হয়ে গেলে মলমল খাস নামে আরেক ধরনের উন্নত মানের মসলিন তৈরি শুরু হয়। ২. সরকার-ই-আলা (আলি): বাংলার নবাব সুবাদারদের জন্য এগুলো তৈরি হতো। ৩. আব-ই-রওয়ান: প্রবহমান পানির সঙ্গে মিশে যেতে পারত এ ধরনের মসলিন। ৪. ঝুনা: নবাব-বাদশাহ শুধু নয়, ধনী ও বিত্তশালী পরিবারের মেয়েরা ঝুনা ব্যবহার করতেন; তাছাড়া গায়িকা ও নর্তকীরাও ঝুনার তৈরি জামা ব্যবহার করতেন। ৫. শবনম: এত মিহি ছিল যে, ভোরবেলা শিশির ভেজা ঘাসে শুকোতে দিলে শিশির আর এ মসলিনের পার্থক্য বোঝা যেত না। ৬. নয়নসুখ বা তনসুখ: সাধারণত গলাবন্ধ রুমাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ৭. খাসা: অত্যন্ত মিহি, সূক্ষ্ম ও ঘন করে বোনার জন্য বিখ্যাত ছিল। ৮. আলাবালি বা আলিবালি। ৯. তনজেব: শরীর বা দেহের সৌন্দর্যবর্ধক হিসেবে এ মসলিনের সুনাম ছিল। ১০. তরন্দাম: অন্যান্য মসলিনের তুলনায় কিছুটা মোটা। ১১. সরবন্দ: ইউরোপের মেয়েরা সরবন্দ দিয়ে তৈরি জামা, রুমাল ও স্কার্ফ ব্যবহার করতেন এবং উচ্চপদস্থরা সরবন্দ মসলিনে তৈরি মাথার পাগড়ি পরতেন। ১২. ডুরিয়া বা ডোরিয়া: সাধারণত ডোরা বা সিরোঙ্ক জাতীয় তুলা থেকে ডোরিয়া মসলিন বোনা হতো, এ ধরনের মসলিন একটু মোটা ছিল বলে তা দিয়ে ছেলেমেয়েদের জামা বানানো হতো। ১৩. চারকোনা: চার কোণবিশিষ্ট মসলিনকে চারকোনা বলা হতো। ১৪. জামদানি: যেসব মসলিনে তাঁতেই নকশা করা হতো, সেগুলোকে জামদানি বলা হতো। মোগল বাদশাহদের মলবুস খাস তাঁতখানার এক বড় অংশে শুধু জামদানিই বোনা হতো। বাদশাহ, আমির-ওমরাহ, নবাব, সুবাদার ছাড়াও বহু ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর কাছে জামদানির বেশ চাহিদা ছিল। ১৫. বদন-খাস: সূক্ষ্ম বুননের বদন-খাস দিয়ে গায়ে পরার সাধারণ জামা তৈরি করা হতো।

ব্রিটেনের কার্পাস শিল্পের ইতিহাসপ্রণেতা বেইন্সকে বাংলার মসলিন এতটাই বিস্ময়ের ধাঁধায় ফেলে দেয় যে, তিনি বলতে বাধ্য হন— 'এগুলো কোনো পরী বা কীটপতঙ্গের বোনা— মানুষের দ্বারা এ বুনন সম্ভব নয়।' আসলে মসলিনের সূক্ষ্মতার যে বর্ণনা কালে কালে ইতিহাসের পাতায় গাঁথা আছে, তাকে বাস্তব মনে হয় না, রূপকথার গল্পের মতো শোনায়। কিন্তু তার বাস্তব ইতিহাস বহু দেশের বহু ঐতিহাসিকের তথ্যে প্রমাণ।

সম্প্রতি আমার সৌভাগ্য হয়েছে বাংলাদেশের দুই সহস্রাধিক বছর প্রাচীন মসলিনের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে রচনায় ইংরেজি নামে একটি পুস্তিকা রচনার। ৬ ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশ-বিদেশী উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের সামনে সাধনা নামের একটি সংগঠন তা ঢাকার আহসান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে। সেই নৃত্যনাট্য বাংলাদেশের মসলিনের বিবর্তনের ইতিহাস এবং দেশীয় তাঁত শিল্পের গৌরবগাথার সামগ্রিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করি। শুধু তা-ই নয়, আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি চর্যাপদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে প্রচলিত মৌখিক ঐতিহ্যে মসলিন প্রসঙ্গ নানাভাবে চর্চিত হয়েছে, তার কিছু সূত্র উল্লেখ করেছি। অদূর ভবিষ্যতে মসলিনের সামগ্রিক ইতিহাস নির্মাণে তা সহায়ক হলে আমাদের শ্রম ও ব্রত সার্থক হবে বলে মনে করি।

উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধ রচনায় যাদের গবেষণাকর্ম গৃহীত হয়েছে, তারা হলেন— ঢাকাই মসলিন রচয়িতা আবদুল করিম, আমাদের প্রাচীন শিল্প গবেষক তোফায়েল আহমদ, ঢাকার মসলিনের লেখক মুনতাসীর মামুন, পৃথিবীর তাঁতঘর বাংলার বস্ত্রশিল্প ও বাণিজ্যের লেখক সুশীল চৌধুরী, জামদানীর লেখক মোহাম্মদ সাইফুল, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম থেকে প্রকাশিত মসলিন শীর্ষক গ্রন্থের লেখক সোনিয়া আশমোর প্রমুখ।

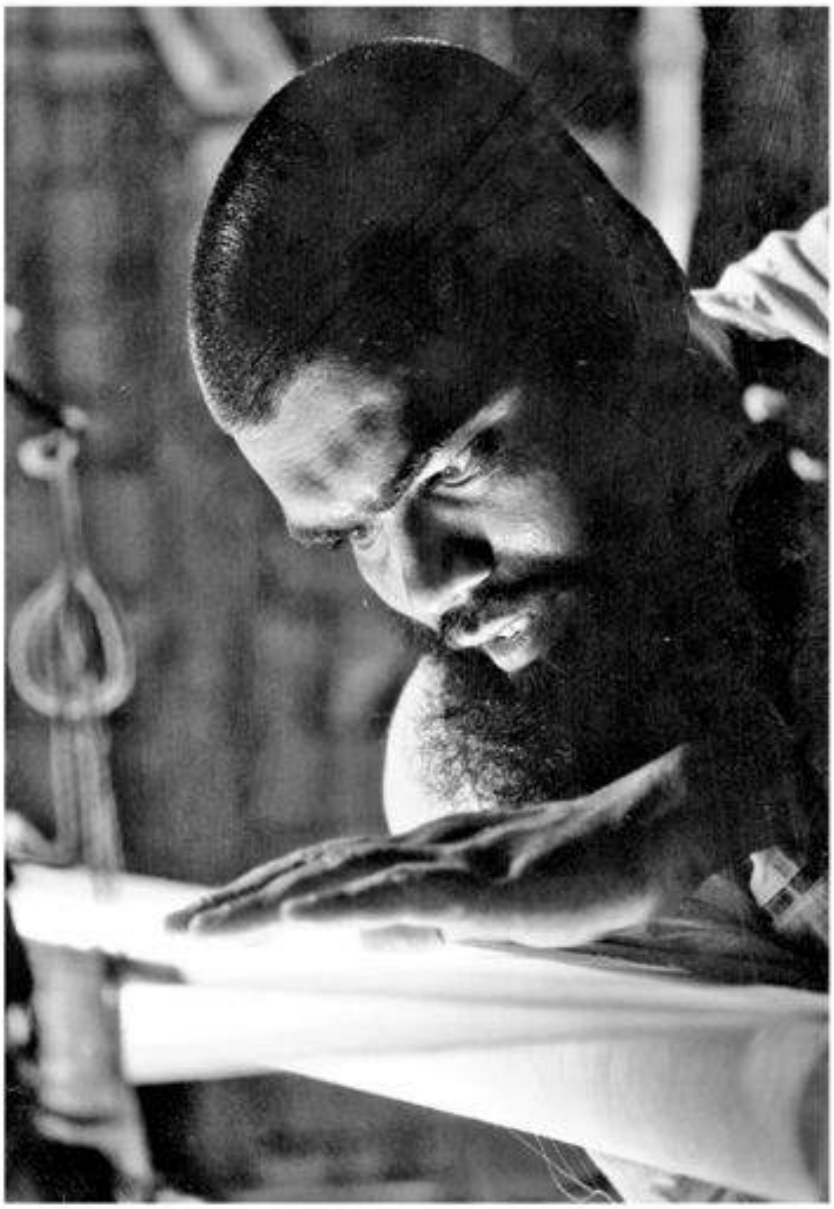

# মসলিনের পুনর্জন্ম

রুহিনা ফেরদৌস

উনিশ শতকের মলমলের জমজমাট সময় তখন, কারিগরের আঙুল অহর্নিশ ব্যস্ত মসলিনের সূক্ষ্ম বুননে— হাজার হাজার তাঁতি জড়িত সে কাজে। কথিত রয়েছে, লাখ লাখ মসলিন কাপড় থেকে বাছাই করে মাত্র পাঁচ হাজার মসলিন যেত রাজদরবারে। এমন অনেক গল্প প্রচলিত মলমল ও এর ইতিহাস নিয়ে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব আর বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার মুহূর্তে বদলে দেয় এ অঞ্চলের তাঁতিদের নিয়তি।

যন্ত্রের হাজার হাজার টন কাপড় উৎপাদনের সঙ্গে পেরে ওঠেনি আমাদের তাঁতিদের মানবিক হাতগুলো। বাজার হারায় মসলিন। অতীত পুরুষের পেশা হারিয়ে কোনো মসলিন কারিগর হয়তো চাষী হয়েছেন, কেউবা নৌকার মাঝি, কেউবা খুঁজে নিয়েছেন অন্য উপায়। ফুটি কার্পাসের তুলা থেকে পাওয়া যেত মসলিনের সুতা। তবে বাজার হারানোয় চাষাবাদ বন্ধ হয়ে যায় এর। মসলিনের আঁতুড়ঘর বাজিতপুর আর জঙ্গলবাড়ী এখন ইতিহাস, যে তাঁতিরা মলমল বুনে জীবন পার করেছেন, তারা কেবলই গল্প। এভাবেই হারিয়ে যায় একসময়ের ঐতিহ্য মসলিন।

দুইশ বছরের শূন্যতা ক্রমে গিলে নিয়েছে বাজিতপুর আর জঙ্গলবাড়ীর মসলিন কারিগরদের। মসলিনের অন্যান্য চিহ্নগুলোও অদৃশ্য আজ। তাঁতবাড়ির ঠিকানা মেলে না বর্তমান মানচিত্রে। মসলিনের সহোদরা হয়ে টিকে আছে একালের জামদানি। নোয়াপাড়া, রূপসী, তারাবো, কাজীপাড়া, মাহিপুর, বোয়ালমারীসহ ঢাকার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে বুনন হয় এ কাপড়ের। ১৯৯৩ সালে রূপগঞ্জ উপজেলার নোয়াপাড়ায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) ১৪ একর জায়গা নিয়ে প্রতিষ্ঠা করে জামদানি পল্লী। সেখানে প্রায় ৪০০ পরিবারের বসবাস, যারা জড়িত জামদানি বুননের সঙ্গে।

তবে মসলিনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় নামা হয়েছে আবারো। সম্প্রতি দৃক আয়োজিত মসলিন উৎসব ইতিবাচক পরিণতির পথ দেখায়। সতেরো, আঠারো শতকে ঢাকাই মসলিনের যে কদর, যে ঐতিহ্য, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস নিয়েছে দৃক। তিন বছরের বেশি সময় গবেষণা চালিয়ে তাদের গবেষক দল খুঁজে পেয়েছে মসলিনের মূল উৎস 'ফুটি কার্পাস তুলা'।

গাজীপুরের শ্রীপুরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায় এ তুলা চাষ করে তা থেকে সুতা তৈরি করে স্থানীয় কারিগর দিয়ে ফুটি মসলিন শাড়িও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। ২৫০ কাউন্ট সুতায় তৈরি কাপড়কে বলা হয় মসলিন। ফুটি কার্পাস গাছের তুলা দিয়ে দৃক স্থানীয় তাঁতিদের দিয়ে যে কাপড় বুনন করেছে, তা ৩০০ কাউন্টের। তাই ধরে নেয়া যায় শত বছর পর নতুন করেই ফিরে আসছে কাঙ্ক্ষিত মসলিন।

● শানা তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

● বাংলাদেশের রূপগঞ্জের তাঁতি মোমিন

# মসলিন আবার ফিরবে

জাতীয় জাদুঘরে চলছে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব। দুই বছরের বেশি সময় ধরে দৃক-বেঙ্গল মসলিন দলের গবেষণার ফলাফল এ আয়োজন। ঐতিহাসিক দিক, নকশা, ইতিহাসে মসলিন তৈরিতে আমাদের ভূমিকা তুলে ধরার পাশাপাশি মসলিন-সংক্রান্ত শিল্পকর্ম ও পোশাক প্রদর্শিত হচ্ছে এখানে। আয়োজনটির নেপথ্যে রয়েছেন **সাইফুল ইসলাম**। ২০১২ সাল থেকে দৃকের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত তিনি। মসলিন উৎসব ২০১৬-এর আয়োজন নিয়ে তার মুখোমুখি হই আমরা। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **রুহিনা ফেরদৌস**

সাইফুল ইসলাম

প্রশ্ন: মসলিন, গৌরবময় ইতিহাস— অনেক অনেক আগেই বিলুপ্ত প্রায়, সেই হারানো গৌরব বা শিল্প আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ কীভাবে সম্ভব হলো?

মসলিন এ অঞ্চলে এতই সমৃদ্ধ ছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রায় ৭৫ শতাংশ আয় মসলিন ব্যবসার মাধ্যমে আসত। একসময় মসলিনের এতই সুনাম ছিল যে কার্ল মার্কস, ইবনে বতুতা, মার্কো পোলো থেকে শুরু করে আরব কিংবা চীনা ইতিহাসবিদরাও মসলিন নিয়ে লিখেছেন। দুঃখজনক ওই প্রশংসাগুলো আমাদের কান পর্যন্ত সবসময় আসেনি আর ওই মসলিনের কাপড়গুলোও আমাদের কাছে নেই। মসলিন নিয়েও আমাদের গবেষণা কম। তাই দৃক এগিয়ে আসে। উদ্যোগটা দৃকের, তবে এ যাত্রার ভেতরে দিয়ে নানা সময়ে আমরা অন্যদের সঙ্গে জড়িয়ে যাই। তখন আমাদের ভাবনায় আসে, মসলিন নিয়ে আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ উদ্যোগটাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

প্রশ্ন: মসলিনের ফিরে আসা ও মসলিন উৎসব ২০১৬ পেছনের গল্পটা আরো বিশদ শুনতে চাই?

ইংল্যান্ডে মসলিন নিয়ে কাজ করে, এমন একটি সংগঠন স্টেপনি ট্রাস্ট। ২০১৩ সালের অক্টোবরের স্টেপনি ট্রাস্ট ইংল্যান্ডে দারুণ একটা প্রদর্শনী করে। পাশাপাশি তারা একটি বইও বের করে মসলিনের ওপর। ইংল্যান্ডেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। একসময় ওদের পক্ষ থেকে আমাকে জানানো হলো, মসলিনের ওপর একই ধরনের একটি প্রদর্শনী তারা বাংলাদেশেও করতে চায়। তাদের কথা শুনে আমি বললাম, আপনারা করতে পারেন, দৃকের গ্যালারি রয়েছে। কিন্তু ওরা বলল, প্রদর্শনীটি দৃকের পক্ষ থেকে করা হোক। আমি দেশে এলাম। সবার সঙ্গে কথা বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম প্রদর্শনীটির সঙ্গে আরো কিছু বিষয় যুক্ত করতে হবে, প্রকৃতিটা আরো ব্যাপক পরিসরে হওয়া

• অতি বেগুনি রশ্মির আলোয় দৃশ্যমান মসলিন পোশাক

উচিত। কেবল কয়েকটা জামা নিয়ে আমরা প্রদর্শনী করব, কিন্তু সঙ্গে কোনো তথ্য থাকবে না, বিষয়টা ঠিক মনঃপূত হলো না।

প্রশ্ন : তার পর এটা বর্তমান পর্যায়ে কীভাবে এল?

সময়টা ২০১৪ সালের মার্চ। আমরা প্রথমে খোঁজ নিলাম মসলিন নিয়ে তথ্যগুলো কার কার কাছে থাকতে পারে। এর পর ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল, রুবী গজনবী, সমাজকর্মী হামিদা হোসেনসহ আরো অনেকের সঙ্গে মসলিন নিয়ে কথা বললাম। এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক ইনস্টিটিউট খুঁজে বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে সেখান থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করলাম। তত দিনে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে এপ্রিল মাস। কাজটি করতে গিয়ে একটু আশ্চর্য লাগল যে, সবাই আমরা 'মসলিন' নিয়ে কথা বলি; কিন্তু এ সম্পর্কে খুব একটা জানি না। সবাই জানে মসলিন মিহি, সূক্ষ্ম কাপড়, মোগলরা ব্যবহার করত, পরে ইংরেজরা নিপুণ কারিগরদের আঙুল কেটে দিয়েছে— কিন্তু মসলিন সম্পর্কে এর বেশি কোনো তথ্য জানা নেই অনেকেরই। এই যেমন— কেউ বলতে পারে না মসলিনের কত ধরনের নকশা ছিল, এটা কত দামে বিক্রি হতো, মসলিনের সুতা তৈরিতে যে তুলা ব্যবহার করা হতো, সে তুলাগাছের নামটা কী কিংবা কোন বছর সবচেয়ে বেশি মসলিন বানানো হয়েছিল, কীভাবে মসলিন হারিয়ে গেল কিংবা মসলিনের বিরুদ্ধে কী কী আইন আনা হয়েছিল।

প্রশ্ন : ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব-পরবর্তী আধুনিক বাষ্পশক্তি আর যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি ঢাকার মসলিন। পাশাপাশি রয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নেতিবাচক বাণিজ্যও...

এটা তো একটা দিক। অন্য দিকটা হচ্ছে, মসলিনের শৈল্পিক বিষয়টা। নকশাগুলো কোত্থেকে এল, এর বুনন ইত্যাদি। এ তথ্যগুলো কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না। তাই আমরা মসলিনকে তুলে ধরতে গেটা ব্যাপারটা আরো সুন্দর করে করার তাগিদ বোধ করি। এর পর আমাদের যে প্রশ্নটার মুখোমুখি হতে হয় তা হচ্ছে, এ অঞ্চলে এত এত মসলিন বুনন হতো, সেগুলো কোথায় কিংবা আমাদের কাছে নেই কেন? যে অঞ্চলে বছরে প্রায় পাঁচ লাখ মসলিন কাপড় বানানো হতো! মসলিনের দীর্ঘ ইতিহাসে যে লাখ লাখ কাপড় তৈরি হয়েছে, সেগুলো কোথায়? আমরা খোঁজ শুরু করলাম, জানলাম যে বিদেশের কিছু মিউজিয়ামে রয়েছে এ মসলিন।

প্রশ্ন : দৃক তাদের নিজস্ব দল তৈরি করে গবেষণা করেছে মসলিন নিয়ে যদ্দুর জেনেছি...

মসলিন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারলাম, এই সুতা যে তুলা দিয়ে তৈরি হতো, ওই গাছটি ছিল ভিন্ন একটি গাছ। ২০১৩ সালের এপ্রিল থেকে শুরু করে জুলাই পর্যন্ত মসলিনের এসব তথ্য সংগ্রহ করতেই সময় চলে গেল আমাদের। এর পর আমি আবার ইংল্যান্ডে যাই। ওখানে গিয়ে এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করি। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন লাইব্রেরি ঘুরে মসলিনের ওপর যে বইগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো পড়ি। এর পর ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জর্ডান ঘুরে বছর শেষে ভারতে যাই। ওখানে গিয়ে বেশকিছু তথ্য হাতে আসে। পাশাপাশি মসলিন নিয়ে কিছু তথ্য আমরাও জেনেছি। তত দিনে ২০১৫ সাল শুরু হয়েছে। ভারতে গিয়ে দেখলাম, ওখানে বেশকিছু তথ্য আছে, যা লোকের জানা নেই। এবং আমরা আমাদের এই যে সংস্কৃতির দিকটা বলি, এর মধ্যে বিরাট ব্যাপার ছিল ক্রাফটের গল্পটা। কিন্তু এই ক্রাফটের বিষয়টি অন্যরা বলছে, আমরা বলছি না। যেখানে এটা সম্পূর্ণ আমাদের জিনিস। আমাদের মনে হলো, বিষয়টিকে শোধরানো উচিত। মসলিন নিয়ে আমরা সবাই বড়জোর দুই পাতার আর্টিকেল লিখি, কিন্তু এর গভীরে যাই না। অন্যদিকে বিদেশের লোকেরা কিন্তু গভীরে যাচ্ছে এবং তারা নিজেদের মতো বলছে।

প্রশ্ন : কী বলছে বিদেশের লোকেরা বা মসলিন নিয়ে নতুন কী ধরনের তথ্য তুলে আনছে? সব কি সঠিক বলছে তারা?

ওদের সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একমত আবার অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন মত পোষণ করি আমরা। আমি মনে করি, বাংলাদেশের কথা তারা তুলে ধরে না। এখান থেকেই আমাদের ভিন্নভাবে ভাবনার শুরু। ঠিক করলাম মসলিন নিয়ে প্রদর্শনী করব। তখন প্রশ্ন এল— প্রদর্শনীটি কোথায় হবে? মনে হলো আমাদের জাতীয় জাদুঘরের কথা। বিষয়টি নিয়ে আমরা সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরকে অবহিত করলাম। তিনি দারুণ উৎসাহিত হলেন, সব রকম সহযোগিতা করলেন।

প্রশ্ন : এক পর্যায়ে এ আয়োজনে বাংলাদেশের ফ্যাশন হাউজ আড়ংও সম্পৃক্ত হয়েছে...

আড়ং দেশের অন্যতম ফ্যাশন হাউজ, বিদেশেও তাদের ক্রাফটের পরিচিতি রয়েছে। দৃক থেকে আমরা যখন মসলিন নিয়ে এমন উদ্যোগের কথা তাদের বললাম, তারাও দারুণ উৎসাহ দেখাল। এভাবেই দৃকের সঙ্গে জাদুঘর আর আড়ং যুক্ত হলো। আমরা পরিকল্পনা করলাম, দৃকই মূল কাজটা করবে। জাদুঘরের দায়িত্ব থাকবে তাদের গ্যালারি আর তথ্যগুলো আমাদের সরবরাহ করা আর আড়ং ফ্যাশনের বিষয়টা তুলে ধরবে।

প্রশ্ন : প্রদর্শনীতে মসলিন কাপড় রয়েছে। সেগুলো কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে?

আমরা সাধারণত যে কাপড়গুলো পরি, তা ৪০, ৫০ কিংবা ৬০ কাউন্টের। কিন্তু মসলিন তো অনেক সূক্ষ্ম কাপড়। আমরা জানি কাউন্টের যত উপরে যাওয়া যায়, কাপড় তত সূক্ষ্ম হয়। তাই সত্যিকারের মসলিন বুননের উদ্দেশ্যে সেই সুতা তৈরির চেষ্টায় নামলাম। দুই বছর ধরে দৃক কেবল মসলিন টিম কাজ করছে এতে। এর সঙ্গে তাঁতিরা রয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনারা তাঁতিদের দিয়ে নতুন করে মসলিন কাপড় বুনিয়েছেন এখন?

প্রদর্শনীতে তিন ধরনের কাপড় আছে। পুরনো মসলিন কাপড়, যেগুলো আমরা ধার করে এনেছি। কিছু কাপড় আছে আমরা কিনেছি, যেগুলোকে বলে বিদেশী মসলিন। আর আছে আমাদের তাঁতিদের বোনা কাপড়।

প্রশ্ন : মসলিনের জন্য যে তুলা ব্যবহার করা হয়, তার চাষ তো এখানে হয় না। আপনারা এ সুতা কোত্থেকে সংগ্রহ করেছেন?

ওই সময়ে মসলিন যে তুলায় তৈরি হতো, ওই গাছটা আমরা পাইনি। তবে তার খুব কাছাকাছি জাতের একটা গাছ পাই। যাকে বলা হয় ফুটি কার্পাস। গবেষণার জন্য আমরা চাষ করাও শুরু করেছি এটির। আমাদের এখানে তুলা থেকে সুতা করা সম্ভব হয়নি বলে ভারত থেকে মসলিনের সূক্ষ্ম সুতা কাটিয়ে আনা হয়েছে। সেই সুতায় আমাদের তাঁতিদের দিয়ে কাপড় বোনা হয়েছে। প্রদর্শনীতে তেমন একটা কাপড় রয়েছে। আমাদের দেশের তাঁতিরা জামদানি কাপড় তৈরি করে। জামদানি কিন্তু মসলিনের একটা ধরন। তাই দৃক যখন সিদ্ধান্ত নেয়, মসলিন নিয়ে কাজ করার। তখন আমরা খুব দক্ষ পাঁচ-ছয়জন তাঁতিকে বেছে নিলাম। ওদের খোঁজ



● মসলিন বুনছেন মুসলিম তাঁতি।

● ব্রিটেনের মসলিন পোশাক, ১৮২০-৩০ দশকে ব্যবহৃত



আমরা পেলাম রূপগঞ্জ, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ, সোনারগাঁ থেকে। তাঁতিদের দিয়ে কাজ শুরু করা হলো, কিন্তু দুই মাস চলে গেল কোনো ফলাফল এল না। সূক্ষ্ম সুতা বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছে। কারণ খুঁজে বের করা হলো যে, সূক্ষ্ম সুতাকে নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় রাখতে হয়। এর পর আমরা আর্দ্রতামাপক বসালাম। আর্দ্রতা কমিয়ে বাড়িয়ে একসময় ৩০০ কাউন্ট সুতা তৈরিতে সফল হলাম, তা থেকে একটি শাড়ি তৈরি করা হলো। এর পর ২০০ কাউন্ট সুতা তৈরিতে সক্ষম হই আমরা।

প্রশ্ন : এ প্রজেক্টের সঙ্গে ১২ জন ডিজাইনারকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, ঠিক কিনা?

শাড়ির পাশাপাশি আমরা এখন অন্য ধরনের কাপড়ও পরি। তাই আমরা ভাবলাম মসলিন উৎসবে কেবল শাড়ি কেন, অন্য ধরনের পোশাকও আসতে পারে। এজন্য আমরা ১২ জন ডিজাইনারকে অন্তর্ভুক্ত করলাম। এর মধ্যে চারজন আমাদের দেশের, চারজন ভারত আর চারজন ইংল্যান্ডের ডিজাইনার। এ ১২ জনকে আমরা মসলিন কাপড়টা দিয়ে বললাম— তোমাদের মতো করে ডিজাইন করো। মসলিন নাইট অনুষ্ঠানে এ পোশাকগুলো পরে মডেলরা র‍্যাম্পে হেঁটেছেন।

প্রশ্ন : 'মসলিন অ্যাওয়ার স্টোরি' নামে আপনি একটি বই লিখেছেন? এর নেপথ্যের ভাবনাটা নিয়ে জানতে চাই...

মসলিন নিয়ে মাসব্যাপী প্রদর্শনী কিংবা মসলিন নিয়ে কয়েক ঘণ্টার একটা ফ্যাশন শো; কিন্তু তার পর কী? তাই চেয়েছিলাম মসলিন নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটা বই প্রকাশ করতে। যেখানে মসলিন সম্পর্কে অনেক কিছু জানানোর থাকবে। বইটা লিখতে অনেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বইটা শুরু করেছি একদম গোড়া থেকে। তুলা দিয়ে বইয়ের শুরু। এর পর এ তুলাটা কেন আমাদের দেশে হতো, কেন অন্য দেশে হয়নি? আমাদের নদী, আমাদের আবহাওয়া, এখানকার মানুষগুলোর কথা রয়েছে। মসলিন কী, এর ব্যবসাটা কী ধরনের ছিল, মসলিনের শেষটা কীভাবে হলো, মসলিন বানাত কারা ইত্যাদি রয়েছে। অনেকে দ্বিধান্বিত হয়ে যায় মসলিন নিয়ে। আমরা কোনো দিনই মসলিন বলতাম না। মসুল শহর থেকে মসলিন এসেছে। মার্কো পোলো নামটা দিয়েছেন। এ অঞ্চলের মানুষরা একে বলত মলমল। মসলিনের নাম নিয়ে নানা তথ্য, কত ধরনের মসলিন বানানো হতো, আসলে তাঁতিদের আঙুল কাটা হয়েছে কিনা— এমন কিছু লেখা রয়েছে বইটিতে।

প্রশ্ন : মসলিন নিয়ে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে কোনো সমস্যা কি মোকাবেলা করেছেন?

বাধা তো ছিলই। অনেকবারই নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি। আশ্চর্য বিষয় ছিল, যতবারই তাঁতিদের কাছে গিয়েছি, তারা আমাদের উৎসাহ দিতেন। তারাও বলতেন মসলিন নিয়ে কাজ হওয়া উচিত। যখন বাইরের বইগুলো পড়তাম, তখন নিজের দেশকে তুলে ধরার উৎসাহ পেতাম।

প্রশ্ন : মসলিন নিয়ে এখন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কী?

আমাদের উদ্দেশ্য মসলিনের ঐতিহ্য ধরে রাখা। পাশাপাশি আমরা চাই তাঁতিদের যেন স্বীকৃতি দেয়া হয়। আর আমরা আশা করছি ভবিষ্যতে কেউ এটাকে নিয়ে উদ্যোগী হবেন। দৃক তো কাপড়ের ব্যবসায় যাবে না। আমরা চাই আমাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এগুলো ব্যবহার করা হোক। আমার মনে হয় সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়েও কেউ এগিয়ে আসতে পারেন। আমরা সহযোগিতা করব।

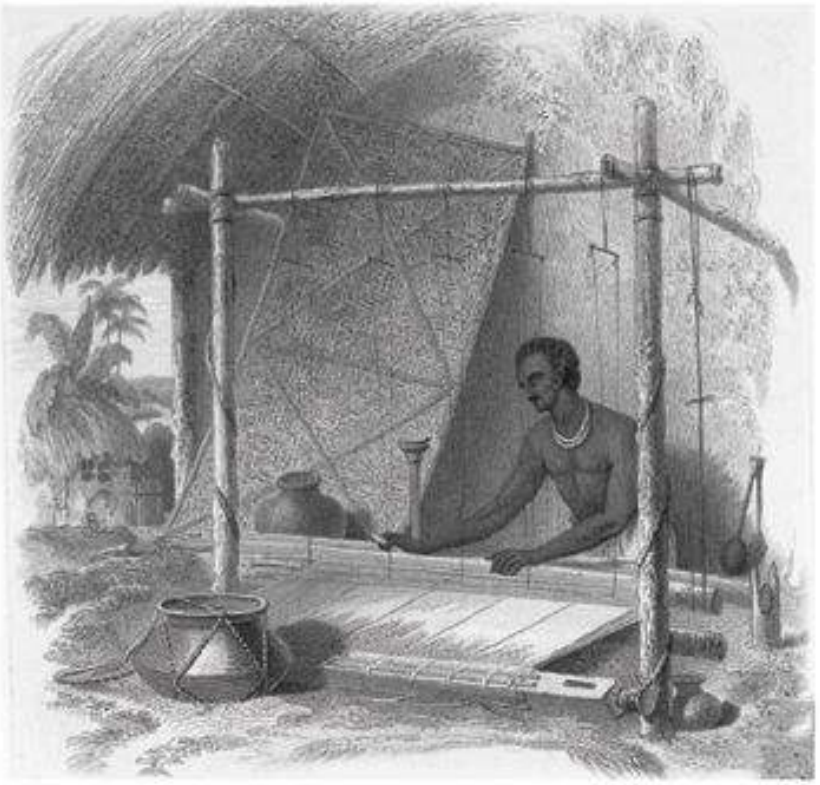

● মোগল আমলে (সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ) স্বর্ণের কারুকাজযুক্ত মসলিনের পোশাকের পাঁচ ভারতীয় মেয়েলি (উপরে)। নবম শতকের আরব বণিক

# মসলিন কথকতা

শানজিদ অর্ণব

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণা জেলার মসৌলিপাটনাম শহর প্রাচীনকালে মাইসোলোস নামে পরিচিত ছিল। এ মাইসোলোস নামটি থেকেই মসলিন নামের উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন। এটা প্রায় নিশ্চিত যে, মসলিন নামটি ইউরোপীয়দের দেয়া। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের তুলা বা কার্পাস ইউরোপীয়দের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। আলেকজান্ডারের জীবনীকার তাঁর ইতিকথা (১৫০ খ্রিষ্টপূর্ব) লিখেছেন যে, ভারতের কার্পাস পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশের কার্পাসের তুলনায় অধিক শুভ্র এবং উজ্জ্বল। মাইসোলোস বন্দর থেকেই গ্রিক এবং রোমানরা মসলিন আমদানি করত। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে জনৈক গ্রিক নাবিক কর্তৃক লিখিত পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি গ্রন্থে বাংলা থেকে মসলিন বিদেশে রফতানি হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বাংলার সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের কথা বর্ণিত হয়েছে। তামিল সাহিত্যে মসলিনকে 'বাতাসের জাল', 'সূর্যের বাষ্প', 'শিশিরের জাল' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, পেরিপ্লাস এবং টলেমির যুগেই বাংলাদেশের বস্ত্রের সুনাম রোম এবং মিসরে পৌঁছে গিয়েছিল। কথিত আছে, রোমান নারীদের মধ্যে মসলিন দারুণ জনপ্রিয় ছিল। কিংবদন্তি আছে, রোমের বাজারে এক আউন্স মসলিন বিক্রি হতো এক আউন্স স্বর্ণের দামে।

মধ্যযুগের শেষ দিকে ঢাকাই মসলিন ইউরোপে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আরব বণিকদের মাধ্যমে মসলিন উত্তর আফ্রিকাতে রফতানি হতো। নবম শতকে আরব ভৌগোলিক সোলায়মান সিলসিলাত-উত্ত-তাওয়ারিখ-এ বলেছেন যে বাংলায় রহমি বা রামু নামক এক ধরনের বিশেষ বস্ত্র তৈরি হয়, যা দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া যায় না। এমন অপূর্ব মিহি সুতি কাপড় তিনি আর কোনো জায়গায় দেখেননি এবং সোলায়মান এও বলেছেন যে, এটি তার শোনা কথা নয়, বরং তিনি নিজ চোখেই এ কাপড় দেখেছেন। এ কাপড়ের ৪০ হাত লম্বা এবং ২ হাত চওড়া টুকরোকে একটি আঙটির ভেতর দিয়ে নড়াচড়া করানো যেত। ঢাকাই মসলিনের উল্লেখ শুরু হয় মূলত মোগল আমলে। যদিও এখানে সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্রের প্রচলন রয়েছে প্রাচীনকাল থেকেই।

বাংলার তুলা থেকে উৎপাদিত সুতা ছিল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের। ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসা রালফ ফিচ বলেছেন, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের সুতি কাপড় তৈরি হয় 'সিনেরগাও'য়ে (বাংলাদেশের ঢাকার অদূরে অবস্থিত সোনারগাঁ)। প্রায় একই সময়ে আকবরনামার লেখক বিখ্যাত মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলও বাংলায় (সোনারগাঁও) সুতি কাপড় (মসলিন) উৎপাদিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করছেন। ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে ভারতে আসা

পর্তুগিজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা বাংলাদেশে সুতি বস্ত্রের উৎপাদন হয় বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ সার্জন ও লেখক জেমস টেলর নিশ্চিত করেছেন যে, ঢাকার মসলিন তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল এ জেলাতেই উৎপাদিত হতো। টেলর জানিয়েছেন যে, ঢাকা জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে তাঁতের কাজ হতো। জেমস টেলর যখন ঢাকার মসলিনের বিবরণ দিয়েছেন, তখন তা প্রায় বিলুপ্তির পথে; কিন্তু তখনো ঢাকায় প্রায় ৭৫০ ঘর তাঁতি পরিবার তাঁতের কাজে নিয়োজিত ছিলেন বলে টেলর জানিয়েছেন। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা এবং ফিলাডেলফিয়ার হেনরি জর্জ টাকার তার অন দ্য সাপ্লাই অব কটন ফ্রম ব্রিটিশ ইন্ডিয়া শিরোনামের একটি লেখায় উল্লেখ করেন যে, ঢাকায় উৎপাদিত সূক্ষ্ম কাপড় এ জেলায় উৎপন্ন তুলা থেকেই তৈরি হত। ঢাকার তুলা থেকে উৎপন্ন সুতা পুরো ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং খুব সম্ভবত পুরো দুনিয়ার মধ্যেই সেরা। অধ্যাপক আবদুল করিম তাঁর ঢাকাই মসলিন গ্রন্থে লিখেছেন— পুরো বাংলাতেই তুলা উৎপাদিত হত কিন্তু মসলিন তৈরিতে শুধুমাত্র ঢাকা এবং এর আশেপাশের এলাকাতে উৎপাদিত তুলা থেকে তৈরি সুতা ব্যবহার করা হত। সেরা মানের মসলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হত ফুটি কার্পাস। মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে ফুটি কার্পাস উৎপাদিত হত। টেলর এবং অধ্যাপক করিম জানিয়েছেন, সবচেয়ে ভালো মানের মসলিন তৈরি হতো ঢাকার আশপাশের এলাকায়, যার কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও। ঐতিহাসিক রেকর্ডেও এ বিষয়টি পাওয়া গেছে। ঢাকার আশপাশের এ মসলিন উৎপাদনের স্থানগুলো ছিল তিতাবদি, বাজিতপুর, সোনারগাঁও, কাপাসিয়া, জঙ্গলবাড়ি ও ধামরাই। এমনকি ঢাকার পানিও ছিল মসলিন বোনার জন্য প্রয়োজনীয় সুতার প্রক্রিয়াজাতকরণে সহায়ক। ঢাকার জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ু মসলিনের সূক্ষ্ম ও দুর্বল সুতাকে ছিঁড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করত। জেমস টেলর জানিয়েছেন, মসলিন বস্ত্রের ধৌতকরণ হতো মূলত ঢাকার উত্তরাংশে। আবুল ফজল সোনারগাঁয়ের এক বিশেষ জলাশয়ের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে ধোয়া হলে মসলিন কাপড় খুবই সাদা হতো। মসলিন ধোয়ার শেষ ধাপে লেবুমিশ্রিত পানি ব্যবহার করা হতো। মসলিন কাপড় ধোয়া ও মাড় করার সময় সুতা এলোমেলো হলে নাগফনির কাঁটার হাড় থেকে তৈরি ব্রাশ ব্যবহার করা হতো। এই বিশেষ কাজটি করতেন 'নর্দিয়া' নামের একশ্রেণীর মুসলমান।

ঢাকার মসলিনের এমনই সুখ্যাতি ছিল যে, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রিচার্ড এম. ইটন জানিয়েছেন, এমনকি মধ্য এশিয়াতেও উৎকৃষ্ট মানের মসলিনকে ঢাকাই মসলিন বলে অভিহিত করা হতো। ঢাকাই মসলিনের ছিল অনেক প্রকার। আঠারো এবং উনিশ শতকের ঢাকায় তৈরি বিভিন্ন প্রকার মসলিনের বিবরণ পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য তৈরি করা মসলিন মলবুস খাস বা খাসবস্ত্র নামে পরিচিত ছিল। এ মলবুস খাসই আঠারো শতক এবং তার পরবর্তী সময়ে মলমল খাস নামে পরিচিত হয়। বাংলার সুবাদার বা নওয়াবদের জন্য তৈরি মসলিন সরকার-ই-আলা নামে পরিচিত হতো। ঝুনা নামের মসলিন এত সূক্ষ্ম ছিল যে, এ কাপড় পরিধান করলে শরীরকে নগ্ন বলেই মনে হতো। এ ঝুনা মসলিন বিদেশে রফতানি করতে দেয়া হতো না। মোগল দরবার এবং ধনী মানুষদের পরিবারের স্ত্রীলোকেরাই এ কাপড় ব্যবহার করতেন। আমির-ওমরাহদের স্ত্রীরা গরমকালে ঝুনা মসলিনের তৈরি পোশাক ব্যবহার করতেন। ঢাকার তাঁতিদের তৈরি আরেকটি অতি সূক্ষ্ম মসলিন হচ্ছে আব-ই-রওয়ান। ফারসি শব্দ আব অর্থ পানি আর রওয়ান অর্থ প্রবাহিত। অতি সূক্ষ্মতার কারণেই এ মসলিনের এমন নাম দেয়া হয়েছিল। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম বোল্টস তার কনসিডারেশন অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সে আব-ই-রওয়ান প্রসঙ্গে ঢাকাবাসীর মধ্যে প্রচলিত দুটি গল্পের কথা জানিয়েছেন। প্রথম গল্পটি হচ্ছে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং তার কন্যাকে নিয়ে। একদিন সম্রাট তাঁর মেয়েকে নগ্নদেহে থাকার জন্য ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু তখন তাঁর মেয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, তিনি সাতটি জামা পরে আছেন। অন্য গল্পটি নওয়াব আলীবর্দী খান এবং এক কৃষকের গরু নিয়ে। একখণ্ড আব-ই-রওয়ান মাঠের ঘাসের ওপর শুকাতে দেয়া হয়েছিল। গরু মসলিনের অস্তিত্ব না বুঝে সে মূল্যবান কাপড়সহই ঘাস খেয়ে ফেলে। ঘটনায় রুষ্ট হয়ে নওয়াব আলীবর্দী খান সে গরুর মালিক কৃষককে ঢাকা থেকে বের করে দেন। শবনম নামেও এক ধরনের মসলিন ছিল। শবনম অর্থ 'ভোরবেলার শিশির'। এ মসলিন সকালে ঘাসের ওপর শুকাতে দিলে শিশির এবং কাপড়ের পার্থক্য করা যেত না। তাই এমন নামকরণ হয়েছিল। ঢাকাই মসলিনের নামকরণকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এগুলো প্রায় সবই আরবি ও ফারসি শব্দ থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ মুসলিম শাসনামলে ঢাকাই মসলিনের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছিল। বিশেষত মোগল আমলই ছিল ঢাকাই মসলিনের স্বর্ণযুগ। মোগল আমলে মসলিন ছিল অন্যতম প্রধান রফতানি পণ্য। ইতিহাসবিদরা একটা নিশ্চিতভাবে বলেন যে, মোগল সম্রাট ও ঢাকার নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলার বস্ত্র শিল্প তথা মসলিনকে এমন এক উৎকর্ষ দিয়েছিল, যার তুলনা শুধু তখনকার ভারতবর্ষ কেন দুনিয়ার আর কোথাও ছিল না। মোগল আমলে ঢাকার মসলিন নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে। কথিত আছে, আস্ত মসলিন শাড়ি নাকি সামান্য একটি সুপারির খোলের মধ্যে ভরে ফেলা যেত। বিশেষত মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা ঢাকাই মসলিনকে বিশেষ খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী হয় ঢাকা। এর পর স্বাভাবিকভাবেই ঢাকাই মসলিন শিল্প নতুন করে বিকশিত হওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ইউরোপীয় বণিকরা ঢাকার মসলিন ব্যাপক হারে রফতানি করতে থাকেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে পর্তুগিজদের আগমনের ফলে ভারতের পণ্য সরাসরি ইউরোপে রফতানি শুরু হয়। তারা বাংলাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। চট্টগ্রাম এবং সাতগাঁওয়ে বন্দর তৈরি করা হয়। অটোমান আমলে বাংলা থেকে মসলিন যেত তুরস্ক ও পারস্যে। ইউরোপীয়দের আগমনের পর বাংলার বস্ত্র খাতের উৎপাদন প্রায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সতেরো শতকের শেষ দিকে বাংলা থেকে বস্ত্র রফতানি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইউরোপে পণ্য সরবরাহে এশিয়ার প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল বাংলা।

- সাদা মসলিন পোশাকে দুই তীরন্দাজ। সময়কাল অনুমানিক ১৫৬০-১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ
- মসলিনের পোশাক পরিহিত সম্রাট আকবর। চিত্র: ১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ

তবে এটি শুধু ইউরোপীয়দের একক ভূমিকায় হয়নি। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গুজরাট, আরমেনিয়া ও পাঞ্জাবের বণিকরা বাংলা থেকে ইউরোপীয়দের চেয়ে বেশি পরিমাণ বস্ত্র বিদেশে রফতানি করতেন।

লন্ডন, প্যারিস ও আমস্টারডামের মতো বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোয় মসলিন প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এক বিখ্যাত প্রদর্শনীতে সেখানকার পত্রিকাগুলো মসলিনের প্রশংসাসূচক অনেক লেখা প্রকাশ করে। ঢাকার তাঁতিরাও প্রশংসিত হন। কিন্তু ঢাকাই মসলিনের সুদিন তখন অস্তমিত হচ্ছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ব্র্যাডলি বার্টের বিখ্যাত রোমান্স অব অ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল গ্রন্থে ঢাকাই মসলিনের পতনের কথা জানা যায়। তিনি জানিয়েছেন— উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে ঢাকার মসলিন শিল্পের মৃত্যু ঘটে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে রফতানি হয়েছিল ত্রিশ লক্ষ টাকার মসলিন। কিন্তু এ শতকের শেষ বিশ বছরে ঢাকাই মসলিন ধ্বংসের শর্তগুলো তৈরি হয়। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে মসলিন উৎপাদন শুরু হয়। সেখানে উন্নত ধরনের বয়নযন্ত্র আবিষ্কার হয়। ফলে সেখানে সুতিবস্ত্র উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। ইংল্যান্ডের মসলিন ঢাকার মসলিনের তুলনায় উৎকর্ষ না দেখাতে পারলেও তা বাণিজ্য বাজারে প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে তখন বাদশাহী যুগ অস্তমিত। আগের মতো বিলাসের ছড়াছড়ি নেই। ফলে স্থানীয় বাজারে মসলিনের ক্রেতা সংকট দেখা দিল। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে যন্ত্রে তৈরি সস্তা সুতিবস্ত্র বাজার দখল করে নেয়। ফলে অনিবার্যভাবে ঢাকার মসলিন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা থেকে ইংল্যান্ডে মসলিন রফতানি হয় আট লাখ টাকার আর ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে রফতানি কমে আসে সাড়ে তিন লাখ টাকায়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে এ ব্যবসা এতটাই খারাপ অবস্থায় পতিত হয় যে, ঢাকার বাণিজ্যিক প্রতিনিধির অফিস তুলে নেয়া হয়।

ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ-নিপীড়নের একটি গল্প আছে এ মসলিনকে কেন্দ্র করে। অধ্যাপক করিম তাঁর ঢাকাই মসলিন গ্রন্থে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ একজন তরুণ কংগ্রেস কর্মীর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— একটি গ্রামে ইংরেজরা তাঁতিদের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে ফেলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়— পুলিশের একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর তার অধস্তন একজন সুপারিনটেনডেন্টকে প্রশ্ন করে ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছিলেন। ডাচ বণিক উইলিয়াম বোল্ট তার কনসিডারেশন অন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সে (১৭৭২ খ্রি.) লিখেছেন— বাংলার তাঁতিরা ইংরেজদের হাতে এত বেশি নিপীড়িত হতো যে, তাদের অধীনে কাজ করার চেয়ে তারা নিজের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে ফেলাকে শ্রেয় মনে করত। এর বাইরে এ ধরনের ঘটনার আর কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক করিম সোনারগাঁয়ের একটি পুকুরের উল্লেখ করেছেন, যেখানে অনেক কাটা বৃদ্ধাঙ্গুল ফেলা হয়েছিল বলে গ্রামবাসীর মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে। পুরো বিষয়টি বিবেচনা করলে মনে হয় কিছু অঞ্চলে আঙুল কাটার ঘটনা ঘটে থাকলেও তা ব্যাপক আকারে ঘটেনি; কারণ সেক্ষেত্রে ইংরেজদের নানা সেন্সর সত্ত্বেও কিছু প্রমাণ এবং সাক্ষ্য থেকে যেত।

গাছ থেকে সংগ্রহ করা তুলাকে কার্পাস নামে ডাকা হতো। এ কার্পাস থেকে বীজ এবং সব ধরনের ময়লা পরিষ্কারের পর যে শুদ্ধ অংশটি পাওয়া যেত, তাকে বলা হতো তুলা। কার্পাসকে তুলায় রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। এ কাজটি প্রধানত পরিবারের নারী সদস্যরা করতেন। মসলিন তৈরির জন্য ব্যবহৃত ফুটি কার্পাস থেকে ময়লা সরাতে বোয়াল মাছের দাঁতের পাটিকে চিরুনির মতো ব্যবহার করে আঁচড়ানো হতো। মসলিন তৈরিতে ব্যবহার হতো অপেক্ষাকৃত হালকা তুলা। ভারী তুলা বাদ দেয়া হতো। পরিষ্কার করা তুলা চিতল মাছ বা কুঁচিয়ার চামড়ায় মুড়িয়ে রাখা হতো, যাতে তুলায় কোনো ময়লা না লাগে। এ মোড়ানো অবস্থাতেই তুলা ধোনা হতো, উদ্দেশ্য একই যেন ধুলাবালি না লাগে। সুতার সূক্ষ্মতা নিশ্চিত করাটা ছিল বেশ জটিল প্রক্রিয়া। আর্দ্রতা এবং আলো ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর্দ্রতা দরকার হতো সুতার নমনীয়তা নিশ্চিতের জন্য আর সুতার সূক্ষ্মতা নির্ণয়ে আলোর দরকার হতো। মসলিনের জন্য সুতা কাটার আদর্শ সময় ছিল ভোর থেকে সকাল এবং পড়ন্ত বেলা। সুতা কাটা হতো সূর্যোদয় থেকে সকাল ৯-১০টা পর্যন্ত এবং বেলা ৩-৪টা এবং থেকে সূর্যাস্তের আধা ঘণ্টা আগ পর্যন্ত।

মসলিন তৈরির পুরো প্রক্রিয়ায় কয়েক ধরনের পেশার মানুষ যুক্ত ছিলেন— চাষী, কাটনি (সুতা প্রস্তুতকারী) এবং তাঁতি। মসলিনের জন্য তুলা উৎপাদনে কোনো বিশেষ চাষী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না। তবে পাকচাষীরা ফুটি কার্পাস চাষবাস সম্পর্কে অনেক ভালো জানতেন। পুরো মসলিন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কাটনিদের। কারণ এ সুতার সূক্ষ্মতা এবং গুণাগুণের ওপরই মসলিনের মান নির্ভর করত।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ভারতের মসলিন ছিল দামি উপহার। পশ্চিমা দুনিয়ায় এ মসলিন 'গাঙ্গেয় মসলিন' নামে পরিচিত ছিল। অভিজাত ও ধনীদের ঘরে শোভা পেত মসলিন। বিদেশী মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে বা দৃঢ় করতে মসলিন উপহার দেয়া হতো। ষোলো থেকে আঠারো শতক সময়কালে মসলিনের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। জল ও স্থলপথে বাণিজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস আছে বাংলার। সাতগাঁও থেকে ঢাকার মসলিন জলপথে রোমের উদ্দেশে যাত্রা করত।

# ছুটির দিনে

প্রথম আলো শনিবারের ক্রোড়পত্র ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

# ফিরে এল মসলিন!

মসলিন উৎসবের অংশ হিসেবে ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আহসান মঞ্জিলে আয়োজিত ফ্যাশন শোতে মডেল পিয়া (ডানে) ও ইশা। ছবি : জাহিদুল করিম

**ঢাকায় চলছে মাসব্যাপী মসলিন উৎসব। দৃক, আড়ং ও জাতীয় জাদুঘরের যৌথ আয়োজনে এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এ উৎসব। উৎসবের অংশ হিসেবে ৮ ফেব্রুয়ারি দেশি-বিদেশি শিল্পী ও গবেষকদের একটি দল ঘুরে এল ঢাকার মসলিন কারিগরদের এলাকা। সঙ্গে ছিলেন প্রণব ভৌমিক**

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং মসলিনকে তুলনা করেছিলেন ভোরের হালকা কুয়াশার সঙ্গে। এ কাপড় নাকি এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে আংটির ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারত। অনায়াসে এঁটে যেতে পারত দেশলাই বাক্সের ভেতর। ঢাকাই মসলিন নিয়ে এমন কত কথাই না শোনা যায়। দীর্ঘশ্বাসও ছিল এই ভেবে যে ঐতিহ্যের সেই মসলিন তো আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না। প্রায় ২০০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া মসলিন আদৌ ফিরিয়ে আনা সম্ভব?

MUSLIN FESTIVAL 2016

সন্দিহান ছিলেন দৃকের প্রধান নির্বাহী ও মসলিন গবেষক সাইফুল ইসলামও। কিন্তু হাল ছাড়েননি তিনি। মসলিন নিয়ে তাঁর নিরলস চেষ্টা, পরিশ্রম ও দীর্ঘ গবেষণার ফল—জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে মাসব্যাপী 'মসলিনের পুনরুজ্জীবন' শীর্ষক প্রদর্শনী। এটি চলবে আগামী ৩ মার্চ পর্যন্ত।

এরই মধ্যে ৮ ফেব্রুয়ারি মসলিন কারিগরদের দেখার দারুণ সুযোগ মিলেছিল। দেশি-বিদেশি শিল্পী ও গবেষকদের নিয়ে একটি দল রওনা হয় নারায়ণগঞ্জে।

ঢাকার আশপাশে ধামরাই, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও, গাজীপুরের কাপাসিয়ার তিতবাদি, কিশোরগঞ্জের মঙ্গলবাড়ি, বাজিতপুরে মসলিনের তুলার চাষ, সুতা তৈরি, কাপড় বোনা হতো। এই দলে আরও ছিলেন লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামের সিনিয়র কিউরেটর রোজমেরি ক্রিল, মসলিন ট্রাস্টের গবেষক সোনিয়া অ্যাশমোর, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বৃটিশ ডিজাইনার সাইফ ওসমানি ও মারিয়া কুবে।

### মসলিনের সুলুক সন্ধানে

শীতলক্ষ্যার এক পাড়ে এসে মাইক্রোবাস থামে। তারপর নৌকা করে সবাই গেলাম চর চনপাড়ায়। নেমেই লালশাক, পালংশাক, লাউসহ নানা সবজির খেত।

বাকি অংশ ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায়

facebook.com/chutirdine chutirdine@prothom-alo.info

# ফিরে এল মসলিন!

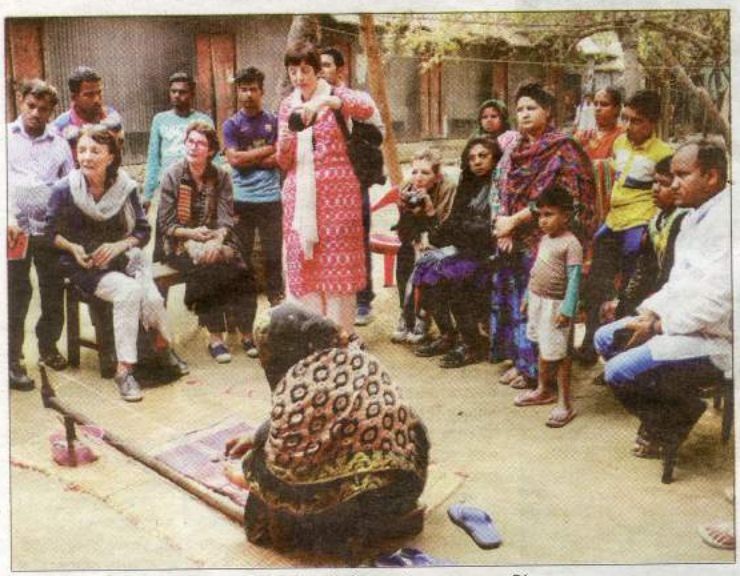



চর চনপাড়ায় শানা বাঁধা দেখছেন দেশি-বিদেশি অতিথিরা। ছবি : নুরুন্নাহার নার্গিস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খেতের পরে বসতি। অনেকগুলো ঘুপচি গলি পার হয়ে অবশেষে আমরা পৌঁছাই গোলাপ হোসেন ব্যাপারীর উঠানে।

গোলাপ হাতের তাঁতের জন্য শানা বাঁধার কাজ করেন। গোলাপের স্ত্রী আম্বাতান কিছুক্ষণ একটি শানা বেঁধে দেখান। প্রায় দুদিন সময় লাগে পুরোটা বাঁধতে। সংসার চলে এই দিয়ে? গোলাপ ব্যাপারীর উত্তর, 'না, বাজান। পোলারা অইন্য লাইনে চইলা গ্যাসে। তাগো রোজগার দিয়াই সংসার চলে। কইতে পারেন, এখান থিকা আমগো পানসুপারির টেকা আসে।'

পরের গন্তব্য রূপগঞ্জের নোয়াপাড়া জামদানি নগরী। সেখানে থাকেন জামদানিশিল্পী আল আমিন। তাঁরই নেতৃত্বে বোনা হয়েছে তিনটি মসলিন শাড়ি। আল আমিনের হাতের কাজ মন দিয়ে নিবিড়ভাবে দেখছিলেন সোনিয়া অ্যাশমোর। 'এত শক্ত হাতে এমন সূক্ষ্ম কাজ করলেন কী করে!' সোনিয়ার কণ্ঠে বিস্ময়।

জাদুঘরের প্রদর্শনীতে আছে তাঁদের শাড়িগুলো। মসলিন তৈরির বিভিন্ন কাজে আরও ছিলেন দিল মোহাম্মদ, আকলিমা বেগম, জোবেদা ও গিলাতন।

৩০০ কাউন্টের (সুতার পুরুত্ব) সূক্ষ্ম সুতা দেখে প্রথমে আল আমিন ভেবেই বসেছিলেন, এই কাজ তাঁকে দিয়ে হওয়ার নয়। তাঁর ভাষায়, 'এত চিকন সুতা! বারবার ছিঁড়া যায়, ফাইটা যায়। পুরাই মাথা নষ্ট। বাসা থিকা বলছিল, ছাইড়া দাও।' কিন্তু ছয় মাসের কঠোর পরিশ্রমে প্রথম শাড়িটি তিনি বুনেই ফেলেন। ছোট ভাই আবুল হোসেনের সঙ্গে মিলে বোনেন আরও দুটি শাড়ি। তাঁর বিশ্বাস, আরও সূক্ষ্ম সুতা দিলেও এখন তিনি পারবেন।

বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়

## অমলিন মসলিন

ধারণা করা হয়, ইরাকের ব্যবসাকেন্দ্র মসুল থেকে 'মসলিন' শব্দটি এসেছে। মসুলের সূক্ষ্ম কাপড়কে ইউরোপীয় বণিকেরা বলতেন 'মসুলি'। সেখান থেকে 'মসুলিন', 'মসলিন'। পরে ঢাকার আরও সূক্ষ্ম কাপড়ও হয়ে যায় মসলিন। বাংলার সবচেয়ে সূক্ষ্ম কাপড়কে 'মলবুল খাস' বা 'মলমল খাস' বলা হতো। ধারণা করা হয়, এটিই মসলিন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং নবম শতকে সোলায়মানের *সিলসিলাত-উত-তাওয়ারিখ*-এ মসলিনের উল্লেখ আছে। চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতা, পনেরো শতকে চীনা লেখকেরাও লিখে গেছেন এর কথা। মধ্যপ্রাচ্যের অটোমান সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য আর ভারতীয় রাজপরিবারে এর কদর ছিল ভীষণ। ফরাসি সম্রাজ্ঞী জোসেফিনের কাছেই ছিল প্রায় শ খানেক মসলিন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে বন্ধ হয়ে যায় মসলিন তৈরি। কারণ, পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়, ইউরোপের শিল্প বিপ্লব। ম্যানচেস্টারের সস্তা কাপড় এসে হারিয়ে দেয় দামি মসলিনকে।

তথ্যসূত্র : আবদুল করিমের 'ঢাকাই মসলিন'।

জীবনযাপনে
রসুলুল্লাহ্ স. এর বানী
আবু সুফিয়ান
এবং ভ্রমণ নিয়ে বাংলাদেশের সেরা ম্যাগাজিন
ভ্রমণ এর বিশেষ সংখ্যা
বই মেলায়: ভ্রমণ স্টল-২ (উন্মুক্ত চত্বর)
সূচীপত্র: ৪৪৫-৪৭, আজকাল: ২৪৪ নং স্টল এবং আগোরাতে

অরুণ কুমার বিশ্বাস-এর উপন্যাস
- নিশিশঙ্কা, গ্রন্থকুটির, স্টল-৩৫৩
- নারীকুল বিরহে ব্যাকুল, রম্য, মূর্ধণ্য, স্টল-৩৫০
- ব্রিস্টলে বিমূর্ত নারী, অনিন্দ্যপ্রকাশ, স্টল-২৯৫
- হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস-কী এবং কেন? ডা. তপতী মণ্ডল স্টল-২৯৫

বইমেলায় ইমদাদুল হক মিলন-এর ৩টি নতুন বই
জিন্দাবাহার
ছোট সবুজ মানুষ
রেশমি
প্যাভিলিয়ন-১৩ অনন্যা

আনিসুল হক-এর অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬ সেরা বই
চার কিশোর গোয়েন্দা, সাত প্রেমের উপন্যাস, পাঁচ ভালোবাসার উপন্যাস, সে (রোমান্টিক উপন্যাস), মোটকু মামার গোয়েন্দা অভিযান,
মিজান পাবলিশার্স স্টল নং : ২০৫-২০৬-২০৭ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (পশ্চিম পার্শ্বে)

বইমেলায় নতুন বই
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
কলামসমগ্র-৩
এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে
কলামসমগ্র-১ এবং কলামসমগ্র-২
প্যাভিলিয়ন-১৩ অনন্যা

শিশুকিশোর সাহিত্য
আনিসুল হক
বাগানবাড়ি রহস্য ৳ ১৮০
মশিউল আলম
তুমুলের আঙুলরহস্য ৳ ২০০
রকিব হাসান
ছায়াশহর (ভুতুড়ে কাহিনি) ৳ ২২০
আরও বই
শামসুর রাহমান
স্মৃতির শহর (আত্মস্মৃতি) ৳ ২০০
সেলিনা হোসেন
ফুলকলি প্রধানমন্ত্রী হবে (উপন্যাস) ৳ ২০০
নদীটির ঘুম ভেঙেছে (উপন্যাস) ৳ ২২০
আনিসুল হক
ভয়ংকের দ্বীপে বোকা গোয়েন্দা (উপন্যাস) ৳ ১৮০
কিডন্যাপারের কবলে গুড্ডুবুড়া (উপন্যাস) ৳ ১২০
গুড্ডুবুড়ার হাসির কাণ্ড (উপন্যাস, প্রকাশিতব্য)
রেজাউর রহমান
পিঁপড়া ৳ ১৫০
তিমি ৳ ১৩০
প্রজাপতি ৳ ১২০
দ্বিজেন শর্মা
গাছ ৳ ১৫০
শরীফ খান
পাখি ৳ ১৩০
মোকারম হোসেন
ফুল ৳ ১৩০
বইমেলায় স্টল নং ২১৩-২১৬ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
প্রথমা, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
ফোন : ০১৮৪২-৩২২৫৭৭, ০১৯৫৫-৫৫২০৬২
Online Shop : prothoma.prothom-alo.com

নরক নন্দিনী
একটা মেয়ে ......। মুখ দেখে তার আসল পরিচয় জানার কোনো উপায় নেই। জানার চেষ্টাও করা হয়নি। যখন পরিচয় পাওয়া গেল তখন অজানা থেকে গেল আরও অনেক কিছু......
মেয়েটি নিজেকে বেশ্যা বলে পরিচয় দিয়েছে। পরিচয়ের গভীরে গিয়ে পেলাম আরও অজানা তথ্য। বইয়ের প্রতি পাতায় পাওয়া যাবে মেয়েটির নতুন নতুন পরিচয়।
একজন নরকের মেয়ের জীবনী অবলম্বনে রচিত।
এমন সাহসী উপন্যাস অতীতে কেউ লেখেনি।

মায়ের চিঠি
পঞ্চম মুদ্রণ
খোকা,
তুমি কেমন আছ?
তোমার প্রদত্ত জেলে আমি ভালো আছি।
একজন মানুষ ৪৫ ইউনিট ব্যথা একবারে সহ্য করতে পারে। একজন মা সন্তান প্রসবের সময় ৫৭ ইউনিটের বেশি ব্যথা সহ্য করেন। তুমিকি ব্যথার মাত্রা বুঝতে পারছো? তোমাকে সামন্য উদাহরণ দেই...
এই ব্যথা ২০টি হাড্ডি একসাথে ভেঙ্গে যাওয়ার চেয়ে বেশি। তুমি নিশ্চই বুঝতে পারছ, তোমাকে জন্ম দিতে তোমার মায়ের কি পরিমান ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে ...?
বৃদ্ধাশ্রম থেকে এক মায়ের অন্তরালে লেখা উপন্যাস।
আপনি পড়ুন...। আপনার সন্তানকে পড়তে দিন....।
আপনার সন্তান পড়লে আপনাকে অন্তত বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না।
ঘরে বসে বই কিনতে - www.rokomari.com/book/author/2437/paritosh%20barai ফোন : ০১৫১৬৫২১৪৭১-৩

বই মেলায় প্রকাশিত
পরিতোষ বাড়ৈ'র বই
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্যাভিলিয়ন-১৩

মনি হায়দারের
কিশোর উপন্যাস
মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ভূত। একদল বাচ্চা বেড়াতে যায় গ্রামে সেখানে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ভূতের পাল্লায় পড়ে মজার মজার ঘটনা ঘটে।
শামীম পাবলিকেশনন্স
স্টল নং ৪২৫-২৬

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী কবি
তপন কুমার দেবনাথ
এর দুটি কাব্যগ্রন্থ
অনুপম প্রকাশনী
বইমেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
প্যাভেলিয়ন নং ১৪

# ফিরে এল মসলিন!

৪ পৃষ্ঠার পর

সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে পরের গন্তব্যস্থল পানামনগর। এখানেই ছিল ইংরেজদের মসলিন কুঠি। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে আছে ১৮৭২ সালে তোলা তিনতলা কুঠিটির ছবি। সাইফুল ইসলাম ভিনদেশি অতিথিদের বলেন, 'আমরা সেই কুঠি খুঁজে পাইনি। দেখ, তোমরা পাও কি না।'

কেউ কেউ চেষ্টা করেন। এখানকার দুটি দালান বাদে সবই দোতলা। দুটির কোনোটিই হয়তো!

এরকম বিবিধ সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সন্ধ্যায় পুরো দল রওনা দেয় ঢাকার উদ্দেশে।

প্রদর্শনীতে তাঁতে মসলিন বুনে দেখাচ্ছেন কারিগরদের একজন। ছবি: আবদুস সালাম

সাইফুল ইসলাম। ছবি: দৃক

## জাদুঘরে মসলিন নিয়ে অন্তত একটি গ্যালারি হোক

**সাইফুল ইসলাম**
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, দৃক

**মসলিন নিয়ে এই প্রদর্শনীর ভাবনা কীভাবে মাথায় এল?**
২০১৩ সালের নভেম্বর। আমি তখন লন্ডনে। সেখানকার দাতব্য সংস্থা স্টেপনি ট্রাস্ট আমাকে বলল, তারা এখনকার কাপড়ে পুরোনো মসলিনের নকশা ফুটিয়ে তুলেছেন। লন্ডনে এর একটি প্রদর্শনী হয়েছে। তাদের চাওয়া, দৃক যেন সেটা বাংলাদেশে নিয়ে যায়। সব শুনে আমার প্রচণ্ড আগ্রহ হলো। মসলিন নিয়ে ছেলেবেলায় কত গল্প শুনেছি! আমি তাদের বললাম, কেন আমরা এখনকার কাপড়ে মসলিনের নকশা ফুটিয়ে তুলি? কেন আবার মসলিন তৈরি করছি না? তারা বলল, এটা খুব কঠিন। সেই থেকে আমার বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু।

**মসলিন সুতা তৈরির তুলার সন্ধান পেলেন কী করে?**
মেঘনার তীরে ফুটি কার্পাসের চাষ হতো। পুরোনো মানচিত্র দেখে সেসব জায়গায় গেলাম। কাছাকাছি তিন-চার ধরনের তুলা পেলাম। আরও বইপত্র ও দলিল খুঁজতে গেলাম ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স ও জর্ডানে। এরপর ভারতের নাগপুরে পেলাম মসলিনের তুলা, আদি ফুটি কার্পাসের খুব কাছাকাছি। এর নামও ফুটি কার্পাস। দেখতেও প্রায় একই রকম।

**এই ফুটি কার্পাস থেকে মসলিন করলেন?**
না, আগে যে তুলা পেয়েছিলাম, সেগুলো দিয়েই করেছি। তবে ফুটি কার্পাসের এত কাছাকাছি নয়। তবু কাজ শুরু করে দিলাম। তুলা নিয়ে গবেষণায় যদি আরও পাঁচ বছর লাগে, তত দিনে তাঁতিদের তৈরি করা দরকার।

**তাঁতিদের সঙ্গে যোগাযোগ কীভাবে হলো?**
আমাদের তাঁতিরা সর্বোচ্চ ১০০ কাউন্টের সুতা বুনতেন। আমরা ভাবলাম, ৩০০ কাউন্টের সুতা দিয়ে কাজ শুরু করব। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে ছয়-সাতজন ভালো তাঁতি পেয়েছিলাম।

**মসলিনের মিথগুলো কতটা সত্য?**
অনেকটাই। এর সূক্ষ্মতা-স্বচ্ছতা-সৌন্দর্য সন্দেহাতীত। তবে ইংরেজরা তাঁতিদের আঙুল কেটে দিয়েছিল, এ নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, অমুক সময়ে অমুকের আঙুল কাটা হয়েছে। ১৯২১ সালের ঢাকা মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে আছে, একজন লোক আঙুল কাটার অভিযোগ করেছেন। তখন এমন কথা ছড়ানোও হতে পারে। সে সময়টায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। *মসলিন, আওয়ার স্টোরি* বইটিতে আমি লিখেছি, বাকিটা মানুষই বিবেচনা করুক।

**সরকারের দিক থেকে সাড়া কেমন?**
খুব ভালো। তবে এখনো অনেক কিছু করতে হবে। শুনেছি বস্ত্র পরিদপ্তরের অধীনে 'মসলিন কমিশন' হচ্ছে। আমি চাই, জাতীয় জাদুঘরে মসলিন নিয়ে অন্তত একটি গ্যালারি হোক।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন : **প্রণব ভৌমিক**

মহাত্মা গান্ধী রচনাবলী ২য় খণ্ড
সত্যজিৎ রচনাবলী ৩য় খণ্ড
মূল্য : ২,৫০০ টাকা
মূল্য : ৬,৫০০ টাকা
নালন্দা প্রকাশনী: ০১৫৫২৪৫৬৯১৯


সজীব সাহার
হৃদয়ের গুনগুন
কবি প্রেমিদের মনে ঝড় তুলবে
বাংলা একাডেমিতে মুক্তধারার স্টলে

হাবীবুল্লাহ সিরাজীর প্রেমের কবিতা
রমণীমন—সাযযাদ কাদির
স্টল নং ৪৮৬
চিত্রা প্রকাশনীর নতুন বই

অমর একুশে বইমেলা ২০১৬
মোহিত কামালের
নতুন বই
দুখু

শত বাধা পেরিয়ে নজরুল কীভাবে নজরুল হয়ে জ্বলে উঠলেন? তাঁর কৈশোর আমাদের সেই কথা বলবে মোহিত কামালের দুখু উপন্যাসে
ঘরে বসে পেতে ক্লিক করুন www.rokomari.com
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০

পলাশ মাহবুবের ৪ বই
জনপ্রিয় টো টো কোম্পানি সিরিজের এবারের উপন্যাস
টো টো কোম্পানি ও সার্কাসের ঘোড়া
অন্বেষা প্রকাশন

দম ফাটানো হাসির কিশোর উপন্যাস
টুলু ব্রাদার্স অনিন্দ্য প্রকাশন
গল্পগুলো এই সময়ের কিংবা সব সময়ের
আবু ওসমানের নিজস্ব ভুল
অন্যপ্রকাশ
মা করেছে বারণ
কিশোর ছড়াগ্রন্থ, পাঞ্জেরি পাবলিকেশন্স

বইমেলায় সৈয়দ আল ফারুক-এর ৩টি নতুন বই
ছোট ছোট কবিতা
কোন টেবিলের পা নাই ছড়া
লক্ষ্মীপুরের পঙ্ক্তিমালা সম্পাদিত
প্যাভিলিয়ন- ১৩ অনন্যা


মোহিত কামালের
নেতার আসন গ্রহণ
নতুন বই
এ নেতা রাজনৈতিক নেতা নন, জীবনযন্ত্রণার ছোবল খেয়ে, প্রতিবাদ করে তিনি হয়ে ওঠেন মনের নেতা– অধিষ্ঠিত হয়েছেন জীবনের নতুন মোড়ায়
ঘরে বসে পেতে ক্লিক করুন www.rokomari.com

বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

২৫% ছাড়ে!
রকমারি BEST Seller
বইমেলার নতুন ৪টি থ্রিলার
দ্য মায়ান কনস্পিরেসি
গ্রাহাম ব্রাউন
৳৪৫০ ৳৩৩৮
কুয়াশা ২
RJ শারমীন
৳২৭০ ৳২০৩
দ্য মহাভারত সিক্রেট
ক্রিস্টোফার সি ডয়েল
৳৪০০ ৳৩০০
ডিসেপশন পয়েন্ট
ড্যান ব্রাউন
৳২৪০ ৳১৮০
রকমারি.com
অনলাইনে অর্ডার করতে www.rokomari.com
ফোনে অর্ডার করতে 16297, 015 1952 1971

২৫% ছাড়ে!
রকমারি BEST Seller
বইমেলার নতুন ৪টি প্রোগ্রামিং ও আউটসোর্সিং-এর বই
কম্পিউটার প্রোগ্রামিং (১ম খণ্ড)
তামিম শাহরিয়ার সুবিন
৳২৪০ ৳১৮০
৫২টি প্রোগ্রামিং সমস্যা ও সমাধান
তামিম শাহরিয়ার সুবিন
৳২৪০ ৳১৮০
কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট টিপস
মো. আমিনুর রহমান
৳১৩৫ ৳১০১
আউটসোর্সিং ৪: অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা থেকে
মো. আমিনুর রহমান
৳১৩৫ ৳১০১
রকমারি.com
অনলাইনে অর্ডার করতে www.rokomari.com
ফোনে অর্ডার করতে 16297, 015 1952 1971

NEWAGE
THE OUTSPOKEN DAILY

Monday, March 14, 2016



# MUSLIN COTTON : Glorious history of Bangladesh

February 10, 2016 12:01 am · 0 Comments Views: 55

**by Md Tasdiqur Rahman**

COTTON has glorious historical reference in this part of the world called Bangladesh. Muslin is a brand name of pre-colonial Bengal textiles, especially of Dhaka origin. According to archives, there is a reference of 1830 as the then district magistrate of Dhaka in his dispatch to the House of Commons in the Great Britain mentioned the cultivation of very fine quality of cotton in Dhaka, especially in areas along the west bank of the River Meghna, including Sonargaon, Kapasia, Manohardi and Narsingdi.

This cotton was used in making the finest quality of fabric known as 'muslin' which has a history in the world. The textile industries of Bengal are very old. Bengal cotton fabrics were exported to Roman and Chinese empires and they are mentioned in Ptolemy's Geography and the Periplus of the Erytharean Sea, and by the ancient Chinese travellers. It attracted foreign and transmarine buyers after the establishment of the Mughal capital at Dhaka. The muslin industry of Dhaka received patronage from Mughal emperors and Mughal nobility. A huge quantity of the finest sort of Muslin was procured for the use of the Mughal emperors, provincial governors and high officials and nobles.

In the great 1851 exhibition of London, the Dhaka muslin occupied a prominent place, attracted a large number of visitors and the British press spoke very highly of the marvellous fabric. Dhaka muslin was in great demand on the national and the international market. The traders were active at Dhaka. Local businessmen procured the cotton goods from buyers and were ready with cash in hand. Foreign traders came from far-off countries like Arabia, Iran, Armenia, in the west, and China, Malaya and Java, in the east. Government officials procured various types of muslin which they sent to Delhi for the use of emperors and ministers.

The finest sort of muslin was made of phuti cotton, which was grown in certain localities on the banks of the River Brahmaputra and its branches. The other kinds of cotton called bairait and deshi were of inferior quality and were cultivated in different parts of Dhaka and its neighbouring areas. They were used for manufacturing slightly inferior and coarse clothes. The people involved in the manufacture of cloth, from the cleaner to the maker of thread and the person who did the actual weaving belonged to a family of weavers, or, if the family was small, to three families joined together to manufacture the cloth.

There are four types of cotton in the world. Among them, Gossypium arboreum and Gossypium herbacium were cultivated in the Indian subcontinent millions of years ago and were commonly referred to as deshi cotton species. Gossypium arboreum is under commercial cultivation only in the Indian subcontinent. It is interesting to know that the British introduced American cotton species Gossipium hirsutum in 1790 and tried hard for 150 years to replace the deshi cotton with the American cotton. They did not succeed. In 1947, when the

British left India, at least 97.0 per cent of the cotton used was deshi. Now 97 per cent of subcontinent areas are under American cotton cultivation and 3 per cent under deshi cotton cultivation.

Why did the British try so hard to displace the muslin with the American cotton? The world's finest cotton cloth from G arboreum fibre had been traditionally produced in India for more than 5,000 years. Indian cotton fabric, Calico and Dhaka muslin cotton had been the main exports to Britain for about 100 years before the British enforced a ban in the 1721 AD act, prohibiting calicoes and cotton import from India because of the collapse of their domestic wool industry.

How can we revive the glory of muslin? It may not be easy to accept the opinion instantaneously, but with some good thinking, it would not be difficult to propose that the future of American cotton lies in muslin. The recent challenges of the ever-increasing cost of chemical inputs and labour scarcity have been pushing cotton cultivation towards an unsustainable level and marginalised profits. The current American cotton hybrid systems that predominate more than 95 per cent of the cotton area in Bangladesh do not fall in the category of sustainable approaches. These hybrids are expensive to cultivate, input-intensive and run the constant risk of collapsing under high sensitivity to biotic and abiotic stresses.

To revive muslin cotton, we need the following: (a) search germplasm around the world; (b) collect germplasms from gene bank; (c) research programmes should be carried out; (d) communication nationality and internationally; (e) awareness development; (f) skilled human resources; and (g) support from government and donor agencies.

*Md Tasdiqur Rahman is deputy director of the Cotton Development Board.*

শনিবার
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
১ ফাল্গুন ১৪২২

কালের কণ্ঠ

অবসরে

www.kalerkantho.com

# মসলিনের প্রত্যাবর্তন

এমনই মিহি ছিল বাংলার মসলিন যে ঢোকানো যেত একটি আংটির ভিতর দিয়ে। রাজা-বাদশাহরা রানির মান ভাঙাতে মসলিন উপহার দিতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ পারস্যের কবি হাফিজকে নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে মসলিন পাঠিয়েছিলেন। সেই মসলিন এই সময়ে তৈরি হয়ে প্রদর্শিত হচ্ছে ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে। মসলিনের ফিরে আসার গল্প শোনাচ্ছেন **ইমরান উজ-জামান**

পড়ুন পৃষ্ঠা ৪ ও ৫

ভুল সবই ভুল

# নেপোলিয়ন বেটে ছিলেন

সবাই সত্যি জানে, এমন অনেক কথা পরে যাচাই করে দেখা গেছে, সেগুলো মিথ্যা। অবসরে সেগুলো আনতে যাচ্ছে পাঠকের গোচরে। লিখেছেন সরফরাজ খান

দারুণ সমরনায়ক হিসেবে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম ভুবনবিদিত। সেই সঙ্গে লোকজন আরো বলে, লোকটা বেটে। সবাই জানি, তিনি ফরাসি বিপ্লবের বরপুত্র। তাঁর তৈরি করা অনেক মডেল আজও দেশে দেশে চালু আছে। কিন্তু কেউ কি তাঁর খাটো হওয়ার কথাটা খতিয়ে দেখেছে? এটি হলো তেমন একটি চালু ভুল, যা মানুষ কথায় কথায় ছড়ায়।

ছোট মানুষের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বলি, ধাউন্যা মরিচ। ভেতরকার অর্থ হলো, এর গড়ন ছোট কিন্তু ঝাল বেশি। নেপোলিয়ন একটি মহাদেশের পুরোটা আয়ত্তে এনেছিলেন। তাই কথায় কথায় চালু হয়ে গেছে, ছোট মানুষের বড় কাজ।

কিন্তু আসলে তার উচ্চতা কত ছিল?

তৎকালীন ফরাসি মাপে নেপোলিয়নের উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। ব্রিটিশ মাপে এটি ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির সমান। যা ফরাসি পুরুষের গড় উচ্চতার চেয়ে বেশি। ফরাসিদের ইঞ্চি পরিমাপ ব্রিটিশদের চেয়ে লম্বা। নেপোলিয়নের মরদেহের ময়নাতদন্ত উপরোক্ত সমস্যার একটি বাস্তব ভিত্তি দিয়েছিল। তদন্তটি করেছিলেন ফ্রান্সেসকো নামের এক ফরাসি। তিনি তাঁকে ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা উল্লেখ করেন। আরেকটি বিষয় হলো, নেপোলিয়ন প্রায়ই দেহরক্ষী দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। ওদের বাছাই করাই হতো উচ্চতা দেখে। সাধারণত এদের গড় উচ্চতা ৬ ফুট। ফলে তাদের পাশে তাঁকে খাটো দেখাত। এ জন্য তাঁকে লে পেটি কাপোরাল বলা হতো। এর অর্থ হলো, খুদে কর্পোরাল। তবে অনেকে বলেন, শত্রুরা তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করে দেখাতে চেয়ে তাঁকে খাটো বলে প্রতীয়মান করত।

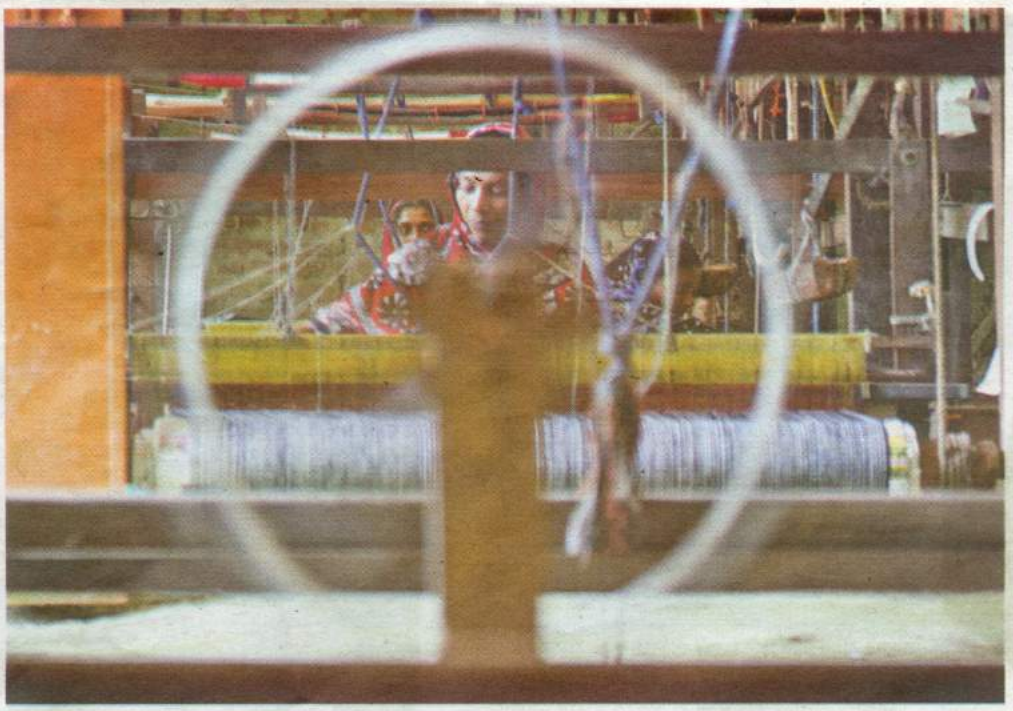

একালের বয়নশিল্পীরা

# মসলিনের প্রত্যাবর্তন

ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দের মশহুর অভিধান 'হবসন জবসন'-এ হেনরি ইউল আর্থার কোক বার্নেল অভিধানে হবসন জবসন জানাচ্ছে, মসলিন শব্দটি এসেছে মসুল থেকে। একদা ইরাকের নামি ব্যবসাকেন্দ্র এই মসুল। ইংরেজরা মসুলের মিহিন কাপড়টিকে বলত মসলিন। সপ্তদশ শতকে মোগলদের জমানায় ঢাকা মসলিন বোনার শিখরে পৌঁছেছিল। ইউরোপের নারীরাও বায়না ধরত ঢাকাই মসলিনের জন্য। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, সম্রাট জাহাঙ্গীরও মসলিনের প্রশংসা করেছেন। 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। এ থেকে জানা যায়, সুবেদার ইসলাম খাঁ সোনারগাঁয়ের তৈরি বিশেষ মসলিন কাপড় বাদশাহর দরবারে পাঠিয়েছিলেন। ১৩৪৭ সালের দিকে ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ে বেড়াতে আসেন। তিনি মসলিনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখন পানাম নগরের খাসনগরের দিঘির তীরে মসলিন তাঁতিরা বাস করত। দিঘির চারপাশের উষ্ণ-ঠাণ্ডা আবহাওয়া মসলিন সুতা শুকানোর জন্য বেশ কাজে লাগত। পরিবারের মেয়েরা সুতা কাটার কাজে নিয়োজিত থাকত।

রাজপ্রাসাদের জন্য তখন বিশেষ ধরনের মসলিন তৈরি হতো, নাম ছিল 'মলবুস খাস'। আঠারো শতকের শেষদিকে এর চেয়েও উন্নতমানের মসলিন তৈরি হয়েছিল, নাম 'মলমল খাস'। এ ছাড়া সরকার-ই-আলা, ঝুনা, আব-ই-রওয়ান, খাসসা, শবনম নামে মসলিন কাপড় তৈরি হতো। বিদেশি বণিকরা জাহাজ ভেড়াত প্রাচীন বন্দর সোনারগাঁয়ে। লাখ লাখ টাকার মসলিন বিদেশে যেত এ বন্দর থেকে।

সোনারগাঁ ছাড়াও মসলিন তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল ঢাকা, ধামরাই, কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী আর বাজিতপুর। জঙ্গলবাড়ীর বেশির ভাগ লোকের পেশা ছিল মসলিন বোনা। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও সেখানে ছিল ১০০ তাঁতি পরিবার। জঙ্গলবাড়ী থেকে মাইল কুড়ি দূরে বাজিতপুর। ওখানে জন্মাত উঁচুমানের কার্পাস, যা দিয়ে তৈরি হতো উঁচুমানের মসলিন। ২০০ বছর আগে সোনারগাঁয় ছিল দেড় হাজার তাঁতি। বাণিজ্যিকভাবে তখন ইংরেজরা রপ্তানি করত মসলিন। ১৮৫১ সালে মসলিন নিয়ে একটি নিবন্ধে জেমস টেলর লেখেন, ঢাকায় আছে ৭০০ তাঁতি। টেলর লিখেছেন, ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার আড়তগুলো থেকে বছরে প্রায় ২৮ লাখ টাকার মসলিন রপ্তানি হতো। তার মধ্যে সোনারগাঁ থেকে রপ্তানি হতো প্রায় তিন লাখ ৫০ হাজার টাকার মসলিন।

কলে তৈরি কাপড়ের বাজার দখলের স্বার্থে ইংরেজরা মসলিন কারিগরদের ওপর নিপীড়ন চালাত। মসলিনের ন্যায্য দাম দিত না। তারা লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে নীল চাষ করাত। ধীরে ধীরে কালের গৌরব মসলিনশিল্প ধ্বংস হতে হতে একসময় হারিয়ে যায়। এমনও শোনা যায়, ইংরেজরা মসলিন তাঁতিদের ধরে তাদের হাতের আঙুল কেটে দেয়।

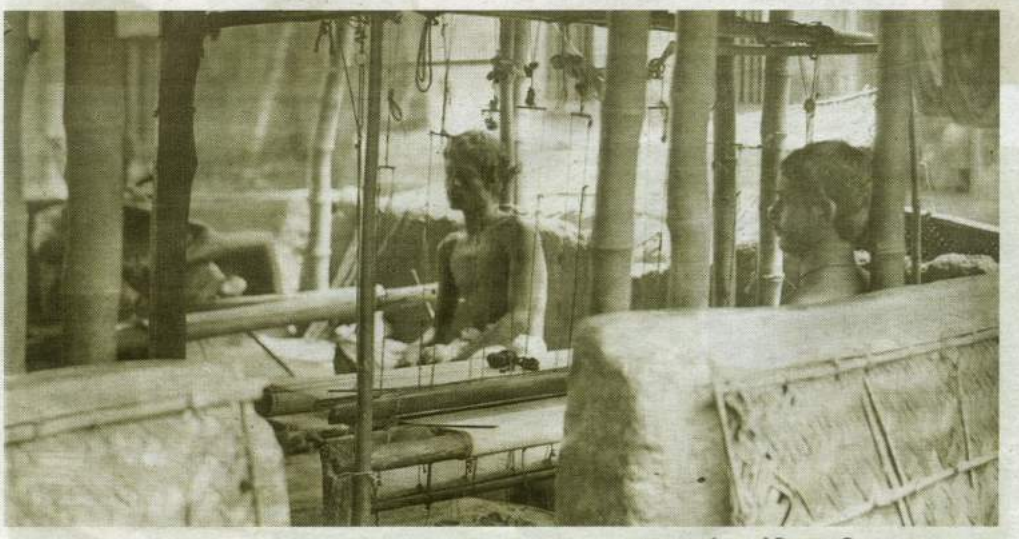

সেকালে পূর্ববঙ্গের তাঁতিরা। মসলিনের তখন পড়ন্ত বেলা

## মসলিন বর্তমানকেও অবাক করে

এখনকার বস্ত্রপ্রকৌশলীরাও সেদিনের মসলিন দেখে অবাক হয়ে যান? অনেকে আবারও মসলিন ফিরিয়ে আনার কথা ভাবেন। কিন্তু মসলিন বুননকৌশল যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ না থাকাটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরপর গত বছরই মসলিন সুতার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় একটি প্রকল্প হাতে নেয়। তাঁত বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নিয়ে এ-সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আগে ২০১৩ সালের শেষদিকে মসলিন কাপড় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয় দৃক। দৃকের প্রধান নির্বাহী ও মসলিন প্রকল্পের উদ্যোক্তা সাইফুল ইসলাম তিন বছর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে মসলিন কাপড় নিয়ে গবেষণা ও অধ্যয়ন করেন। তিনি বুঝতে পারেন, জামদানি আসলে মসলিনেরই একটি ধরন (তৈরি হয় সর্বোচ্চ ১০০ কাউন্ট সুতা দিয়ে)। সাইফুল আরো জানতে পারেন, ভারতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকার মসলিনের ব্যবসা হয়। এগুলোকে বলা হয় বেঙ্গল মসলিন। মসলিন তৈরির উপকরণ ফুটি কার্পাসের আবাদও আছে ভারতে। তিনি বলেন, ব্রিটিশ আমলের শেষভাগে এ দেশ থেকে ধীরে ধীরে ফুটি কার্পাস হারিয়ে যেতে থাকে। মেঘনা ও শীতলক্ষ্যার পাড়ে এ গাছের চাষ হতো। বিশেষ করে শ্রীরামপুর, কেদারপুর, রাজনগর ইত্যাদি স্থান বিখ্যাত ছিল। কাপাসিয়া নামটিও এসেছে এই কার্পাস থেকে। বাংলাদেশের জাদুঘরে মসলিনের দুই টুকরা কাপড় আছে। তবে সেগুলো উন্নতমানের নয়। বিদেশে এখনো মসলিনের চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশের নাম করে আশপাশের দেশগুলো এর বিপণন করছে। আমাদের কারিগরদের যে দক্ষতা রয়েছে, তা দিয়ে ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। বাংলাদেশের তাঁতিরা সাধারণত ৩০ কাউন্ট সুতার কাপড় তৈরি করে। অথচ মসলিনের জন্য দরকার ৩০০ কাউন্ট সুতা। প্রথম দিকে করাই যাচ্ছিল না। বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছিল। পরে পারা গেল এবং তাঁতিরা অনেক খুশি।

## মেঘনার কূলে ভালো কার্পাস হতো

মেঘনা এমনিতেই খুব বড় নদী। আর সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় বর্ষায় দুই কূল ছাপায়। ফলে যে পলি জমে, তার কারণেই ফুটি কার্পাসের উৎপাদন খুব ভালো হতো। কিন্তু সমস্যা হলো, ভালো মানের মসলিনের তুলা মাত্র ছয় কেজি পাওয়া যায় এক বিঘা থেকে। তাই মসলিনের চাহিদা যখন খুব বেড়ে গেল, সেই সময় ভারতের গুজরাট থেকেও তুলা আমদানি করা হতো। কিন্তু ওগুলো দিয়ে ভালো মানের মসলিন তৈরি করা যেত না।

## সুতা কাটা

সুতা কাটার কাজে মহিলারা ভালো করতেন। সূক্ষ্ম সুতা তোলা অনেক পরিশ্রম আর ধৈর্যের কাজ। সুতা তোলার সময় কম তাপ ও আর্দ্রতার দরকার হতো। তাই একেবারে ভোরে আর বিকেলের পরে এ কাজ করতে হতো। আর্দ্রতার প্রয়োজনে অনেক সময় এমনকি নদীতে নৌকার ওপর বসেও সুতা কাটার কাজ চলত। এমন পরিশ্রমের পরও একজন কর্মী মাসে মাত্র আধা তোলা সুতা তুলতে পারতেন। ১৮৫১ সালে লন্ডনে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ঢাকা থেকে কিছু মসলিন পাঠানো হয়। সেখানে এক পাউন্ড সুতা দেখানো হয়েছিল, যা দৈর্ঘ্যে ছিল ২৫০ মাইল! তখন মর্নিং ক্রনিকল পত্রিকায় লেখা হয়, হাবিবুল্লাহ তাঁতির বোনা ১০ গজ লম্বা একখণ্ড মসলিনের ওজন মাত্র তিন আউন্স!

## নারোদিয়া, কুণ্ডুগার প্রমুখ

মসলিন বোনা হওয়ার পর ধোয়া হতো। সম্রাট আকবরের আমলে এগারোসিন্ধুর পানি কাপড় ধোয়ার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সেই সঙ্গে ধোপার দক্ষতাটাও যোগ হয়েছিল। মসলিন ধোয়ার জন্য একটি পেশাজীবীগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। আঠারো শতকের গোড়ায় একখণ্ড মসলিন ধোয়ার খরচ পড়ত ১০ টাকা। আবার ধোয়ার সময় কাপড়ে কোনো দাগ লাগলে বিভিন্ন ফলের রস দিয়ে তা তুলে দেওয়া হতো। কাপড় ধোয়ার সময় কোনো সুতা সরে গেলে তা ঠিক করত দক্ষ রিফুকাররা, তাদের বলা হতো নারোদিয়া। এরপর শঙ্খ বা ছোট মুগুর দিয়ে পিটিয়ে মোলায়েম করা হতো। মোলায়েম করার সময় ছিটানো হতো চাল ধোয়া পানি। এ কাজে নিয়োজিতদের বলা হতো কুণ্ডুগার। তারপর সাবধানে ইস্ত্রি করা হতো মসলিন। কোনো কোনো মসলিনে সুচের বা চিকনের কাজও করা হতো।

ইংরেজ শিল্পী রেনলডের আঁকা মসলিন পরা রাজার বিবি

## নতুন যুগের মসলিন

সাইফুল ইসলাম ভারত থেকে ফুটি কার্পাসের বীজ এনে তুলা গবেষণাকেন্দ্রে চাষ করেছেন। সাম্প্রতিককালে ২৫০ কাউন্ট সুতার তৈরি কাপড়কেও মসলিন বলা হচ্ছে। দৃক সাত মাস সময় নিয়ে ৩০০ কাউন্ট সুতার মসলিন কাপড় তৈরি করেছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও ভেমরার তাঁতিরা এ কাজে যোগ দিয়েছেন। প্রস্তুতকৃত সব পোশাকই শাড়ি। প্রতিষ্ঠানটি এসব কাপড়ের নাম দিয়েছে 'নতুন যুগের মসলিন'। তাঁতিরা অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার পর ৪০০ ও ৫০০ কাউন্ট সুতার মসলিন কাপড় তৈরির পরিকল্পনা আছে বলে জানালেন সাইফুল। দৃকের উদ্যোগে একটি মসলিন শাড়ি তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে কয়েক লাখ টাকা। তাই এ শাড়ি সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে না। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ড. ফরিদ উদ্দিন বলেন, দৃকের এ উদ্যোগে বাংলাদেশে মসলিনের ফিরে আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতা যত বেশি সূক্ষ্ম হবে, মসলিন কাপড়ের গুণগত মান তত বাড়বে।

## ফ্যাশন শো

ঢাকার জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে মসলিনের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি। মসলিনকে জনপ্রিয় ও নতুনভাবে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত হচ্ছে মসলিন উৎসব। সে ধারাবাহিকতায় ৬ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে হয়েছে একটি ফ্যাশন শো। বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্য থেকে ১২ জন ডিজাইনার ও প্রতিষ্ঠান মসলিন কাপড়ের ওপর ডিজাইন করা পোশাক প্রদর্শন করেছেন। ডিজাইনারদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আছেন রোকসানা সালাম, কুহু, হুমায়রা খান ও তেনজিং চাকমা। যুক্তরাজ্য থেকে রেজিয়া ওয়াহেদ, সাইফ ওসমানী ও লাকী হোসেন। ভারতের ছিলেন শান্তনু দাস, আনিথ অরোরা, সৌমিত্র মণ্ডল ও দর্শন শাহ। এ ছাড়া মসলিন উৎসব ২০১৬-এর বিশেষ পার্টনার 'আড়ং'-এর জামদানি সংগ্রহ নিয়ে ছিল বিশেষ উপস্থাপনা। ফ্যাশন শোর কোরিওগ্রাফার ছিলেন আজরা মাহমুদ।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী মিলনায়তনে হচ্ছে চার সপ্তাহব্যাপী মসলিন প্রদর্শনী। চলবে মার্চের ৩ তারিখ পর্যন্ত।

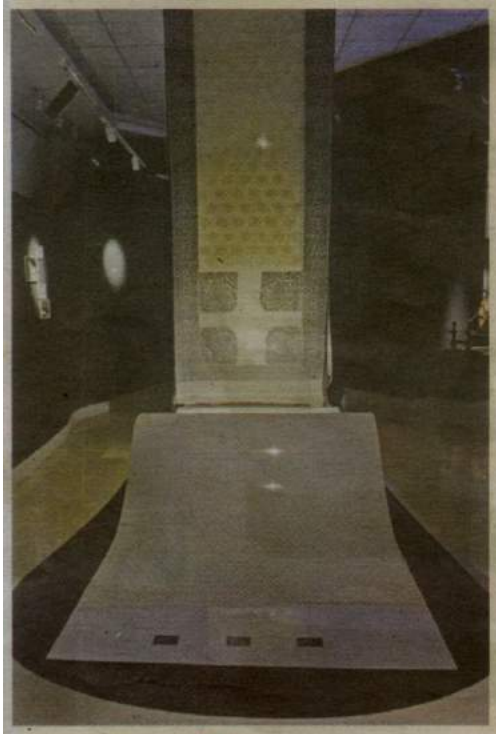

■ **কার্পাস তুলা ও সুতা**

ভারতের জয়পুর থেকে আনা হয়েছে ফুটি কার্পাসের বীজ। গাজীপুরের শ্রীপুরের তুলা উন্নয়ন বোর্ড গবেষণাকেন্দ্রে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এর চাষ শুরু করে দুক। প্রায় ৩০১ গাছ। সম্প্রতি আরো ১৫০টি গাছ লাগানো হয়েছে। বিলুপ্ত আসল ফুটি কার্পাসের সঙ্গে এর ফারাক আছে কি না জানতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। আসল ফুটি কার্পাসগাছ বছরে দুবার ফল দিতো। কিন্তু জয়পুরের গাছ বছরে একবার দিচ্ছে। সাধারণত জুলাই মাসে ফুটি কার্পাস হয় এবং ডিসেম্বরে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়।

■ **নতুন যুগের মসলিন**

এই মসলিন শাড়িটি ৩০০ কাউন্ট সুতা দিয়ে তৈরি হয়েছে। ফুটি কার্পাস তুলা থেকে। সময় লেগেছে সাত মাস। এ মসলিন মনে করিয়ে দিচ্ছে সে মসলিনকে, যা একটি আংটিতে পোরা যেত। তবে আরো ভালো মানের ৪০০ ও ৫০০ কাউন্ট সুতা দিয়ে মসলিন তৈরির আগ্রহ দেখাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

■ **আংটির ভেতর মসলিন**

একটি মসলিন শাড়ি আংটির ভেতরে প্রবেশ করানো যায়। প্রদর্শনীতে প্রদর্শিতও হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে, একটি মসলিন শাড়ি ভাঁজ করে ম্যাচ বাক্সেও রাখা যেত।

■ **চিত্রে মসলিন তৈরির প্রক্রিয়া**

প্রদর্শনী দেখতে আসা অনেকেই বলছেন, আমরা তো জানতাম রেশম থেকে মসলিন হতো। এখন শুনছি তুলা থেকে হয় মসলিন। তুলার চাষ থেকে শুরু করে কাপড় বোনা পর্যন্ত–ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার হাতে আঁকা ছবিগুলো দর্শকরা আগ্রহ ভরে দেখছেন।

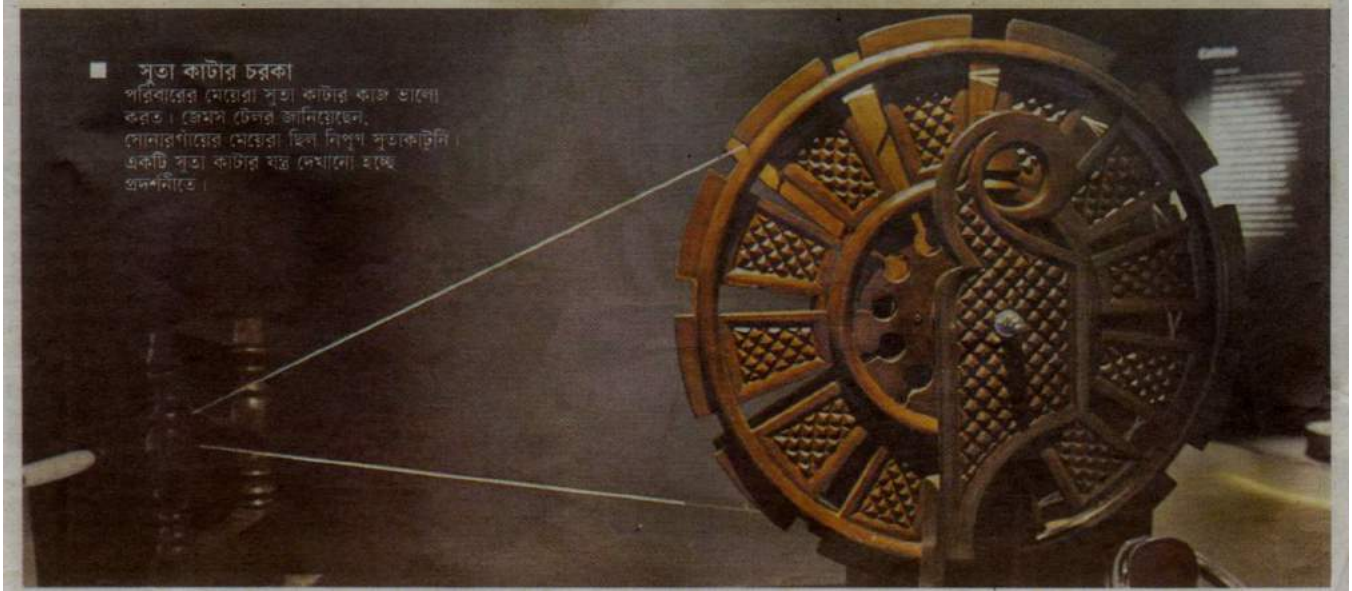

■ **সুতা কাটার চরকা**

পরিবারের মেয়েরা সুতা কাটার কাজ ভালো করত। জেমস টেলর জানিয়েছেন, সোনারগাঁয়ের মেয়েরা ছিল নিপুণ সুতাকাটুনি। একটি সুতা কাটার যন্ত্র দেখানো হচ্ছে প্রদর্শনীতে।

# মসলিনের নতুন সূচনা

একসময় যা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক, সেটি আজ ইতিহাসে খুঁজতে হয়। এ দেশের সেই গৌরব মসলিনের পুনরুজ্জীবনের আয়োজন করা হয়েছিল গত মাসে

মসলিন ছিল আমাদের গর্ব। আজও তাই। কয়েক শ বছর আগে এটি পাশ্চাত্যের অভিজাতদের কাছে ছিল আরাধ্য বস্তু। সব মসলিন ঔপনিবেশিকরা নিয়ে গেছে। যারা বানাতো, কেটে দিয়েছে তাদের আঙুল। ফলে আজ এত বড় মসলিন উৎসব আয়োজন করতে ইউরোপ থেকে আমাদেরই তৈরি মসলিন ফেরতযোগ্য হিসেবে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

এই উৎসব চলে ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে। মসলিন রিভাইভাল, মসলিন নাইট, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, মসলিনের ওপর বই প্রকাশ, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শন এবং মসলিন ট্যুরের আয়োজন করা হয় এতে। সহযোগিতা করেছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়, আয়োজন করেছে দৃক এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। বিশেষ পার্টনার আড়ং।

গত ৩১ জানুয়ারি বেলা ১১টায় জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে উৎসবের সময় ও কর্মসূচি জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বেগম আখতারী মমতাজ, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. মোহাম্মদ মুসা, জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী এবং দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়।

সাইফুল ইসলাম এই উৎসবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বিশেষ অংশীদার আড়ংয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। দুই বছরের বেশি সময় ধরে দৃকের বেঙ্গল মসলিন টিমের গবেষণার ফল এই উৎসব।

৫ ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে তিনটায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারিতে 'মসলিন রিভাইভাল' শীর্ষক মাসব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। এখানে থাকে মসলিনবিষয়ক শিল্পকর্ম এবং নানা মাধ্যমে বয়ান করা হয় সেগুলোর কাহিনি। দেখানো হয় দৃক বেঙ্গল মসলিন টিমের বয়ন করা আধুনিক মসলিন শাড়ি। 'লিজেন্ড অব দ্য লুম' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রদর্শিত হয়, তাতে তুলে ধরা হয় মসলিন এবং এর উপাদানের খোঁজে বেঙ্গল মসলিন টিমের দেশে-বিদেশে ছুটে চলার গল্প। মসলিন উৎসবের প্রধান এক আকর্ষণ ছিল ৬ ফেব্রুয়ারি পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আহসান মঞ্জিলে আয়োজিত 'মসলিন নাইট'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন, দৃকের সিইও সাইফুল ইসলাম।

সবার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয় আহসান মঞ্জিলের ঠিক সামনে, স্টেজ সাজানো হয় সিড়ি আর সামনের অংশ নিয়ে। 'হাওয়ায় ইন্দ্রজাল' শিরোনামের একটি নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। লুবনা মরিয়মের নৃত্যদল 'সাধনা' এই নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। এখানে উপস্থাপন করা হয় মসলিনের অতীত এবং এর অজানা সব গল্প। এটি পরিচালনা করেন সাব্বির আহমেদ খান, চিত্রনাট্যে ছিলেন সাইমন জাকারিয়া এবং মঞ্চসজ্জা পরিকল্পনা, পোশাক ও শৈল্পিক পরিচালনা করেন লুবনা মরিয়ম। সঙ্গীত পরিচালনায় নির্ঝর চৌধুরী। দীর্ঘ সময়ের এই নৃত্যনাট্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। আলো ও রঙের দৃষ্টিনন্দন শৈলী ছিল এই পর্বে।

অনুষ্ঠানের পরের অংশে ছিল ফ্যাশন শো। বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যের ১২ জন ডিজাইনার এবং প্রতিষ্ঠান মসলিন কাপড়ের উপর

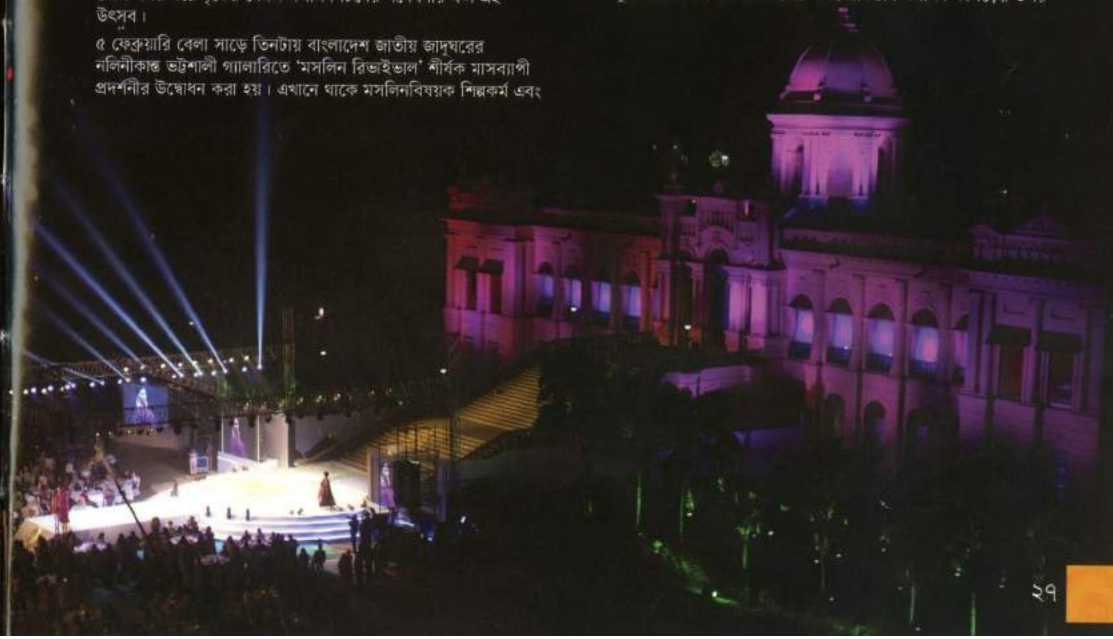

ডিজাইন করা পোশাক প্রদর্শন করেন। রোকসানা সালাম, কুহু প্লামনডন, হুমায়রা খান ও তেনজিং চাকমা ছিলেন বাংলাদেশি ডিজাইনারদের মধ্যে। ভারত থেকে অংশ নেন শান্তনু দাস, আনিথ আরোরা, সৌমিত্র মণ্ডল ও দর্শন শাহ। যুক্তরাজ্য থেকে রোজিয়া ওয়াহেদ, সাইফ ওসমানী, লাকী হোসেন এবং মসলিন ট্রাস্ট নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া বিশেষ পার্টনার আড়ং তার জামদানি সংগ্রহ র‍্যাম্পে উপস্থাপন করে। দুকও ফুটি কার্পাস তুলার তিন শ কাউন্ট সুতায় বোনা আধুনিক মসলিন শাড়ি প্রদর্শন করে। ফ্যাশন শোর কোরিওগ্রাফ করেছেন আজরা মাহমুদ।

৭ ফেব্রুয়ারি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় জাদুঘরে। সেখানে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকেরা মসলিনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। ৮ ফেব্রুয়ারি দেশের বাইরে থেকে আগত অতিথিদের মসলিন ট্যুরে সোনারগাঁও পানাম নগরের জামদানি পল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেখানো হয় ইংলিশ ফ্যাক্টরি বিল্ডিং, যেখানে তৈরি হতো সেই বিখ্যাত মসলিন, সঙ্গে জামদানি তৈরির স্থান দেখানো হয়।

উৎসবে সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আমাদের অনেক ঐতিহ্যকে হারিয়েছি, ভবিষ্যতে আর কোনো কিছু হারিয়ে যেতে দেয়া হবে না।' ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত চলা এই প্রদর্শনী ও উৎসব হয়ে ওঠে মসলিনের পুনরুজ্জীবনের নতুন সূচনা।

তারিকুল ইসলাম মিথুন

ছবি: লেখক ও দুক

# Drik would like to tell the story of Bengal Muslin

-by Tauhidul Islam Apu

Drik would like to tell the story of Bengal Muslin, the fabled fabric of Bengal, its unique history and contribution,through a series of events and activities. Our aim is to recreate the story of this legendary textile that was used by Western and Mughal courts, raise awareness of its rich heritage and the distinctive impact it had upon the world in terms of textile artistry and global trade.

Muslin project is organized by Drik in partnership with Aarong and Bangladesh National Museum. The project will investigate the potential of reviving Muslin production and explore how this sought for textile of the past can integrate with contemporary clothing designs.

The Muslin being produced by Drik fulfills all the criteria of Bengal Muslin in terms of fineness, high thread count and even motifs. However, it should not be confused with the legendary Dhakai Muslin, which was produced from a special variety of cotton which is extinct for over hundred years.

## The Origin of Muslin:

The origins of Bengal cotton are a thousand years old. Historically, Bengal Muslin has been recognised as a cotton fabric of legendary lightness and distinctive motifs by many world travellers. Hand woven from uncommonly delicate hand spun yarn in villages near Dhaka, Muslin was produced from a cotton plant that grew exclusively along the banks of a certain stretch of the Brahmaputra river.The finished cloth was sought by royalty and traded globally across countries of the Middle East, Europe..etc. while earning enormous revenue for those involved in its trade.

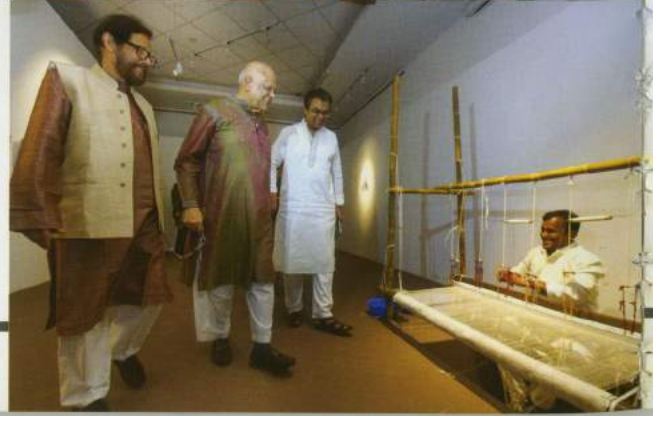

Bangladesh and abroad will debate on sourcing the cotton, modernising the products and plan for continued research and application in this area.

The effective combination of the above activities will recreate the story of Muslin from Bengal's perspective, establishing the history and origin of the fabric while enhancing the profile of the only surviving scion of muslin, 'Jamdani' (recently recognized as a Cultural Heritage of Humanity, by UNESCO), at an international and national level.

## Activities:

The major activities being planned to support this initiative are:

**1) Exhibition:** This will capture the origin, production process, key events and artifacts on muslin. The exhibition will be curated and designed by Drik.

**2) Book publication:** An international quality publication that will collate available and unpublished information into a well-researched photo book which will establish Bangladesh's heritage and contribution to this unique fabric. The book will be written, designed and published by Drik.

**3) Short Documentary film:** A short documentary film (approx. 45 mins), which will capture our efforts to trace the plant, to find past artifacts and to recreate ancient muslin designs using the skills of current Jamdani weavers in Dhaka. It will bring the story of muslin to life on the screen and will be shown at the exhibition/television. Drik AV will produce this in collaboration with other experts.

**4) Muslin Night:** This is designed to be a multi-cultural event, which will include different cultural activities including a light and sound show. It would tell the story of muslin through songs, dance, fashion show... etc.

**5) Workshops:** Seminars and discussions, where experts from

**Conclusion:**

We believe this is a remarkable project for Bangladesh. It is a story that needs to be told with clarity and integrity, acknowledging the huge contribution of the unrecognised community of farmers and handloom workers that has made it possible.

**Contact:**
Email us at
bengalmuslin@gmail.com
Visit our website at
www.bengalmuslin.com
or

# Muslin Night at Ahsan Manzil
## on February 6, 2016.

Photographer : Sumon Hossain

Visit our office at Drik Picture Library Ltd., House 58, Road 15A (New), Dhanmondi, Dhaka, 1209, Bangladesh.

For more info, follow us on Twitter at https://twitter.com/BengalMuslin and
subscribe to our Youtube channel https://www.youtube.com/channel/UCGTG1YWv3SJUz6Evt3T1hzQ

## Muslin Festival 2016: Relive the magic of muslin

Muslin Festival 2016 was inaugurated in the evening today at the main auditorium of Bangladesh National Museum. Honourable finance minister, Mr Abul Maal Muhith was present as the chief guest and Mr Asaduzzzaman Noor, honourable cultural minister and MP was the special guest at the inauguration; Cultural Affairs Secretary, Ms Aktari Mumtaz; Chairman of the Board of Trustees, Bangladesh National Museum, Mr M Azizur Rahman; CEO of Drik, Mr Saiful islam; Senior Director, BRAC Enterprise, Ms Tamara Abed and Senior Curator, Victoria and Albert Museum, Rosemary Crill were present during the inauguration. Muslin Festival 2016 is supported by the Ministry of Cultural Affairs and organized by Drik and Bangladesh National Museum in partnership with Aarong. The festival has been designed with a range of activities throughout the month till March 3. The month long festival is the culmination of over two years of research by Drik into the history of muslin and our nation's contribution to it.